উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৭৬৩.৯১ (+২৬১.৭৯)
নিফটি : ২৪,২৭০.৮৫ (+৯৫.১৫)

রাম মন্দিরে চুরি, শান্তি চায় সংঘ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৫°	৩৫°	৩৫°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৭°	২৬°

কাকলি-সায়নী টানাপোড়েন চরমে ৭

শেষ চারে কি ফ্রান্স-স্পেন, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা? বিশ্বকাপের ভবিষ্যদ্বাণী ১২

শিলিগুড়ি ১৯ আষাঢ় ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 4 July 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 47

দুর্যোগে নামবেন প্রাক্তন সেনারা

উত্তরবঙ্গের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রচুর কাজ করতে হবে। এদিকে, ৮০ শতাংশ জনপ্রতিনিধি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন না। ফাঁকিবাজদের শোকজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। -শুভেন্দু অধিকারী

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সক্রিয় সাহায্য নেবে রাজ্য সরকার। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের এই কাজে ব্যবহার করা হবে। এ জন্য ৫০ জনের একেকটি দল তৈরি করবে সরকার। পাহাড় ও সমতল— উভয় জায়গায় কাজ করবে দলগুলি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে উত্তরকন্যায় শুক্রবার জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যে বর্ষার দুর্যোগ শুরু হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে ধস এবং সমতলে বাঁধ ভেঙে অথবা নদীর জলস্ফীতিতে বিভিন্ন এলাকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এটা ফি বছরের ছবি। রুটিরুজি হারানোর পাশাপাশি নিরাশ্রয় হয় গ্রামের পর গ্রাম। এই ছবির বদল ঘটাতে আচমকা শিলিগুড়িতে এসে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় যেহেতু সেনাকর্মীরা পারদর্শী ও অভিজ্ঞ, সে কারণেই তাঁদের সাহায্য নেওয়ার এই সিদ্ধান্ত।

উত্তরকন্যায় বৈঠক শেষে বেরিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি : সূত্রধর

রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'গত বছর অক্টোবর মাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা বেশ কয়েকজনকে হারিয়েছি। ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। ওই ঘটনাকে মাথায় রেখে দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রাক্তন সেনাকর্মীদের কয়েকটি বিশেষ দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সিভিল ডিফেন্সকে ঢেলে সাজানো বা অত্যাধুনিক করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নতুন করে প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা সামগ্রী দেওয়া হবে। এ বছর বর্ষার শুরুতেই ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে দুধিয়া সহ কয়েকটি এলাকায়। সে সম্পর্কেও এদিন জেলা শাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর দশের পাতায়

কী কী সিদ্ধান্ত

- উত্তরকন্যাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলা হবে
- ৮ জেলার যাবতীয় সরকারি কর্মসূচিতে নজরদারি
- চিকেন নেকে নিরাপত্তায় বিশেষ নজর রাজ্যের
- ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ক্যামেরায় বাড়তি নজরদারি

আইন ভাঙায় তাঁরা একসুতোয় জুড়েছেন নিজেদের। একজন রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী, আরেকজন 'অপসারিত' বিডিও প্রশান্ত বর্মন। দুজনকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের জোড়া প্রতিবেদন।

বিতর্কের কেন্দ্রে জয়জিৎ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার বিএড ট্রেনিং কলেজের জমি ও সম্পত্তি বেআইনিভাবে বিক্রি এবং আর্থিক দুর্নীতির মামলায় একাধিক বিতর্কে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সদ্য প্রাক্তন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি পদের অপব্যবহারের অভিযোগও উঠেছে। 'প্রণাশা' নামে একটি সোসাইটি আলিপুরদুয়ার বিএড ট্রেনিং কলেজ পরিচালনা করত। সোসাইটির পদাধিকারীদের মধ্যে ঝামেলার জেরে কলেজ নিয়ে কয়েক বছর আগে মামলা হয়েছিল। কলেজের সভাপতি হিসাবে মামলা করেছিলেন সজল সরকার। সেই মামলায় এনসিটিই-এর আইনজীবী ছিলেন জয়জিৎ। পরবর্তীতে 'অশ্বিনী চৌধুরী এডুকেশনাল ট্রাস্ট' কলেজের দায়িত্ব নেয়। দেখা যায় সেই ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য ছিলেন জয়জিৎ। অর্থাৎ মামলার আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে গিয়ে বকলমে কলেজের পরিচালক হয়ে বসেছিলেন প্রাক্তন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল। বিতর্কের শুরু সেখান থেকেই।

- এনসিটিই-এর আইনজীবী হিসেবে মামলায় ঢুকে কলেজের পরিচালক হয়ে ওঠেন জয়জিৎ চৌধুরী
- সজল সরকারের করা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগপত্রে প্রধান অভিযুক্ত তিনি
- নিজে অভিযুক্ত হয়েও অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসেবে মামলার তদারকি করেছেন

সোসাইটির হাত থেকে ট্রাস্টের হাতে কলেজ বিক্রি নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে ফের মামলা হয়। সেই মামলা এখনও চলছে। হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা চলাকালীন সেখানে অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন জয়জিৎ। অর্থাৎ যিনি অভিযুক্ত তিনিই পদাধিকার বলে মামলার তদারকি করেছেন। তা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। শুক্রবার সার্কিট বেঞ্চে সেই মামলার শুনানি ছিল। তাতে কলেজের পক্ষ থেকে সওয়াল করেন জয়জিৎ। যিনি কলেজের হয়ে মামলা লড়ছেন তিনিই এনসিটিই-র হয়ে সওয়াল করছেন, বিষয়টি নজরে আসতেই তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতিরা। তারপরই মামলার আইনজীবী হিসাবে সরে গিয়ে নতুন আইনজীবী নিয়োগের অনুরোধ করেন তিনি।

না, এখানেই শেষ নয়। শুক্রবারের শুনানিতে সামনে এসেছে ভয়ংকর অভিযোগ। সরকারপক্ষের আইনজীবীরা জানান, কলেজের জমি এবং যাবতীয় সম্পত্তি বেআইনিভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে একটি চক্র কাজ শুরু করেছে অভিযোগ তুলে সজল ২০২২-এর ১৭ মে তারিখে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে একটি

এরপর দশের পাতায়

প্রশান্তর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সুপ্রিম কোর্ট এবং কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক কড়া নির্দেশ ও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের প্রধান আসামি রাজগঞ্জের অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে এখনও গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট আইনি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একজন হাইপ্রোফাইল অভিযুক্ত দিনের পর দিন পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেন গ্রেপ্তার হলেন না প্রশান্ত সেই প্রশ্ন তুলে এবং গ্রেপ্তারি নিয়ে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা ও চূড়ান্ত পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে এবার কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। মানবাধিকার ও আইনি সচেতনতামূলক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'আত্মদীপ'-এর পক্ষে মামলা দায়ের করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী প্রসূন মৈত্র।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বুধবার মামলার শুনানি হবে। গ্রেপ্তারি নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হওয়ার ফলে নতুন করে বিপাকে পড়লেন প্রশান্ত। প্রসূনের কথা, 'দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পুলিশ প্রশাসন যদি একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে না পারে বা ইচ্ছাকৃতভাবে গড়িমসি করে, তবে তা সরাসরি দেশের সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থায় চরম আঘাত হানে। এটি কেবল প্রশান্ত বর্মন নামের একজন ব্যক্তির গ্রেপ্তারি বা পালিয়ে থাকার বিষয় নয়, এটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর অন্যতম মূল স্তম্ভ, বিচার ব্যবস্থার সম্মান এবং আইনের শাসন রক্ষার বৃহত্তর লড়াই। আত্মদীপ বিচার ব্যবস্থার সম্মান রক্ষায় কাজ করবে।'

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

আসল-নকলে এমএলএ ও এমপি-দের পাঙ্গা, সংগঠন কই!

গৌতম সরকার

লোক কোথায় মশাই লোক কই? জোড়াফুল প্রতীক আর দলীয় তহবিল পেলেই তো দল চলবে না। সংগঠনে লোক চাই। যেমন এতকাল একদল লোক গলা ফাটিয়েছে 'আসছে কারা- তৃণমূল, যাচ্ছে কারা- তৃণমূল' স্লোগান দিয়ে। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে, জোড়াফুল প্রতীক পেয়েও যেতে পারে ঋতব্রত বাহিনী। তাতে কী! অন্যদিকে, ধর্মতলায় মঞ্চের মাপজোখ করতে গিয়ে কেস খেলেন মমতাপন্থীরা।

কিন্তু যে প্রশ্নটি চর্চাই হচ্ছে না, তা হল মাঠ ভরাবে কে? দলের নীচুতলার কর্মী-সমর্থক, নেতা, জনপ্রতিনিধিরা কোন পক্ষে? আদৌ কোনও পক্ষে কি? যাঁরা বাস ভরে, ট্রেন ভরে, মেট্রো ভরে ২১ জুলাইয়ে গিজগিজ করতেন, তাঁরা কোথায়? লোক না থাকলে শুধু প্রতীক ধুয়ে কি দলের ভবিষ্যৎ থাকবে? মমতাপন্থী ও ঋতপন্থী- কোনও পক্ষেরই সাংগঠনিক পরিকাঠামো বলে কিছু নেই এখন।

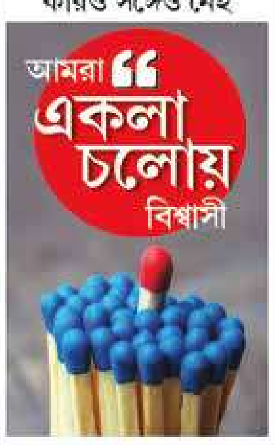

সমস্ত কমিটি ভেঙে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তৈরি করেছেন জাতীয় কর্মসমিতি। সেই কর্মসমিতি থেকে আবার ববি হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরা ফসকে গেলেন। ঋতপন্থীরা রাতারাতি পালটা জাতীয় কর্মসমিতি গড়ে ফেললেন। ঋতব্রতদের কর্মসমিতি গঠনে উপস্থিত ছিলেন জনা ষাটেক বিধায়ক ও কলকাতা পুরসভার কিছু প্রাক্তন কাউন্সিলার। মমতার কর্মসমিতি তো তিনি ভাঙেন, তিনিই গড়েন। অন্য নেতা-কর্মীদের সমর্থনের তোয়াক্কা করেন না কখনও।

জেলায় জেলায় সংগঠন বলে কিছু নেই কোনও শিবিরের। সাংগঠনিক কাঠামোও নেই। মমতা সব কমিটি ভেঙে দিয়েছিলেন। কয়েকটি জেলায় সভাপতি ঠিক করেছিলেন বটে।

এরপর দশের পাতায়

সান্ত্বনা মডরিচকে, জোটাকে জয় উৎসর্গ

কাঁদলেন রোনাল্ডো

টরন্টো, ৩ জুলাই : লেক ওন্টারিওর দিক থেকে ধেয়ে আসা কনকনে হাওয়া আজ বিএমও ফিল্ডের গ্যালারিতে এক অদ্ভুত বিষাদের চাদর বিছিয়ে দিয়েছিল। দীর্ঘ ১৯ মিনিটের অতিরিক্ত সময় শেষে রেফারির বাঁশি যখন বাজল, তখন পর্তুগিজ ফুটবলাররা উল্লাসে ফেটে পড়েছেন। কিন্তু মিডিয়া সেন্টার থেকে স্পষ্ট দেখলাম, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো হাঁটছেন ঠিক উলটো পথে। গ্যালারির হাজারো ক্যামেরার লেন্স তখন তাঁর দিকে তাক করে। উৎসবরত সতীর্থদের ছেড়ে তিনি সোজা ছুটে গেলেন মাঝমাঠে দাঁড়িয়ে থাকা একাকী, বিধ্বস্ত লুকা মডরিচের দিকে। রিয়াল মাদ্রিদে কাটানো ছয়টি বছর এবং অজস্র সাফল্যের স্মৃতি যেন নিমেষেই ফিরে এল। চল্লিশ পেরোনো দুই অদম্য যোদ্ধার সামনে এটাই ছিল শেষ সুযোগ। ভাঙা হৃদয়ের মডরিচকে পরম মমতায় বুকে টেনে নিলেন পর্তুগিজ অধিনায়ক।

মাঠে আলিঙ্গনরত অবস্থায় মডরিচের কানে ফিশফিশ করে তিনি কী বলছিলেন, তা নিয়ে প্রবল কৌতূহল ছিল। মিক্সড জোনে তিনি নিজেই জানালেন, বন্ধুকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি, মাঠের বাইরের জীবনে আবার দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রোনাল্ডো বলছিলেন, 'আমি লুকার সঙ্গে বহু বছর খেলেছি। আমরা প্রায় সমবয়সি। ও একজন কিংবদন্তি এবং এখনও যে মানের ফুটবল ও খেলছে, তা অবিশ্বাস্য।'

অথচ এই ম্যাচের চিত্রনাট্য অন্যরকম হতেই পারত। প্রথমার্ধের দমবন্ধ করা স্নায়ুযুদ্ধের পর ৫৩ মিনিটে ইভান পেরিসিচের নিখুঁত ফিনিশে ক্রোয়েশিয়া

ম্যাচ শেষে লুকা মডরিচকে জড়িয়ে ধরলেন রোনাল্ডো।

এরপর দশের পাতায়

তিন ঘণ্টা অপেক্ষা, সময় নেই কমিশনারের

অভিযোগ জানানো নিয়ে বিপাকে শহরবাসী

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : পড়শির বাড়ির গাছ নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েছেন চম্পাসারি এলাকার বাসিন্দা গায়ত্রী গুহ। তাঁর অভিযোগ, সীমানা প্রাচীর লাগোয়া বিশাল ওই গাছের জন্য তাঁর শখের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অন্য সময় হলে কাউন্সিলারকে জানাতেন। কিন্তু পুর বোর্ড না থাকায় শুক্রবার বেলার দিকে তিনি পুরনিগমে হাজির হন। ভেবেছিলেন পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের সঙ্গে দেখা করে নালিশ জানাবেন। সেই কারণে বেলা ১২টা থেকে টানা বিকাল ৩টে পর্যন্ত কমিশনারের ঘরের বাইরে ঠায় বসে থেকেও তাঁর দেখা পেলেন না। শেষে একরাশ হতাশা, বিরক্তি ও তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি বাড়ির পথে পা বাড়ালেন। তবে শুধু তিনি একা নন, শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকার বহু বাসিন্দাই এদিন এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন।

পুর কমিশনার অবশ্য বলছেন, 'ছোট, বড় সব ফাইল দেখতে হচ্ছে। অন্যান্য অফিশিয়াল কাজ সহ মিটিংও থাকে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সময় পরিদর্শনে যেতে হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে।'

এদিন সকালেই কলকাতা থেকে ফিরেছেন পুর কমিশনার। শহরে ফিরেই তিনি পুরনিগমে পৌঁছে যান। এদিকে, একাধিক সমস্যা নিয়ে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দারা কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে হাজির হয়েছিলেন। কেউ সকাল ১১টা, কেউ ১২টা থেকে কমিশনারের ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। নিয়ম মেনে ভিজিটর্স স্লিপে নিজের নাম-ঠিকানার পাশাপাশি দেখা করার কারণ উল্লেখ করে জমা দিয়েছিলেন। অপেক্ষা চলছিল কমিশনারের তরফে ডাক পাওয়ার। এক, দুই করে তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তাঁরা কেউই ডাক পাননি। শেষপর্যন্ত পুরকর্মীরা তাঁদের জানিয়ে দেন, 'কমিশনার ব্যস্ত রয়েছেন। দেখা করতে পারবেন না। প্রয়োজনে তাঁরা ভারপ্রাপ্ত সচিবের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।' তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর পুরকর্মীদের

এরপর দশের পাতায়

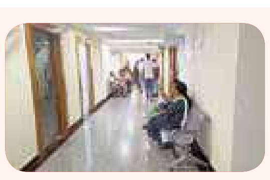

- আগে ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে কাউন্সিলারের কাছে প্রথমে যেতেন
- সেখানে সমস্যা না মিটলে পুরনিগমে এসে মেয়র, ডেপুটি মেয়র বা মেয়র পারিষদদের সঙ্গে দেখা করতেন
- পুর বোর্ড ভেঙে যাওয়ায় যে কোনও সমস্যায় সরাসরি পুরনিগমে আসতে হচ্ছে শহরের মানুষকে

ঋতব্রতদের দখলে তৃণমূল ভবন

যেন টানটান ওয়েব সিরিজ। আচমকাই তৃণমূল ভবনের দখল নিলেন ঋতব্রতরা। ভবনে মমতার ছবি থাকলেও সেখানে প্রবেশে 'নিষেধাজ্ঞা' মমতাপন্থী তৃণমূলিদের।

কলকাতা, ৩ জুলাই : প্রতীক বা দলের তহবিল নিয়ে নিষ্পত্তি হবে নির্বাচন কমিশনে। হয়তো আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে বিষয়টি। আপাতত কলকাতায় ইএম বাইপাসে মেট্রোপলিটানে তৃণমূল ভবনের দখল নিলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়রা। শুক্রবার আচমকাই ওই ভবনে ঢুকে পড়েন ঋতব্রতপন্থী বেশ কয়েকজন বিধায়ক। বেশ কিছুক্ষণ থেকে প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে চলে যান তাঁরা। ভবনের বিভিন্ন ঘরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিতে অবশ্য কেউ হাত দেননি।

বরং ওই দখলদার টিমের অন্যতম সদস্য ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেত্রী।' ঋতব্রতও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা।' যদিও ওই দলের আরেক সদস্য বিধানসভায় ঋতব্রতপন্থী পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জমান দাবি করেন, 'এই পার্টি অফিসটা আমাদেরই। তৃণমূল আমাদের, আমরাই আসল তৃণমূল। এই ভবনে ঢোকার পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে।'

এই ভবন থেকে ঋতব্রত বাহিনী সাংগঠনিক কার্যকলাপ চালাবে বলে জানিয়েছে। আখরুজ্জমান বলেন, 'চাবি আমাদের কাছে, আমাদের চেয়ারম্যান অরূপ রায়ের কাছে থাকবে।' ভবনের বাইরে দুই তৃণমূলের দুটি পৃথক ব্যানার লাগানো ছিল। একটিতে ছিল মমতার ছবি। অপরটিতে মমতার ছবি না থাকলেও চেয়ারম্যান হিসেবে লেখা অরূপ রায়ের নাম। একতলার দুটি ঘরের দখল নেন তাঁরা। সেইসময় ভবনে উপস্থিত ছিলেন মমতাপন্থী তৃণমূলের রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ঋতব্রতরা ঢুকে পড়লে তিনি বেরিয়ে যান।

এরপর দশের পাতায়

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कर वसूली अधिकारी का कार्यालय, सिलीगुड़ी
OFFICE OF THE TAX RECOVERY OFFICER, SILIGURI
आयकर भवन, परिवाहन नगर, माटीगरा, सिलीगुड़ी-734010, पश्चिम बंगाल
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL

ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT OF INDIA, INCOME TAX DEPARTMENT

The proportionate share of Shri Om Prakash Jaiswal (PAN: ACOPJ5870B) in Flat No. A, 13th Floor, Block No. 4 of Lumina Complex, Uttorayon, Siliguri has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide DIN: ITBA/COM/F/17/2026-27/1090576254(1) dated 29.06.2026. All concerned to Note.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM

Last date of bid submission for e-NIT No. WBPWD/SENBEC/eNIT-02/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5014347_1 is extended upto 10/07/2026 upto 01.00 p.m. Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: www.pwdwb.in Sd/- S.E., N.B.E.C., P.W.D., GOVT. OF W.B. ICA-T11723(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Ref. No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_02 of 2026-2027
Tender ID- 2026_PHED_1026612_1 to 2026_PHED_1026612_2

Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 22/07/2026 up to 04:00 P.M., Tender invited by the undersigned for 2 (two) nos. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E.Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T11711(3)/2026

O/o The Principal, Malda Medical College, Malda-732101

Principal Malda Medical College invites an etender for Providing Canteen Services to the office of the Principal Malda Medical College. For more details please see **www.maldamedicalcollege.co.in** and **www.wbhealth.gov.in**

Memo No : 455/DICO/MLD Dt-02.07.2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIQ No. WBPWD/AE/SCSDII/NIQ 01/2026-27
Tender ID : 2026_WBPWD_5016128_1

Online e-Quotation are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri from enlisted outside bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.Q. Bid Submission start Date: 03-07-2026 : 14.00 hrs. Bid Submission End Date : 10-07-2026 15.00 Hrs. (Online). Details of N.I.Q. & other Tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Barman, Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri ICA-T11660(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Sealed tender is here by invited from the Assistant Engineer, PWD, Alipurduar Electrical Sub-Division, Alipurduar-736121 for the Work having notice inviting Item rate e-TENDER No. WBPWD/AE/AESD/eNIT-08/2026-27(2nd Call), Tender ID:- 2026_WBPWD_5015597_2. Bid submission start date (online): 30.06.2026 from 11:30 A.M. Bid submission closing date (online): 07.07.2026 upto 11:30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- AE/AESD, PWD. ICA-T11664(1)/2026

অ্যাফিডেভিট

D.L N.O - WB 6920240002487 তে আমার নাম ভুল থাকায় গত 08-05-2026 তারিখে E.M কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ershad Hossain এবং Ersad Husen এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/122435)

•

D.L. N.O - WB7120150893952 তে আমার নাম ভুল থাকায় গত 08-05-2026 তারিখে E.M কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rabbi Mian এবং Rabbi Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/122436)

•

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে (Regd. No-3512, Dt. 19/02/2011) ভুলবশতঃ আমার নাম Shilpi Barman Ray ও আমার ছেলের নাম Shreyan Ray থাকায় গত 29/06/2026 J.M. 1st ক্লাস সদর কোচবিহারে অ্যাফিডেভিট করে আমি Shilpi Barman ও আমার পুত্র Shreyyan Ray নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম। Shilpi Barman ও Shilpi Barman Ray @ Shilpi Barman (Roy) একই ব্যক্তি ও Shreyyan Ray ও Shreyan Ray উভয়ই একই ব্যক্তি। Shilpi Barman, স্বামী-পঙ্কজ রায়, মোহিত অ্যাপার্টমেন্ট, H.N. Road bye lane, টেম্পল স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং-18, পোঃ ও জেলা-কোচবিহার-736101. (CA)

•

আমি Shailesh Ray, পিতা ঃ Abinash Ray, গ্রামঃ ভল্কা, পোঃ পূর্ব শালবাড়ি, জেলা ঃ আলিপুরদুয়ার। আমার পুত্রের বার্থ সার্টিফিকেট, Regn. B2021 : 19-05596-000272, Dt. 03.05.2021, তার নাম ভুলবশত Sujon Roy, আমার নাম Sailesh Ray এবং আমার স্ত্রীর নাম Sima Barman Roy উল্লেখ আছে। তাই ১৮/০৬/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে উক্ত নামগুলি সংশোধন করে ছেলের নাম Sujon Roy থেকে Sujon Ray, আমার নাম Sailesh Ray থেকে Shailesh Ray এবং আমার স্ত্রীর নাম Sima Barman Roy থেকে Sima Barman Ray করা হলো। (C/122047)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড এর কাজের জন্য লোক লাগবে। বেতন (10,000/- 12,000/-) (M) 8927299546. (C/122712)

•

Wanted Science/Maths teachers for school in Siliguri. For details contact. 9064599890, 9339584403, 9749884318. (C/122270)

•

মাটিগাড়া ও দার্জিলিং মোড়ের জন্য পুরুষ/মহিলা সিকিউরিটি প্রয়োজন। M - 8653877529. (M/M)

•

উত্তরবঙ্গে বর্তমান পেশাকে বজায় রেখে, নিজ এলাকায় পরামর্শমূলক কাজে পুঃ/মহিলা চাই। M - 9733170439. (K)

•

শিলিগুড়িতে প্লাইউডের দোকানে সবরকম কাজের জন্য কর্মঠ মেয়ে চাই। বেতন ঃ 8000+ প্রতিদিন 140 টাকা, ছুটির দিন বাদে। কাজের সময় রোজ সকাল 9.30 টা থেকে রাত 9.30 টা। Phone : +91 9091319730 (C/122273)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, বয়স 35 এর মধ্যে পুরুষ বা মহিলা দিতে ইচ্ছুক থাকলে অবশ্যই অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No - 7719279659. (C/122703)

বিক্রয়

শিলিগুড়ির Subhashpally তে এক কাঠা জমি বিক্রয়। (M) 9434011008. (C/122272)

অ্যাফিডেভিট

আমার ছেলের নাম Akash Biswas, Class10 I.C.S.E. বর্ষ 2026. Regd No 8881458 এবং আমার ছেলের ক্লাস 10 পাশ সার্টিফিকেট, 2026 বর্ষ নং TZ50127081 যেখানে আমার নাম Amrit Biswas নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 02.7.26 J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা উল্লেখিত Amrit Chandra Biswas এবং Amrit Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বইরাতী, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/121477)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 1990 0855791 আমার বাবার নাম Sadhan Chandra Ghosh -এর পরিবর্তে Sadhan Ghosh নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 02-07-26 C.J. (Jr. Divn.) Addl Court অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Sadhan Chandra Ghosh এবং Sadhaan Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার পুরো এবং শুভ নাম Sadhan Ghosh -এর পরিবর্তে Sadhan Chandra Ghosh সংশোধন করে আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে Sadhan Ghosh -এর পরিবর্তে Sadhan Chandra Ghosh প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। সিলভারজুবিলী রোড, ওয়ার্ড নং 20, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, প:ব: (ভারত)। (C/121478)

PM SHRI SCHOOL JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA NAGRAKATA JALPAIGURI, WEST BENGAL
[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy]
Govt. of India

Date : 03-07-2026

WALK-IN-INTERVIEW

Walk-in-Interview for appointment to the post of **TGT-Computer Science, TGT-Special Educator, Dance Expert, Music Expert** (Instrumental Instructor), **Kho-Kho, Self-Defense & IKS** on contract basis against purely temporary vacancy at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Nagrakata, Jalpaiguri, West Bengal for the session 2026-27. Interested candidates can attend the **Walk-in-Interview** in the Vidyalaya on **8th July 2026 at 10.00 AM** with all original certificates of educational qualification and experience.

Candidates may collect the application form from the Vidyalaya. The duly filled application form should be submitted in person or sent by email to jnvjalpaiguri@gmail.com on or before **8th July 2026**.

Sl No	Name of Post	Eligibility Criteria	Remuneration Per month
01	TGT-Computer Science	BCA / MCA, B.Ed.	34125/-
02	TGT-Special Educator	1. Graduation Degree from a recognized institution/University with minimum 50% Marks. 2. Any of the following from recognized institution / University : B.Ed. (Special Education) with atleast 50% marks; OR Any other equivalent qualification approved by RCI	34125/-
03	Dance Expert	Certificate/Diploma in Classical/ Folk/Modern Dance/Local/ Traditional with Performance Experience. Tenure for 06 months.	25000/-
04	Music Expert (Instrumental Instructor)	Skilled in instruments like Guitar/ Keyboard/Congo/Flute etc. Tenure for 06 months.	25000/-
05	Kho-Kho	B.P. Ed./Graduation with N.I.S. Certificate/Diploma.Tenure for 05 months.	20000/-
06	Self-Defense	12th Pass with certificate in Martial Art (Female). Tenure for 08 months.	12500/-
07	IKS Instructor	Graduate with knowledge of "Indian Knowledge System". Tenure for 02 months.	16000/-

Sd/-
Principal
PM Shri School J. N. V.
Jalpaiguri, West Bengal

1st Date Corrigendum
Short NIT No. WB/W/EE/APD/S NIT-09(m)/2026-27 SI 2

Insufficient nos application received in the mentioned SI of Short NIT No. WBIW/EE/APD/S NIT-09(m)/2026-27. Hence the last & time limit for receiving application at the office of the undersigned is changed to : 07.07.2026 upto 14:00 hrs. Details of NIT & Tender documents will be available from the O/o the undersigned on & from 07.07.2026 after 16.00 hrs. upto 17.00 hrs. Last date and time for dropping of tender form at dropping centers : 08.07.2016 upto 15.00 hrs. Date and time for opening tender BOX in the dropping centers and opening of sealed tender forms at the office of the undersigned is on 08.07.2026 at 15:15 hrs & 08.07.2026 at 15:30 hrs. respectively. All other terms and conditions will remain unchanged.

Sd/- Executive Engineer
Alipurduar Irrigation Division
Irrigation and Waterways Directorate

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) এতদ্বারা মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে রিটেল স্টোর, মেডিক্যাল স্টোর, স্যালন, মোবাইল স্টোর এবং বিজ্ঞাপন বোর্ড (আরডিএন-নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in** -তে প্রকাশিত হয়েছে।

অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ এডিডিটি-এমএলডিটি-১৩
বিজ্ঞাপন বোর্ড [আরডিএন-নন-ডিজিটাল]

এসইকিউ নং., লট নং./ক্যাটেগরি, স্টেশন নিম্নরূপঃ এএ/১, এডিডিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-২২৯-২৬-১, মালদা টাউন। **এবি/১**, এডিডিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-২৩০-২৬-১, মালদা টাউন। **এসি/১**, এডিডিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-২৩১-২৬-১, জামালপুর। **এসি/২**, এডিডিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-২০২-২৬-১, মালদা টাউন। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ২০.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট।

অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ এমআইএসসি-এমএলডিটি-১৩
মালদা ডিভিশনে রিটেল স্টোর, মেডিক্যাল স্টোর, স্যালন এবং মোবাইল স্টোর

এসইকিউ নং., লট নং.,ক্যাটেগরি, স্টেশন নিম্নরূপঃ এএ/১, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-মেডএসটিএন-২০-২৫-২, মেডিক্যাল স্টোর, সুলতানগঞ্জ। **এবি/১**, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসএস-৫৩-২৫-১, স্যালন কিয়স্ক, বারহারওয়া। **এসি/১**, এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-মবস্টোর-৫৪-২৫-১, মোবাইল স্টোর, মালদা টাউন। **এডি/১**, এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এসটিজিইএন-৮৫-২৬-২, রিটেল স্টোর, সুলতানগঞ্জ। **এডি/২**, এমএসএস-এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটিজিইএন-৭৯-২৬-২, রিটেল স্টোর, বারহারওয়া। **এডি/৩**, এমএসএস-এমএলডিটি-এসবিজি-এসটিজিইএন-৭৮-২৬-২, রিটেল স্টোর, সাহেবগঞ্জ। **এডি/৪**, এমএসএস-এমএলডিটি-জেএমপি-এসটিজিইএন-৮৪-২৬-২, রিটেল স্টোর, জামালপুর। **এডি/৫**, এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এসটিজিইএন-৭৭-২৬-২, রিটেল স্টোর, ভাগলপুর। **অকশন শুরুর তারিখঃ** ২০.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট।

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য বিডদাতাদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-121/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER QUOTATION NOTICE

Sealed quotations are invited by the Undersigned for the work of "Hire charges of Inspection Vehicle (Diesel) for the use of Malda Division, Social Sector and Malda Sub-Division, Social Sector under Executive Engineer, Malda Division, Social Sector (PW Dte.) 94/A K.J. Sanyal Road, Malda", vide NIQ No 01 of 2026-27 of Executive Engineer, Malda Division, Social Sector, PWDte. of 2026-27 from reputed and reliable supplier/dealer/firms having wide experience & credential of such work etc. Last dates & time limit for receiving application for permission and quotation submit on 21.07.2026 upto 2:00 P.M. respectively. Details of terms & conditions may be seen at the office of the Undersigned during working hours of any working day and office notice board. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, Social Sector, P.W. Dte. ICA-T11701(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, JCD, PWD, Jalpaiguri, invites e-Tender for the work of '1) **Repair and renovation of office of the District Land and Land Reforms Officer, Jalpaiguri.'** Tender ID-2026_WBPWD_5016280_1. **Estimated Amount :-** Rs. 913382.00. **"2) Repair and Rehabilitation of Rajganj Rural Hospital, Jalpaiguri."** Tender ID- **2026_WBPWD_5016280_2. Estimated Amount:-** Rs. 2231981.00. NIeT No- **WBPWD/EE/JCD/NIeT No 04 of 2026-27, (SI No- 01 and 02)** for SI No-01 Bid submission start date (online):- 06.07.26. from 09:00 A.M., Bid submission closing date (online) 13.07.26. up to 02:30 P.M. For SI No-02 Bid submission start date (online) :- 06.07.26. from 09:00 A.M. Bid submission closing date (online) 20.07.26. up to 02:30 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JCD, PWD, Jalpaiguri, Govt. of W.B. ICA-T11697(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of - Construction of Dais, Gallery, Boys & Girls Toilet, Surface Drain, Boundary wall & Ground Development of Samsi College Ground in the District of Malda, under Malda Division PWD, during the year 2025-2026. Tender ID: 2026_WBPWD_5016272_1. Estimated Amount: Rs. 82,49,866.00 e-NIT No. 06 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online):08/07/2026 from 11:00 AM. Bid submission closing date & time (online): 22/07/2026 upto 11:00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/-Kushan Sikder. Executive Engineer, PWD Malda Division, Malda. ICA-T11682(3)/2026

বিবিধ টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-৩৭-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-৩৭-২৫-২৬; কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেঃ এডিইই/টিআরডি/নিউ কোচবিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ২ বছর (৭৩০ দিন) সময়ের জন্য ওএইচই কাম পিএসআই ডিপো নিউ আলিপুরদুয়ার, গোসাইগাঁও হাট, আগমনী ও নিউ কোচবিহার-এর জন্য বিবিধ টিআরডি কাজ (নন-কোর অ্যাক্টিভিটি)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ২,২০,০৭,৭৬৬.৮৮ টাকা, **বায়নারধনঃ** ৪,৪০,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ২২-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ২২-০৭-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে**। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড ডিএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি আনুষঙ্গিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিশ নম্বর ঃ এসএন্ডটি/এপিডিজে/১০, তারিখ ঃ ০১-০৭-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, ক্রম নং -১; টেন্ডার নম্বর ঃ এপি-এসটি-১০-২০২৬-২৭; কাজের নাম ঃ রানিনগর জলপাইগুড়ি-চৌতারা - ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর ব্যবস্থা - ১০টি স্টেশন (এসএন্ডটি আনুষঙ্গিক কাজ)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৯,২৮,৫২৫/- টাকা, বিড সিকিউরিটি ঃ ১,১৮,৬০০/- টাকা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৮-০৭-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ২৮-০৭-২০২৬ তারিখে বন্ধ হওয়ার পরে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিআরএম (এসএন্ডটি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৬০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৬১৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Online bids are invited for the work under Tender ID : 2026_WBPWD_5016279_1. Bid Submission end Date : 22.07.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T11695(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER

Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, PWD are invited Notice Tender no. WBPWD/EE/DDD/NIeT-02/2026-27 for the work 1 (One) no. work "1) Repairing of Pathway and allied works at Purta Bhawan compound Balurghat, Dakshin Dinajpur during the year 2026-27. Last date of Bid Submission 15-07-2026 upto 12:00 Hrs. All documents alongwith Corrigenda can be seen/obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID: 2026_WBPWD_5016269_1. Sd/-Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W.Dte. ICA-T11691(2)/2026

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI WEST BENGAL
[Ministry of Education, Deptt. of School Education & Literacy]
Govt. of India :

NOTICE INVITING TENDER

No.2-11/Tender/JNVJ/2026-27/F&A/359 Dated -03.07.2026

Sealed tenders are invited from registered firms possessing GST registration, Professional Tax registration, and updated Commercial Tax Clearance Certificates (except for hair cutting services) for the supply of various items for the academic session 2026-27.

Tender forms and other details may be obtained from the office of the Principal, Jawahar Navodaya Vidyalaya, on all working days from 04.07.2026 up to 21.07.2026 up to 5:00 PM on online/cash mode payment. The same may also be downloaded from the school's official website, **navodaya.gov.in**

If the tender forms are downloaded from the website, the tender form fee and security deposit may be directly deposited into SBI Savings Bank Account No.37473753189 in favor of Principal, JNV, Jalpaiguri, at SBI Nagrakata Branch, IFSC Code-SBIN0018783, Branch Code-18783. Applicants depositing the amount directly into the account must attach a copy of the deposit slip along with the tender documents.

Tender documents may be submitted up to 5:00 PM on 21.07.2026 through courier/speed post/registered post or by dropping them in the tender box available at the office of the Principal, JNV, Nagrakata, Jalpaiguri.

The tenders will be opened on 22.07.2026 at 12:00 noon in the presence of the Purchase Advisory Committee (PAC) at the office of the Principal, JNV, Nagrakata, District Jalpaiguri.

The Nominee of the Chairman of the PAC reserves the right to accept or reject the tender wholly or partially.

For any query contact :-9350892993, 8578971881.

Sl. No.	Items/Particulars	Security money (R.S)	Cost of Tender forms (R.S)	Remarks
01	• Food grains and grocery items (2nd call)	10,000	300	Bidders who have already submitted the EMD in the first call of Tender 2026-27 are exempted from submitting the EMD again in 2nd call of same Tender.
02	• Green vegetables and fruits (2nd call)	5,000	300	
03	• Milk and Milk products (2nd call)	10,000	300	
04	• Hair cutting services (2nd call)	2,000	300	
05	• Daily Use items (1st call)	10,000	300	
06	• Student & Office Stationary (1st call)	10,000	300	

Sl. No.	Activities	Date	Remarks
1	• Sale of tender forms	04/07/2026 to 21/07/2026 (From 10:00 am to 05:00 pm	
2	• Last date for submission of sealed tenders	21/07/2026 (Till 05:00 pm)	
3	• Date of opening of tenders	22/07/2026 at 12:00 pm	

PRINCIPAL
JNV, Jalpaiguri, W.B

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED TENDER NOTICE

The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte., Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invited e-Tender "WBPHED/EE/NMD/NIeT No. 02 of 2026-2027" for (03) three nos work having Tender ID: 2026_PHED_1030604_1, 2026_PHED_1030604_2 and 2026_PHED_1030604_3 under Northern Mechanical Division, PHE Dte." The Tender Document collection and submission from 03.07.2026, 10.00 AM to 21-07-2026, 2.00 PM. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- EE/NMD/PHE Dte. ICA-T11668(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Sealed tender is here by invited from the Assistant Engineer, PWD, Alipurduar Electrical Sub-Division, Alipurduar-736121 for the Work having notice inviting Item rate e-TENDER No. WBPWD/AE/AESD/eNIT-07/2026-27(2nd Call). Tender ID:- 2026_WBPWD_5015590_2. Bid submission start date (online): 30.06.2026 from 11:30 A.M. Bid submission closing date (online): 07.07.2026 upto 11:30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- AE/AESD, PWD. ICA-T11663(1)/2026

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ১-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখঃ ২৩.০৬.২০২৬। সিই/কন/আরএসপি-III/কলকাতা, গতিশক্তি ইউনিট, মালদা ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং. ১-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের মালদা স্টেশনে স্টেশনের আপগ্রেডেশনের জন্য বসার বেঞ্চ, ওয়াটার বুথ এবং প্ল্যাটফর্ম টয়লেট সহ বর্তমান আইল্যান্ড প্ল্যাটফর্ম নং. (৪-৫) এবং (৬-৭)-এর সারফেস উন্নয়নের ব্যবস্থার জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৭৯,৫৩,৮২২.৪৬ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ** ১৩.০৭.২০২৬। ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ডঃ **www.ireps.gov.in**

MLD-123/2026-27

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

---

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कर वसूली अधिकारी का कार्यालय, सिलीगुड़ी
OFFICE OF THE TAX RECOVERY OFFICER, SILIGURI
आयकर भवन, परिवाहन नगर, माटीगरा, सिलीगुड़ी-734010, पश्चिम बंगाल
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL

PROHIBITORY ORDER FOR IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT OF INDIA, INCOME TAX DEPARTMENT

Prohibitory order has been issued by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri for Flat No. A, 4th Floor, Block No. 2 of Lumina Complex, Uttorayon, Siliguri in respect of Kalicharan Jaiswal (PAN: ACSPJ9683N) vide DIN: ITBA/COM/F/17/2026-27/1090579807(1) dated 29.06.2026. All concerned to Note.

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कर वसूली अधिकारी का कार्यालय, सिलीगुड़ी
OFFICE OF THE TAX RECOVERY OFFICER, SILIGURI
आयकर भवन, परिवाहन नगर, माटीगरा, सिलीगुड़ी-734010, पश्चिम बंगाल
AAYAKAR BHAWAN, PARIBAHAN NAGAR, MATIGARA, SILIGURI-734010, WEST BENGAL

ATTACHMENT OF IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT OF INDIA, INCOME TAX DEPARTMENT

The LR Plot No. 8756, 8757, RS Plot No. 469, JL No. 85, Mouza Mandalaguri, Area 0.1233, 0.4934 (Total area: 0.6167 Acres) in respect of Shri Naresh Kumar Verma (PAN: ADBPV0170G) has been attached by the Tax Recovery Officer, Siliguri, Aayakar Bhawan, Matigara, Siliguri vide DIN: ITBA/COM/F/17/2026-27/1090688079(1) dated 01.07.2026. All concerned to Note.

আজ টিভিতে

বিশেষ পর্ব

কনে দেখা আলো রাত ১০.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ আলো, দুপুর ১.৩০ দাদা, বিকেল ৪.৪৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, সন্ধে ৭.৩০ জোর, রাত ১০.৩০ চ্যাম্প
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মায়ের আঁচল, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ আমাদের সংসার, সন্ধে ৭.৩০ লভ ম্যারেজ, রাত ১০.০০ যুদ্ধ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ অঞ্জলি, বেলা ১১.৩০ পিতা মাতা সন্তান, দুপুর ২.০০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.০০ বদনাম, রাত ৮.০০ অন্যায় অত্যাচার, ১১.০০ পুত্রবধূ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ একটু ছোঁয়া
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রিয়তমা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

কেয়ার অফ কমেডি (কমেডি রিয়ালিটি শো) প্রতি শনিবার সন্ধে ৭.৩০, পুনঃপ্রচার রবিবার দুপুর ১২.০০ ডিডি বাংলা

বিধিলিপি দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও বন্ধুর দ্বারা ভালো কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসার সমস্যা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনায় জট খুলে যাবে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধির কৌশলে বিরোধীরা পরাস্ত হবে। সামাজিক প্রকল্পে হাত দিয়ে প্রশংসিত হবেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে আত্মীয় সমাগম। মিথুন : যে কোনও কারণে বাড়িতে অশান্তি হতে পারে এবং তাতে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। কাউকে যেচে টাকা ধার দিতে যাবেন না। কর্কট : মিথ্যা প্রলোভনে পা দিয়ে আজ প্রচুর টাকা খোয়াতে হতে পারে। দূরের যাত্রায় সামান্য সমস্যার সম্ভাবনা। প্রেমে শুভ। সিংহ : সন্তানের পড়াশোনার খরচে চিন্তা বাড়বে। অপ্রত্যাশিত কোনও খবরে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। গাড়ি কেনার সুযোগ আজ পেতে পারেন। কন্যা : নতুন বাড়ি, জমি কেনার পরিকল্পনায় কোনও আত্মীয় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। সংসারের আর্থিক সমস্যা দূর হবে। তুলা : বাড়ির কোনও কথা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন না। বহুদিনের বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। বৃশ্চিক : সামান্য কারণ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ার সম্ভাবনা। যেচে আজ কাউকে উপকার করতে যাবেন না। ধনু : আলটপকা মন্তব্য থেকে সাবধান। আপনার কথা নিয়ে পরিবারে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। বাইরের খাবারদাবার থেকে সাবধান। মকর : স্ত্রীর অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। বহুদিন আগে হারিয়ে যাওয়া কোনও নথি আজ ফিরে পেতে পারেন। কুম্ভ : অলসতার কারণে ভালো চাকরির সুযোগ আজ হারাতে পারেন। কথাবার্তা খুব সতর্কভাবে বলুন। প্রেমে সমস্যা কাটবে। মীন : কোনও সাধু ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ পাবেন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলার অবসান। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ আষাঢ় ১৪৩৩, ভাঃ ১৩ আষাঢ়, ৪ জুলাই ২০২৬, ১৯ আহার, সংবৎ ৪ আষাঢ় বদি, ১৮ মহরম। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।২৩। শনিবার, চতুর্থী দিবা ৯।৫৮। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ১১।৫৫। প্রীতিযোগ দিবা ৩। ৫৮। বালবকরণ দিবা ৯।৫৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।১ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৫৫ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ৯।৫৮ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৬।৪০ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৪০ গতে ৫।০ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৬।৪০ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নৈর্ঋতে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, দিবা ৯।৫৮ গতে যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে নিষেধ, দিবা ১১।৫৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। স্বামী বিবেকানন্দের তিরোধান দিবস (৪ জুলাই)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১।২৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১। ২১ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৫।০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিষ্টাচারের পাঠ শুভেন্দুর

বিধায়কদের বিশেষ প্রশিক্ষণ, উপস্থিত লোকসভার অধ্যক্ষ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ জুলাই : বামেদের ৩৪ বছর এবং তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনে বিধানসভায় বিরোধীদের কোনও অস্তিত্ব বা মূল্যই ছিল না। শুক্রবার নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে নবনির্বাচিত বিধায়কদের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়ে অতীত জমানার বিরুদ্ধে ঠিক এভাবেই ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন নবনির্বাচিত বিধায়কদের সংসদীয় রীতিনীতি ও শিষ্টাচারের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি আগের সরকারগুলির রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ও বিরোধীদের প্রতি বঞ্চনার কড়া সমালোচনা করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে বলেন, 'গত ৫ বছরে বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন আগের সরকার আমাকে একটিও প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকেনি। বাজেট অধিবেশনে পাঁচবার সাসপেন্ড করে রাখা হয়েছিল, যাতে আমি বিধানসভায় মুখ খুলতে না পারি। বাম আমলে সব সিদ্ধান্ত পার্টি অফিস থেকে হত, আর তৃণমূল আমলেও রাজনৈতিক পরিচয়টাই শেষ কথা ছিল। পুলিশের আইসি বা

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ওসিরা বিরোধীদের পাত্তাই দিতেন না।" এরপরই তিনি দাবি করেন, তাঁর সরকার ক্ষমতায় এসে সেই প্রতিহিংসার রাজনীতির অবসান ঘটিয়েছে। দলমত নির্বিশেষে বিরোধী বিধায়কদেরও এখন প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকা হচ্ছে এবং তাঁদের অভিযোগ শোনা হচ্ছে।

এদিনের এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তিনি প্রথমবার নির্বাচিত হওয়া ১৮১ জন বিধায়ককে সংসদীয় শিষ্টাচার ও দায়বদ্ধতার পাঠ দেন। স্পিকার বলেন, 'সরকার শুনুক বা না শুনুক, বিধায়কদের প্রধান কর্তব্য হল নিজের নিজের এলাকার মানুষের কথা বিধানসভায় জোরালোভাবে তুলে ধরা। প্রবীণ বিধায়কদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনতে হবে এবং শিখতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রীও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিধায়কদের দায়িত্বশীল হওয়ার বার্তা দেন।

তবে এদিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কিছুটা বেসুরো ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়াকআউট করেন তিনি।

তাঁর অভিযোগ, লোকসভা ও বিধানসভার স্পিকার তৃণমূলকে ভাঙতে একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবাদস্বরূপ তিনি এই অনুষ্ঠান বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেন।

সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ৩ জুলাই : কলকাতা পুর এলাকার সরকারি স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল কলকাতা হাইকোর্টে। শিশুদের প্রাণীজ প্রোটিন থেকে বঞ্চিত করে কেন রাজমা খাওয়ানো হবে, সেই নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন মামলাকারী। শুক্রবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলার জরুরি শুনানির আর্জি জানানো হয়। তবে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র মামলার প্রস্তুতির জন্য সময় চান। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে হাইকোর্ট।

রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ল অভিষেকের

কলকাতা, ৩ জুলাই : একই দিনে জোড়া মামলায় স্বস্তি ও অস্বস্তি দুই বহাল রইল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিধানসভায় সই জাল কাণ্ডে তাঁর অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ। এই ঘটনায় সিআইডির তলবে রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। আগেই বিচারপতি কৌশিক চন্দ পরবর্তী শুনানি না হওয়া পর্যন্ত অভিষেকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানান। শুক্রবার বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ এই মামলায় নির্দেশ দিয়েছেন, ১৭ জুলাই পর্যন্ত রক্ষাকবচ বহাল থাকছে সাংসদের। কিন্তু তদন্তে সহযোগিতা করে যেতে হবে তাঁকে। অন্যদিকে, তাঁর ডিজে মন্তব্যে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ সংক্রান্ত মামলায় দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করেছে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চ। মামলাটি বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে বিচারাধীন রয়েছে। এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিষেকের আইনজীবী। যদিও মঙ্গলবারের আগে এই মামলা শুনানি করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বিচারপতি।

পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মহুয়া মৈত্র। অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরে পদক্ষেপ করছে পুলিশ। তাই রক্ষাকবচ চেয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে দ্রুত শুনানি চেয়ে আর্জি জানান তিনি। মঙ্গলবারের আগে তাঁর মামলাও শোনা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। এদিন অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের মামলাও শোনেনি সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ।

রাস্তা আটকে তৃণমূলের সভা, হলফনামা তলব

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ জুলাই : নির্দেশ অমান্য করে ধর্মতলায় শহিদ দিবস পালনে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। তবে সওয়াল-জবাব পর্বে ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্নে কার্যত নির্বাক থাকতে হয় বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এদিন কল্যাণ এজলাসে জানান, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে মামলা লড়ছেন। কিন্তু অভিষেকের হয়ে কে মামলা লড়ছেন সেই প্রসঙ্গে কোনও উত্তর দিতে পারেননি কল্যাণ। ফলে অভিষেক ও কল্যাণের মান-অভিমানের পালা নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। তাহলে দুজনের সম্পর্কের বরফ এখনও গলেনি? এটাই এখন প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাস্তা আটকে ২১ জুলাইয়ের সভা করা নিয়ে ২০১৮ সালে কড়া নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। তা সত্ত্বেও গত বছর এই সভা হয়েছে। যা নিয়ে মমতা ও অভিষেকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হতেই নোটিশ জারি করা হয়।

সেই মামলাতেই এদিন শুনানির শুরুতে কল্যাণ জানান, তিনি তৃণমূলনেত্রীর হয়ে মামলা লড়ছেন। বিচারপতি পালটা প্রশ্ন করেন, তাহলে অভিষেকের হয়ে কে সওয়াল করবেন? তখন খানিকটা ইতস্তত বোধ করেন কল্যাণ। যদিও মামলায় অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড মমতা ও অভিষেক দুজনের হয়ে ওকালতনামা দিয়েছেন। আদালত জানিয়ে দেয়, চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে মমতা-অভিষেককে। পরের দুই সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারী পালটা হলফনামা দেবেন।

সম্প্রতি অভিষেকের মামলাগুলিতে অন্য আইনজীবী নিয়োগ করায় সরাসরি তাঁকে বিঁধেছিলেন কল্যাণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছিলেন, হয় তাঁকে নয়তো অভিষেককে বেছে নিতে হবে দলনেত্রীকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে খোদ আসরে নামেন তৃণমূলনেত্রী। যদিও পরবর্তীতে কল্যাণকে অভিভাবক হিসেবেই দাবি করেন অভিষেক। সেই সময় দুজনের কথায় সুর নরমের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এদিন মামলার শুরুতেই যেভাবে কল্যাণ নিজেকে শুধুমাত্র মমতার আইনজীবী বলেছেন, তাতে এখনও যে সব ঠিক নেই, তা স্পষ্ট।

সাসপেনশনের জবাব দিলেন ভিক্টর

কলকাতা, ৩ জুলাই : দল বিরোধী কার্যকলাপ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্বাচনি প্রচারে বাধা, পারিবারিক সহিংসতার অভিযোগে সাসপেনশন ও শোকজের ঘটনায় শুক্রবার জবাব দিলেন উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক আলি ইমরান রামজ। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে সাসপেন্ডের নির্দেশ প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। দলের প্রতি তাঁর ধারাবাহিক অবদান ও বর্তমান

অবস্থানও তুলে ধরেছেন তিনি।

গোয়ালপোখর ও করণদিঘিতে দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচার, রাজ্য নেতৃত্বকে দিশাহীন ও নেতৃত্বহীন বলে সমাজমাধ্যমে তোপ, রাহুল গান্ধির সভায় স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি, স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন, প্রতারণা, অর্থ আত্মসাৎ সহ একাধিক অভিযোগের জন্য তাঁকে শোকজ ও সাসপেন্ড করা হয়। ভিক্টর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারের অভিযোগ ভিত্তিহীন। দলের শৃঙ্খলামূলক নিয়ম ৪(ক) ও ৪(ঙ) অনুযায়ী তিনি রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনও অপপ্রচার করেননি। বরং বর্ষীয়ান পদাধিকারীদের জন্য দলের সাংগঠনিক কার্যকারিতা নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশকে শৃঙ্খলাভঙ্গ মনে করছেন না ভিক্টর। উত্তর দিনাজপুরে রাহুল গান্ধির সভায় তাঁর অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসেবে জেলাসভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, মোহিত তাঁর মঞ্চে এবং সভাস্থলে প্রবেশ করতে দেওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওই পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঞ্জলী নিয়োগী তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি। বিবাহগত কোনও বিরোধ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়। নারী নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিয়ে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত ছাড়া এক তরফা অভিযোগকে সত্য বলে গণ্য করা যথার্থ নয় বলে দাবি করেছেন তিনি।

দলের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করে ভিক্টরের দাবি, তাঁর জন্যই সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে কংগ্রেসের জনভিত্তি ধরে রাখা গিয়েছে। তাঁর কোনও বক্তব্য না শুনে এই ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ভিক্টর। তবে তাঁর আর্জি, তাঁর সাসপেনশনের নির্দেশ প্রত্যাহার করে সমস্ত অভিযোগের সপক্ষে তথ্যপ্রমাণ তাঁকে দেওয়া হোক।

জমির খতিয়ানের 'অ্যাপ্লিকেশন ফি' মকুবের ঘোষণা

কলকাতা, ৩ জুলাই : রাজ্যে এবার থেকে জমির খতিয়ান ও দাগের যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শুক্রবার নবান্নে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী একথা জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট, 'নাগরিক পরিষেবা যাতে স্বচ্ছ, ঝামেলামুক্ত এবং সহজলভ্য হয় তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে খতিয়ান এবং দাগের তথ্য পাওয়ার জন্য পূর্ববর্তী সরকার যে অ্যাপ্লিকেশন ফি আদায় করত তা আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে মকুব করছি।'

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কৃষক তথা জমির মালিকদের হয়রানি কমাতে এই পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। এতদিন ডিজিটালি স্বাক্ষরিত এইসব নথি ডাউনলোডের জন্য যে আবেদন ফি বা অনুসন্ধান ফি নেওয়া হত, তা পুরোপুরি মকুব করা হচ্ছে। পাতার সংখ্যা যাই হোক না কেন, অনলাইন আবেদনের ক্ষেত্রে এবার থেকে জমির খতিয়ান এবং দাগের তথ্য পেতে কোনও টাকা খরচ করতে হবে না।

সিট গঠন

কলকাতা, ৩ জুলাই: প্রাক্তন বিধায়ক অদিতি মুন্সির স্বামী তথা কাউন্সিলার দেবরাজ চক্রবর্তীর দুর্নীতির তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করল বিধাননগর পুলিশ। ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিকের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের দল গঠন করা হয়েছে। দেবরাজের বাড়ি থেকে তল্লাশি চালিয়ে মোবাইল, ল্যাপটপ সহ বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, অনেক কিছু তথ্য হোয়াটসঅ্যাপ থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। সেগুলি উদ্ধার করাই এখন মূল উদ্দেশ্য সিটের। এর জন্য ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া হবে।

তিন সপ্তাহ ধরে উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্যে গা ঢাকা দিয়েছিলেন দেবরাজ। কার্শিয়াং-এর পাহাড়ে কিছুদিন, তারপর শিলিগুড়িতে ঘাঁটি গেড়েছিলেন জুন মাসে।

পুলিশে বদলি

কলকাতা, ৩ জুলাই : রাজ্য সরকার একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলার মোট ১০৮ জন পুলিশ আধিকারিককে বদলি করল। ভোটের আগে থেকে সরকারি প্রশাসন ও পুলিশের বদলি শুরু হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে। উচ্চপদস্থ আমলা ও পুলিশের একাংশকে ভোটের পরে বদলি করে নতুন সরকার। এবার দুই মেদিনীপুর, হুগলি গ্রামীণ, দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম সহ বেশ কিছু জেলার থানাস্তরে রদবদল হয়েছে।

শিয়ালদহ ডিভিশনে ব্রিজ রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

শিয়ালদহ ডিভিশনের দমদম জংশন-ডানকুনি শাখায় বরাহনগর রোড ও ডানকুনি স্টেশনের মধ্যে ব্রিজ নং ৫ সিসিআর-এর রি-গার্ডারিংয়ের জন্য, এই শাখায় আপ সিসিআর লাইনে (কিমি ৪/৩১-৪/৩৩-তে) ও ডাউন সিসিআর লাইনে (কিমি ৪/৩২-৪/৩৪-তে) ০৫.০৭.২০২৬ তারিখে (রবিবার) ০১.০০ ঘঃ থেকে ১১.০০ ঘঃ পর্যন্ত ১০ ঘণ্টার ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের প্রয়োজন হবে। এর ফলে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ

ট্রেন বাতিল [০৫.০৭.২০২৬ তারিখ (রবিবার)]

• **শিয়ালদহ-ডানকুনি ঃ** আপ - ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭, ৩২২১৯, ৩২২২১, ৩২২২৩, ৩২২২৭/ডাউন - ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২২১৮, ৩২২২০, ৩২২২২, ৩২২২৪, ৩২২২৮। • **শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত ঃ** আপ - ৩১৩১৩, ৩১৩১৯/ডাউন - ৩১৩১৬, ৩১৩২০। • **শিয়ালদহ-নৈহাটি ঃ** আপ - ৩১৪১৫/ডাউন - ৩১৪১৪, ৩১৪১৮। • **বিধাননগর রোড-নৈহাটি ঃ** আপ - ৩১৪৭১। • **শিয়ালদহ-হাবরা ঃ** আপ - ৩৩৬৫৩/ডাউন - ৩৩৬৫৪। • **নৈহাটি-ব্যান্ডেল ঃ** আপ - ৩৭৫২৭, ৩৭৫৩১, ৩৭৫৩৩/ডাউন - ৩৭৫২৮, ৩৭৫৩২, ৩৭৫৩৪।

মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন

• **দমদম জংশন-নৈহাটি হয়ে চলবে ঃ** (১) ১৩১৭৩ আপ শিয়ালদহ-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৬) বেলঘরিয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ। (২) ১২৩১৭ আপ কলকাতা-অমৃতসর অকাল তখ্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৭.২০২৬)।

• **নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে চলবে ঃ** (১) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ী-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৭.২০২৬), (২) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৭.২০২৬) বেলঘরিয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ, (৩) ১২৩৭৮ ডাউন নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৭.২০২৬), (৪) ১৩১৫০ ডাউন আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৭.২০২৬) ব্যান্ডেল ও বেলঘরিয়া স্টেশনে স্টপেজ সহ, (৫) ১৩১৬৮ ডাউন আগ্রা ক্যান্ট.-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৭.২০২৬), (৬) ১২৩১৪ ডাউন নিউ দিল্লি-শিয়ালদহ রাজধানী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৭.২০২৬)।

• **বর্দ্ধমান-নৈহাটি হয়ে চলবে ঃ** ২২২০২ ডাউন পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৭.২০২৬)।

• দমদম জংশন-ডানকুনি শাখায় **ব্লকের আগে শেষ ট্রেন ঃ** ৩২২৪৯ আপ শিয়ালদহ-ডানকুনি লোকাল এবং ৩২২৫২ ডাউন ডানকুনি-শিয়ালদহ লোকাল এবং • **ব্লকের পরে প্রথম ট্রেন ঃ** ৩২২৩১ আপ শিয়ালদহ-ডানকুনি লোকাল এবং ৩২২৩২ ডাউন ডানকুনি-শিয়ালদহ লোকাল। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**PM SHRI SCHOOL
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
BAROBISHA, ALIPURDUAR WEST BENGAL**

WALK-IN-INTERVIEW

PM SHRI School Jawahar Navodaya Vidyalaya, Barobisha, Alipurduar, West Bengal is going to prepare Pannel of suitable candidates against the undermentioned post on purely contractual/part time basis for which interview will be conducted on 10.07.2026 at PM SHRI School JNV, Barobisha, Alipurduar, West Bengal at 10.00 AM. Interested candidates are requested to report at this Vidyalaya at 09.00 A.M on 10.07.2026 with all original certificates of educational qualification and experience.

Sl No	Post	Eligibility Criteria	Remuneration
01	PGT - Physics	1. Integrated Post Graduate Course from NCTE recognized institution, in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed. component. OR 2. Master Degree from a recognized institution with at least 50% marks in aggregate in the subject concerned. AND B.Ed. OR 3. Degree from NCTE recognized institution with at least 50% marks OR Three years integrated B.Ed.-M.Ed from NCTE recognized institution with at least 50% marks. OR 4. Four years integrated degree with at least 50% marks from NCTE recognized institution including B.Ed. component.	Rs. 35750/- per month
02	PGT - History		
03	TGT Computer Science	1. BCA/B.E or B.Tech (Computer Science)/Information Technology with 50% marks. 2. Bachelor's Degree in Education from NCTE recognized institution with at least 50 % marks. 3. Qualified in the CTET (Paper-II) conducted by Central Board of Secondary Education. 4. Proficiency to teach in Hindi and English.	Rs. 34125/- per month
04	TGT Special Educator	1.Graduation Degree from a recognized institution/University with minimum 50% marks. 2. B.Ed. (Special Education) with at least 50% marks or any other equivalent qualification approved by RCI. 3. Qualified in the CTET (Paper-II) conducted by Central Board of Secondary Education. 4. Registration with Rehabilitation Council of India (RCI) with valid CRR number. 5. Proficiency to teach in Hindi and English.	Rs. 34125/- per month
05	Yoga Instructor	PG Diploma in Yoga with 02 year work experience or Diploma/ Certificate in Yoga with 05 year work experience or M.Sc. in Yoga with 02 year work experience.	Rs. 12500/- per month
06	Kho-Kho Coach	Graduation with B.PEd/Equivalent OR Graduation with NSNIS short-term Certificate Course after class XII) in specific sports or certified coaching after class XII. Accredited by the SAI/NSNIS/NIC.	Rs. 20000/- per month
07	ATL Facilitator	1. BCA /MCA /B.Sc. in Computer Science/ M.Sc in Computer Science (IT/CS) with Knowledge of programming. 2. A Bachelor's degree in Engineering (B.E/ B. Tech) in Electrical, Electronics, Communication or Computer Science is preferred though Science / Design/ Innovation degrees are also considered.	Rs. 30000/- per month
08	AI Skill Teacher	1.BCA /MCA /B.Sc. in Computer Science/ M.Sc in Computer Science (IT/CS) with Knowledge of programming.	Rs. 34125/- per month
09	Matron	1. Minimum Class X passed from recognized board. Candidates with higher qualifications will be given preference. 2. Minimum 35 years and maximum 55 years at the time of engagement. 3. Married females only. This includes widows and divorcees.	Monthly honorarium will be based on the minimum wages applicable to 'MTS Unskilled' workers in the Building Operations Sector as per Central/State Governments.

Note:-
1. The maximum age limit is 50 years as on 01.07.2026 (for all posts except sl. No. 10)
2. The engagement will be on contract/part time basis.
3. Remuneration will be admissible as per the NVS norms.
4. No TA/DA will be paid for attending the walk-in-interview.
5. School Management have all rights for cancellation of vacancy without any prior notice.

Sd/-
Principal

শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, শিয়ালদহ ডিভিসনের নৈহাটি স্টেশন লিমিটে ০৬/০৭.০৭.২০২৬ তারিখের (সোমবার/মঙ্গলবার) মধ্যবর্তী রাত্রে ০২ ঘণ্টার (০১.২০ ঘ. থেকে ০৩.২০ ঘ. পর্যন্ত) পাওয়ার এবং ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবে ঃ ● **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ ঃ** ১৩১৫৬ ডাউন **সীতামঢ়ি-কলকাতা মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৭.২০২৬) ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে অর্থাৎ সীতামঢ়ি থেকে ১২.৩৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ১৪.০৫ ঘ.-তে ছাড়বে। ● **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ ঃ** (১) ১৩১৪২ ডাউন **নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৭.২০২৬) ব্যান্ডেল জংশন পর্যন্ত যাত্রাপথে ৪৫ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) ৫৩১৭২ ডাউন **লালগোলা-শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার ট্রেন** (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.০৭.২০২৬) কল্যাণী স্টেশন পর্যন্ত যাত্রাপথে ৩০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

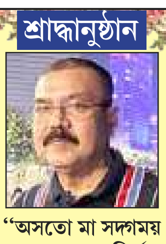

"অসতো মা সদগময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।।"

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় আমাদের পরম প্রিয়জন শ্রীযুক্ত প্রতিপদ অধিকারী ২৭/০৬/২০২৬ তারিখে দুপুর ১২:৩০ মিনিটে চিরশান্তির পথে যাত্রা করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও আত্মার সদ্গতি কামনায় অনুষ্ঠিতব্য শ্রিয়মভঙ্গ অনুষ্ঠানে (০৯/০৭/২০২৬) আপনাদের সশ্রদ্ধ উপস্থিতি একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Sanjoy Modak, Father's Name - Ramchandra Modak,** of Purba New Alipurduar, PS - Alipurduar, Dist - Alipurduar, WB, who has been missing since 24.04.2025, at about 20.05 hrs, Gorakhpur Rail Station, U.P. Description of this missing person is: **Age -** 45 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet 5 Inches, **Wearing** - Yellow T Shirt & Black full Pant. **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120

ICA- D988(3)/2026

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
Centre For Distance and Online Education, Kol-700091

No.RBU/CDOE/ADV/2026/0725 Date : 02.07.2026

Admission Notice

Admission to the PG Academic Programmes in Distance Mode under the CDOE, RBU in English, Education, History, Political Science & Geography for the Academic Session July, 2026 (revised August, 2026) of the academic year 2026-2027 is open from 04.07.2026 to 05.09.2026. For details, please visit the website : www.rbucdoe.ac.in

Director, CDOE, RBU

ANDREW YULE & COMPANY LIMITED
(A Government of India Enterprise)
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata 700 001
CIN: L63090WB1919GOI003229

Recruitment Advertisement No. 2026/08

The Company is looking for qualified and experienced candidates to fill up the following positions.

Post Code No.	Position	Grade	Location	No. of Post
2026/08/01	Management Trainee (Welfare)	E0	West Bengal Gardens	02
2026/08/02	Management Trainee (Welfare)	E0	Assam Gardens	04
2026/08/03	Asst. Manager	Equivalent in Grade E2	West Bengal Gardens & Assam Gardens	04
2026/08/04	Asst. Officer GR-II (Sales)	Equivalent in Grade S1	Tea. H.O.	01
2026/08/05	Addl. Officer GR-I	Equivalent in Grade S5	West Bengal Gardens & Assam Gardens	04

For details log on to Company's website
http://www.andrewyule.com/current-opening.php

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন রামজীবনপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, রামজীবনপুর - এর একজন

বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বাগ - কে 15.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93D 49333 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার বিশাল প্রথম পুরস্কার জিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আমার বন্ধু এবং আত্মীয়দের ডিয়ার লটারিতে অংশ নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করতে চাই যাতে তারাও কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৪৭ সংখ্যা, শনিবার, ১৯ আষাঢ় ১৪৩৩

অগ্নিপরীক্ষা

তৃণমূল কংগ্রেসের এমন দুর্দশা হতে পারে, সেটা গত ১৫ বছরে তো বটেই, ঘোর বাম জমানায় কল্পনা করেননি বঙ্গবাসী। তিন টুকরোয় ভেঙে যাওয়া তৃণমূলের নাম, প্রতীক ঘাসের ওপর জোড়াফুল এবং দলের বিপুল অঙ্কের তহবিল শেষমেশ কোন গোষ্ঠীর হাতে থাকবে, তা অনিশ্চিত।
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী নাকি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল, শেষ হাসি হাসবে কারা, তার উত্তর হয়তো আছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদারদের নেতৃত্বাধীন তৃতীয় পক্ষ এনসিপিআই নাম নিয়ে পৃথক সত্তা তৈরি করেছে।

রাজ্যে পালাবদল হতেই তৃণমূলের অন্দরের সমীকরণ যে এভাবে ছন্নছাড়া হয়ে যাবে, তা দলনেত্রী হয়তো ভাবেননি। সোমবারের মধ্যে দুই শিবিরকে নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের বক্তব্য জানাতে বলায় সন্দেহ হচ্ছে, মহারাষ্ট্রে শিবসেনা বা এনসিপি-র ভাঙনের চেনা চিত্রনাট্যের কি পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে বাংলায়? ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তৎকালীন কংগ্রেস হাইকমান্ড বহিষ্কার করেছিল।

পরদিনই ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তিনি জন্ম দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের। নিজের হাতে আঁকা ঘাসের ওপর জোড়াফুলের প্রতীক তুলে ধরে মমতা দাবি করেছিলেন, তাঁর সংগঠনই প্রকৃত কংগ্রেস। কারণ, তৃণমূল স্তরের কংগ্রেস কর্মীরা তাঁর সঙ্গে আছেন। প্রায় তিন দশক পর ঋতব্রত গোষ্ঠীর কণ্ঠে যখন 'আমরাই আসল তৃণমূল' গোছের কথাবার্তা শোনা গেল, তখন ইতিহাসের একটা বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হল।

এই সংকটের মধ্যে ভিন্ন ছবি ধরা পড়েছে মহারাষ্ট্র নিবাসে দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকা সাম্প্রতিক বৈঠকে। সেখানে কর্মীদের উপচে পড়া ভিড় এবং 'দিদি যেখানে, আমরা সেখানে' স্লোগান বুঝিয়ে দিয়েছে, দলের সাধারণ কর্মীদের একটা বড় অংশের কাছে প্রতীক বা দলীয় তহবিল বড় কথা নয়, মূল পুঁজি হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ওই কর্মীদের বার্তা পরিষ্কার, প্রতীক থাকল কী গেল, তাতে কিছু যায় আসে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি থাকলে তাঁরা লড়াই করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাতে অস্তিত্ব সংকট যে কাটবে না, সেটা আদি তৃণমূল বিলক্ষণ জানে। তৃণমূলের এই অন্তঃকলহে সবথেকে বেশি খুশি বিজেপি এবং ব্যক্তিগতভাবে শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় বিতর্কের সময় তৃণমূলের একটি গোষ্ঠীর ওয়াক-আউট এবং অপর গোষ্ঠীর চুপচাপ বসে থাকা নিয়ে তাঁর কটাক্ষ তৃণমূলের মেরুদণ্ডহীনতাকে প্রকট করে দিয়েছে।

খাতায়-কলমে প্রধান বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূল হকার উচ্ছেদ থেকে শুরু করে গুন্ডাদমন বিল- প্রতিটি জনস্বার্থবাহী ইস্যুতে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের প্রতিবাদ নামমাত্র ও দায়সারা। মমতা নিজে পথে নামলেও তাঁর পুরোনো ঝাঁঝ উধাও। ভোটে হারের পর থেকেই তিনি নিজেকে অনেকটাই গুটিয়ে রেখেছেন।

ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ২১ জুলাইয়ের যে শহিদ সমাবেশকে তৃণমূল তাদের রাজনৈতিক ক্যালেন্ডারে সবথেকে বড় কর্মসূচি বলে দাবি করত, সেটা এবার কলকাতা পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রতিবাদে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সমাজমাধ্যমে যতই গর্জন করুক না, রাজপথে নেমে লড়াই কিন্তু নেই। তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মনে গভীর ভয় কাজ করছে। তাঁরা মানুষের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছেন।

পাশাপাশি রয়েছে জনরোষের আতঙ্ক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র বা দোলা সেনদের মতো শীর্ষ নেতাদের লক্ষ্য করে যেভাবে ডিম ছুড়ে হেনস্তা করা হয়েছে, তাতে তৃণমূল কর্মীরা বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছেন। তৃণমূলের এই পরিস্থিতি অতীতে মহারাষ্ট্রে শিবসেনা বা এনসিপি-তে দেখা গিয়েছিল। সেখানে বিজেপি বিরোধী গোষ্ঠীগুলি মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রান্তিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, পশ্চিমবঙ্গ কি সেই পথেই হাঁটছে? আইনি মারপ্যাঁচে দল, প্রতীক এবং তহবিল হাতছাড়া হয়ে গেলে শূন্য থেকে শুরু করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা থাকবে না মমতার।

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

ভিএআর : বেশি বাড়াবাড়ি না বড় বিজ্ঞান

বিশ্বকাপে পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া মারকাটারি ম্যাচে গোল বাতিলের পাশে গোল হতে সাহায্য করল ভিএআর। সবচেয়ে চর্চার কেন্দ্রে এটাই।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মায়ামির এক কফি শপে বসে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো বনাম লুকা মডরিচের মারকাটারি খেলা দেখছি। ফ্যান ফেস্টিভালগুলো দর্শকে উপচে পড়ছে, তবে ইউরোপের মতো পাবে বসে ফুটবল দেখার এখনও অভ্যাস হয়নি আমেরিকায়। মায়ামিতে লোকজন তেমন খেলা দেখছিল না রেস্তোরাঁয়।

ক্রোয়েশিয়ার আক্রমণভাগ তখন উল্লাসে মাতোয়ারা, কারণ বল জড়িয়ে গেছে জালে। কিন্তু ঠিক তখনই রেফারি কানে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। গ্যালারির হাজার হাজার মানুষের চোখ আটকে গেল জায়েন্ট স্ক্রিনে। সেই চেনা, যান্ত্রিক এবং কিছুটা নির্মম মুহূর্ত। ভিএআর পরীক্ষা চলছে।

রেফারি টিভি দেখে আসার পর যেন স্কুল-কলেজে পরীক্ষার ফল ঘোষণার পরিস্থিতি। টেনশন কী রে বাবা!

কয়েক সেকেন্ডের স্তব্ধতা। এরপরই স্ক্রিনে ভেসে উঠল সেই আধা-স্বয়ংক্রিয় অফসাইডের ত্রিমাত্রিক গ্রাফিক। গভার্দিওলের বুটের একটি ছোট্ট অংশ কিংবা হয়তো শরীরের একটি মিলিমিটার অংশ দাগ পার করে গিয়েছিল। রেফারি হাত তুলে গোল বাতিলের বাঁশি বাজালেন। ক্রোয়েশিয়ার খেলোয়াড়রা মাঠে ভেঙে পড়লেন। লুকা মডরিচের মুখ দেখে মনে হল, বলতে চাইছেন, এটা কী সার্কাস হল!

গ্যালারির এক প্রান্তের সমর্থকরা রেগে চিৎকার করতে লাগলেন, মাঠে বোতল ছোড়া হল। অন্য প্রান্ত মেতে উঠল উল্লাসে। দুটো দলের রিজার্ভ বেঞ্চেও এক ছবি। কয়েক মুহূর্ত আগে যে রোনাল্ডো বেঞ্চে বসে ভেঙে পড়েছিলেন, তাঁর চোখে মুখে ঝলসে উঠছে হাসি।

খেলা শেষে দেখলাম, থিয়েরি অঁরি ক্ষোভ লুকিয়ে রাখতে পারেননি। তাঁর কথায়, রেফারিরা এখন মাঠের অনুভূতি ভুলে সম্পূর্ণ যন্ত্রের ওপর নির্ভর করছেন। একটি বিশ্বকাপ ম্যাচ, যেখানে পুরো দেশের আবেগ জড়িয়ে থাকে, সেখানে সামান্য এক মিলিমিটারের জন্য একটি দুর্দান্ত গোল কেড়ে নেওয়া কতটা যুক্তিসংগত?

অঁরির এই সমালোচনা ফুটবলপাড়ায় নতুন করে বিতর্কের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। তবে এর বিপরীতেও যুক্তি পাবেন। অনেক ফুটবল বোদ্ধার মতে, নিখুঁত সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই নির্মম প্রযুক্তিই এখন ফুটবলের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। অতীতে অনেক ভুল গোলকে ঠিক গোল বলে চালানো হয়েছে। অনেক ঠিক গোল ভুল গোল হয়ে বাতিল হয়েছে। দুটোই খেলা ও খেলোয়াড়ের পক্ষে খারাপ। অনেকে বঞ্চিত হয়েছেন রেফারির ভুলে। বিশ্বকাপেই এমন গাদা গাদা উদাহরণ আছে।

এই বিশ্বকাপে প্রযুক্তি ও মানুষের আবেগের মধ্যকার যুদ্ধটি একদম প্রকাশ্যে। ফুটবলকে আরও স্বচ্ছ করার এই লড়াই কি দরকার ছিল না?

মজা হচ্ছে, অনেকেই মানতে চাইছেন না ভিএআর নিখুঁত। এই দলে অনেক সুপারস্টার রয়েছেন। ওয়েন রুনি তাঁদের একজন। তাঁর বক্তব্য, খেলাটা উপভোগ করা যাচ্ছে না। রুনির সঙ্গে একমত দুই ব্রিটিশ ফুটবলার হ্যারি ম্যাগুইরি ও অ্যান্টনি গর্ডন।

আটলান্টা থেকে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি। বিমানবন্দরে একদল ফরাসি সমর্থকের সঙ্গে দেখা। তাঁদের মধ্যে দেখলাম, ফুটবলারদের মতোই মনোভাব। স্পষ্ট দুটো দল হয়ে গিয়েছে। ভিএআরপ্রেমী, ভিএআরবিরোধী।

অতীতে রেফারিদের একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে আস্ত একটি দল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেত। ভিএআর আসার পর মাঠের বড় ও স্পষ্ট ভুলগুলো অনায়াসেই শুধরে নেওয়া যাচ্ছে।

আধা-স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি মানুষের চোখের সীমানা ছাড়িয়ে নিখুঁত সিদ্ধান্ত দিতে পারে। রেফারিদের পক্ষে চোখের পলকে যা দেখা অসম্ভব, ক্যামেরা তা ধরে ফেলছে।

মাঠে এখন রেফারি একাকী নন। তাঁর পেছনে রয়েছে প্রযুক্তির পুরো একটি দল। ফলে বড় ম্যাচের মানসিক চাপ সামলানো রেফারিদের জন্য অনেক সহজ হয়ে গেছে।

এগুলো যা লিখলাম, তা হল ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিক বলতে থাকছে কী!

যা শুনছি, তার মধ্যে এইসব ব্যাপার রয়েছে। গোল হওয়ার পর মাঠের যে বুনো উল্লাস, তা এখন থমকে যায়। খেলোয়াড় ও সমর্থকরা গোল উদযাপনের আগে রেফারির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় দোনামনায় ভোগেন।

এক মিলিমিটার অফসাইডের কারণে যখন কোনও নান্দনিক গোল বাতিল হয়, তখন মনে হয় ফুটবল তার মানবিক সৌন্দর্য হারিয়ে যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে।

প্রযুক্তি আসার পরেও ফাউল বা পেনাল্টির মতো সিদ্ধান্তগুলো মানুষের ব্যাখ্যার ওপরই নির্ভর করে। ফলে বিতর্ক থামেনি, স্রেফ মাঠ থেকে প্রযুক্তির ঘরের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এবার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠবে। রেফারি কি তবে দায়মুক্ত? রেফারিদের কি আর দোষ দেওয়া যায় না? অনেকে মিলেই তো সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। ক্যামেরায় বারবার সবকিছু দেখে।

প্রযুক্তি আসার পর রেফারিদের বড় ভুল করার হার নিশ্চিতভাবেই কমেছে। তবে মাঠের মূল পরিচালক কিন্তু এখনও মানুষই। পেনাল্টি দেওয়া কিংবা লাল কার্ড দেখানোর মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি রেফারি নিজের চোখেই নেন। ভিএআর স্রেফ তাঁকে সাহায্য করে। তাই রেফারি পুরোপুরি দায়মুক্ত নন, তবে প্রযুক্তির ছায়ায় তাঁদের কাজ আগের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ ও সুসংহত হয়েছে। অঁরির মতো তারকারা যখন এর সমালোচনা করেন, তখন তা আসলে প্রযুক্তির নিখুঁত নিয়মের বিরুদ্ধে ফুটবলের চিরন্তন আবেগেরই এক আর্তনাদ।

ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি বা ভিএআর প্রযুক্তির এই আধুনিক প্রদর্শনী নিয়ে বর্তমান ফুটবলারদের মধ্যেও নানা মত। মাঠের পজিশন এবং দায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে খেলোয়াড়দের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। সবাই এটিকে এক চোখে দেখেন না।

এমনিতে দেখবেন, ফরোয়ার্ডরা এই ব্যবস্থার ওপর সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ। গোল করার পর যে বুনো উল্লাস ফুটবলের আসল সৌন্দর্য, তা এখন ফিকে হয়ে গেছে। স্ট্রাইকাররা মনে করেন, গোল করার পর রেফারির সিগন্যালের জন্য দাঁড়িয়ে থাকাটা চরম অস্বস্তিকর। শরীরের সামান্য অংশ বা বুটের এক মিলিমিটার অবয়ব এগিয়ে থাকার জন্য যখন নিখুঁত সব গোল বাতিল হয়, তখন ফরোয়ার্ডদের হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। থিয়েরি অঁরির মতো সাবেক তারকাদের ক্ষোভও মূলত এই জায়গা থেকেই তৈরি।

রক্ষণভাগের খেলোয়াড় বা ডিফেন্ডারদের মনোভাব আবার কিছুটা মিশ্র। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভিএআর তাঁদের বাঁচিয়ে দেয়। হয়তো রেফারি প্রথমে পেনাল্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রযুক্তির সাহায্যে দেখা গেল ট্যাকলটি নিখুঁত ছিল। তবে এর উলটো পিঠও আছে। স্লো-মোশনে যখন ডিফেন্ডারদের সাধারণ কোনও চ্যালেঞ্জ দেখানো হয়, তখন তা অনেক সময় মারাত্মক ফাউল বলে মনে হয়। সামান্য ছোঁয়াও ক্যামেরার ফ্রেমে বড় অপরাধ হিসেবে ধরা পড়ে। ফলে ডিফেন্ডাররা মাঠে স্বাধীনভাবে ট্যাকল করতে এখন ভয় পান।

গোলরক্ষকরা এই প্রযুক্তিকে সাধারণত স্বাগত জানান। বক্সের ভেতর কর্নার বা ফ্রি কিকের সময় ফরোয়ার্ডরা প্রায়ই গোলরক্ষকদের ধাক্কা দেন বা তাঁদের নড়াচড়া করার জায়গা ব্লক করেন। রেফারিদের চোখে অনেক সময় এই বিষয়গুলো এড়িয়ে যায়। কিন্তু ক্যামেরার চোখ ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। ফলে গোলরক্ষকদের সুরক্ষায় এই প্রযুক্তি বড় ভূমিকা রাখছে।

দলের অধিনায়ক এবং অভিজ্ঞ ফুটবলারদের বড় অংশ এখন একটি নিয়তিবাদী মানসিকতায় ভুগছেন। তাঁরা জানেন যে, এই প্রযুক্তি ফুটবলের অংশ হয়ে গেছে। একে মেনে নিতেই হবে। তবে তাঁদের মূল আপত্তি রেফারির সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা নিয়ে। এক ম্যাচে যে ফাউলের জন্য পেনাল্টি দেওয়া হচ্ছে, অন্য ম্যাচে প্রায় একই ধরনের ঘটনায় রেফারি মনিটর দেখতেও যাচ্ছেন না। এই দ্বিমুখী নীতি খেলোয়াড়দের মাঠে বিভ্রান্ত করে তোলে। এবারও তো মেসির ক্ষেত্রে যা কিছুই দেওয়া হয়নি, আমেরিকান ফুটবলারকে সে ক্ষেত্রে লাল কার্ড দেওয়া হয়েছে।

গত মার্চে ইংল্যান্ডে সমর্থকদের সংস্থা একটি সমীক্ষা চালিয়েছিল ৮ হাজার সমর্থককে নিয়ে। এঁরা নিয়মিত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ দেখেন। সমীক্ষায় দেখা যায়, তিন-চতুর্থাংশ সমর্থকের ভিএআর পছন্দ নয়। ভিএআর ফুটবলকে উপভোগ্য করছে, এই মন্তব্যের বিরোধিতা করেছিল ৯৭ শতাংশ সমর্থক।

বলা যায় না, প্রিয় দল রেফারির ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হলে এঁরাই হয়তো তাঁকে গালাগাল দিতেন তারস্বরে।

সব দেখেশুনে মনে হয়, ফুটবলের পথও ক্রিকেটের দিকে এগোবে। প্রথমে যখন ক্রিকেটে এত স্নিকোমিটার জাতীয় নিয়মকানুন চালু হয়েছিল, খুব হইচই হত। অনেকে মানতে চাইতেন না। আস্তে আস্তে সব রপ্ত হয়ে গেছে। মেনেই নিয়েছেন সব দর্শক বা তারকা ক্রিকেটাররা।

ফুটবলেও হয়তো তাই-ই হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৯৮

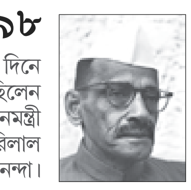

আজকের দিনে জন্মেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দা।

১৯০২

আধুনিক ভারতের স্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ আজকের দিনে প্রয়াত হন।

আলোচিত

শক্তিপুর থানার যে আচরণ... ৩০ জুন থেকে সে নাকি হুমায়ুন কবীরের বাপ হয়েছে। নিজেকে জাহির করে বেড়াচ্ছে। আমাদের দলের কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে গালাগাল করছে। আমি সেই বাপের সঙ্গে পরে দেখা করতে যাব। তবে কতজনকে নিয়ে যাব, সেটা পরে প্রশাসনকে জানিয়ে যাব।

হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল/১

পরনে কালো পোশাক। মুখ ঢাকা। নিউ ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের মাথায় চড়ল রাশিয়ার এক যুগল। ঝুলিয়ে দিল কালো পতাকা। তাতে লেখা জিমি হেনড্রিক্সের কালজয়ী 'শান্তির বাণী'। ১৪৫৪ ফুট উচ্চতায় চলল বাগদান পর্ব। পরে অবশ্য মার্কিন পুলিশ দুজনকেই গ্রেপ্তার করে।

ভাইরাল/২

তীব্র গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে ১১ বছরের এক নাবালক। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সে ৩৫ জনের বৌদ্ধ ভিক্ষুর একটি দলকে ধাক্কা মারল। উত্তর-পূর্ব থাইল্যান্ডের ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত ৮। জখম অন্তত ১১। গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। নাবালকের হাতে স্টিয়ারিং তুলে দেওয়ার সমালোচনা নেটিজেনদের।

জনমত

মিড-ডে মিল যেন পুষ্টির ভালো উৎস হয়ে ওঠে

পশ্চিমবঙ্গে মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ টাকা আগের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। কিন্তু ছাত্রপিছু দশ টাকাও প্রতুল নয়। খাবার নিরামিষ করা হয়েছে। এ নিয়ে বিতর্কও কম নয়। পুষ্টির দিক থেকে পুষিয়ে দিতে পারলে ডিমের বিকল্পকে গ্রহণ করা খারাপ কিছু নয়। তবে নিরামিষীকরণের মাধ্যমে যে বার্তাটি দেওয়ার ছিল তা দেওয়া গিয়েছে।

আমরা ছোটবেলায় সপ্তাহে একদিন স্কুল থেকে হলুদ রংয়ের সুস্বাদু কেক পেতাম। সেটির জন্য মুখিয়ে থাকতাম। যে বছর থেকে মিড-ডে মিল চালু হল সেই বছর থেকে একবেলা খাবারের একটা সুরক্ষা দেওয়া গেল। আমাদের মতো গরিবের দেশে সেটাই বা কম কী! তবে মিড-ডে মিল জনপিছু পাঁচ টাকার বিনিময়ে কী করে এতবছর চালানো গিয়েছে তা প্রধান শিক্ষক ও কমিটির লোকজনই জানেন। এতে প্রধান শিক্ষকদের সহজেই চোর বানানোর প্রক্রিয়াও ছিল।

বর্তমান সরকার মিড-ডে মিলের ক্ষেত্রে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়েছে। সেটি সাধুবাদযোগ্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দশ টাকায় লাঞ্চ দেওয়া কঠিন বিষয়। যতটা প্রয়োজন ততটা দেওয়া উচিত। নিরামিষ খাওয়া চালু হলে স্যালাড ও চাটনির ব্যবস্থা করা ভালো। তাতে স্বাদ কিছুটা বাড়বে। ভালো খাবার পেলে স্কুলে উপস্থিতির সংখ্যা বাড়বে। কলকাতায় মিড-ডে মিলের পাইলট প্রোজেক্টের দায়িত্ব পেয়েছে ইসকন। ইসকনের খাবারের গুণগতমান ও পছন্দের বিষয়টি সরাসরি ছাত্রছাত্রীদের কাছে নির্দ্বিধায় শোনা উচিত। ঠিকঠাক হলে অসুবিধার কোনও কারণ নেই। কারণ ইসকনের ভোগ আমরাও কমবেশি গ্রহণ করে তৃপ্তি পেয়েছি। মিড-ডে মিল যেন সবদিক থেকে পুষ্টির ভালো উৎস হয়ে ওঠে।

ডঃ বিনয় লাহা, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

প্রয়োজনীয় সমীক্ষা করে শংসাপত্র প্রদান

বর্তমানে এসসি, এসটিদের জাতিগত শংসাপত্র বা কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেগুলো ০১/০১/২০১১ তারিখের পরে তৈরি করা হয়েছিল, সেইসব কাস্ট সার্টিফিকেট বাতিল হবে বলে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ জানিয়েছে। এইসব জাতিগত শংসাপত্র নতুন করে তৈরি করতে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হয়েছে। যার মধ্যে এসসি, এসটিদের ১৯৫০ সাল বা তার আগের জমির দলিলের তথ্য চাওয়া হয়েছে।

আমার বক্তব্য, এত পুরোনো জমির দলিলের তথ্য অনেকের কাছেই নেই। তাহলে কি তাঁরা এসসি, এসটি শংসাপত্র পাবেন না? অথচ তাঁরা এত দিন ধরে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন এবং তাঁরা অনগ্রসর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই অবস্থায় অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের কাছে আমার অনুরোধ, ১৯৫০ সালের জমির দলিলের তথ্যটি বিবেচনা করে লঘু করা হোক। প্রয়োজনে পর্যাপ্ত সার্ভে করে তারপর শংসাপত্র দেওয়া হোক, যাতে কোনও যোগ্য মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন।

বিপ্লব রায়, টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

গ্রহণে-বর্জনে 'বিবেক-দর্শন'

আজ স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণ দিবস। তাঁকে ঘিরে প্রান্তিক মানুষের কল্যাণ থেকে বিশ্বমঞ্চে সনাতন সংস্কৃতিকে ফিরে দেখা।

জ্যোতিপ্রসাদ রায়

'ওই যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ির চারিদিকে...তাদের মুখে অন্ন দেবার জন্য কী করেছ বলতে পারো?' হরিপদ মিত্রকে লেখা পত্রে স্বামী বিবেকানন্দের এই তেজি আক্ষেপ কালক্রমে পরাধীন ও স্বাধীন ভারতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিশেষত রাজনৈতিক পরিসরে। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রান্তিক জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আজও নেতারা সোচ্চার হন মানুষের কল্যাণে, অথচ আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে ক্ষমতা দখলের চতুর কূটনীতি। অন্যদিকে প্রতিভা ও বিচক্ষণতার সমন্বয়ে এমন জনদরদের অন্তরালে ব্যক্ত হয় ত্যাগের বাসনা এবং ভোগবিলাসহীন জীবনযাপন। যা সাদামাঠা হলেও কঠিন অনুশীলন ও ধৈর্যশীল সাধনায় কুলীন হতে পারে। তাই মলিন জীবনে মাধুর্য ফেরাতে কালে কালে বিবেক-দর্শনের অনুরাগী হয়েছেন দলছুট বিশ্ববাসী।

যুক্তরাষ্ট্রের মেইন অঙ্গরাজ্যে পাহাড়-নদী-বনানী ঘেরা ২৫০ একরে সারা ফারমার ১৮৯৪ সালে গড়ে তুলেছিলেন 'গ্রিন একর', যা ছিল ভারতীয় বেদান্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার স্থায়ী আখড়া। এর প্রধান প্রেরণা-উৎস ছিলেন বিবেকানন্দ। সারা বলেছেন, গ্রিন একর স্বামীজির কাছে এতটাই ঋণী যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ফরাসি লেখক জ্যাঁ হার্বাট বা নোবেলজয়ী রোমা রঁলার কাছে ভারতের উদার সংস্কৃতির দূত বিবেকানন্দের ভাবধারা ফরাসি ভাষায় তুলে ধরেছিলেন জোসেফিন ম্যাকলিউড। এভাবেই ভক্তি ও ভালোবাসায় স্বামীজিকে জীবন উৎসর্গ করে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। অন্যদিকে, দক্ষিণী সুহৃদ আলাসিঙ্গা পেরুমল স্বামীজির বাণী ছড়ানোর জন্য জীবন বাজি রেখে সাহায্য সংগ্রহে আত্মহারা হয়েছিলেন।

ভ্রান্ত প্রথা ও কুসংস্কারের অন্ধকার মুছে আধুনিক বাঙালি গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আর

উনিশ শতকের শেষ লগ্নে আবির্ভূত নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৯৩ সালের শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতার মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ভাবধারাকে নতুন গৌরবময় মর্যাদা এনে দেন। নতুন জীবনদৃষ্টির ছটায় বিস্মিত বিশ্ব চিনতে ক্রমশ ডুব দিল ভারত-ভাবে। আবিষ্কৃত হল ভারত-আত্মার মহাসাগর। পরমতসহিষ্ণু ভারতবর্ষে বিভাজনে অবিশ্বাসী এবং আলিঙ্গনে ছুঁতমার্গহীন। আমরা সবাই অমৃতের সন্তান এবং পারস্পরিক সম সম্মান ও মর্যাদায় দায়বদ্ধ। সনাতনী ভারত এই চোখে বিশ্বকে দেখে, যার জোরে জগতের আনন্দযজ্ঞে ধ্বনিত হয়েছে ঐক্যবদ্ধ অনুরণন— 'বসুধৈব কুটুম্বকম'।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের যোগ্য উত্তরসূরি বিবেকানন্দ সারাজীবন প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে আমিত্বহীন মানুষকে চেনা-জানার আগ্রহে শাশ্বত ভারতের মুক্ত আত্মার মহিমা প্রচার করেছেন।

তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ দেশি-বিদেশি নাগরিকদের সাহায্যে একদিকে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গড়ে উঠল, অন্যদিকে ভগিনী নিবেদিতা ও সহযোগীদের অংশগ্রহণে চালু হল নারী শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা কেন্দ্র। ভারতাত্মার সনাতনী উদারতা, সেবা ও সম্প্রীতির আদর্শে দীক্ষিত বিবেকানন্দ আজীবন মানবতার বিকাশের চেষ্টা করেছেন। পাশ্চাত্যের বহু চিন্তাবিদ ও অনুরাগী তাঁর মাধ্যমে ভারতীয় দর্শনের নতুন পরিচয় লাভ করেন এবং মানবজন্মের প্রকৃত সার্থকতার মূলধন বুঝতে চান। এই মহৎ উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দকে বেছে নিতে হয়েছিল পার্থিব বন্ধনহীন সন্ন্যাসীর মুক্ত জীবন।

তিনি মর্মে ধারণ করেছিলেন 'সর্বজন সুখায় চ, সর্বজন হিতায় চ' ব্রতকথা। ব্যবহারিক জীবনেও তিনি রপ্ত করেছিলেন প্রকৃত মহাজ্ঞানী ত্যাগী ঋষির জীবনযাপন। জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণের সময় মেক্সিকোর বিদগ্ধজনদের উদ্যোগে স্প্যানিশ ভাষায় গীতা ও বিবেকানন্দের বইয়ের অনুবাদ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর মতে, স্বামীজি পাশ্চাত্য মুলুকে হিন্দুধর্মের যে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়েছেন, তার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। ভারতীয়ত্বের এই স্বর্ণালি পরম্পরাকে অক্ষয় করতে হলে আজ আমাদের শপথ নেওয়ার দিন। বর্জন করতে হবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগপণ্য সংগ্রহের উন্মাদনা, ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের জন্য দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা এবং আধিপত্য জাহিরের মোহ।

(লেখক কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিন)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪৮৮

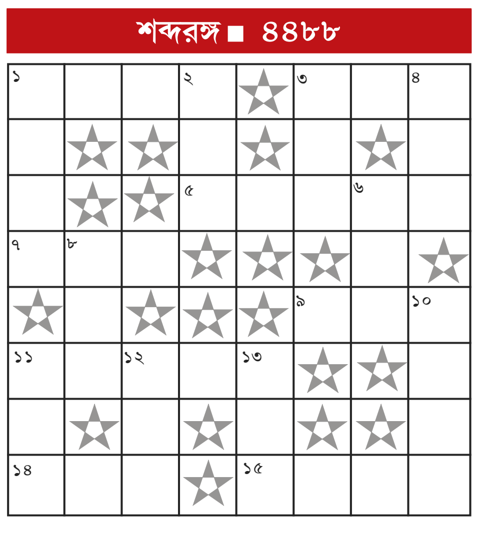

পাশাপাশি : ১। চ্যাঁচামেচি, অসার ও নিষ্ফল বক্তৃতা ৩। সাদা ৫। সেই সময়ের, সে কালের বা সে যুগের ৭। সাহায্য, সহযোগিতা ৯। সরু, নরম ও ফাঁপা বাঁশবিশেষ ১১। অতি কৃপণ ১৪। সংগতিসম্পন্ন, অভাব নেই এমন ১৫। সর্বদা, দিনরাত।

উপর-নীচ : ১। জনবহুল বড় গ্রাম, দূরবর্তী ও ক্ষুদ্র গ্রাম ২। বাসের বা চাষের জমি ৩। পদ্ধতি, ভঙ্গি বা ঢং ৪। ঢেউ, শ্রেণি, সারি বা প্যাঁচ ৬। উপযুক্ত, লায়েক ৮। ঢাক জাতীয় আনদ্ধ বাদ্যবিশেষ, দামামা ১০। বাদশা আকবরের দরবারের প্রধান সংগীতজ্ঞ ১১। শখ, ইচ্ছা বা আশা ১২। ফুলের কেশর বা পরাগ ১৩। চিত্রাঙ্কনে রং প্রয়োগের পদ্ধতিবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৪৮৭

পাশাপাশি : ১। জনৈক ৩। মাঘ ৫। রব ৬। ত্রিকাল ৮। কল্লোল ১০। মিলনি ১২। মধুর ১৪। তিমি ১৫। টপ্পা ১৬। ছিদাম।

উপর-নীচ : ১। জয়ঢাক ২। করপাল ৪। ঘণ্টিকা ৭। লপ্ত ৯। ধাম ১০। মিছিমিছি ১১। নিজঝুম ১৩। ধুলট।

বিন্দুবিসর্গ

খড়িবাড়িতে সিএএ সহায়তাকেন্দ্র

খড়িবাড়ি, ৩ জুলাই : শিলিগুড়ির হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে খড়িবাড়িতে সিএএ সহায়তাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। সাম্প্রতিক চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ পড়ায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মাধ্যমে বৈধ নাগরিকত্ব পেতে মরিয়া অনেকেই। মূলত ২০০২ সালের পরবর্তী সময়ে ভারতে আসা বাংলাদেশিদের সহায়তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার খড়িবাড়ি থানঝোরা মোড় এলাকায় আয়োজিত এই সহায়তাকেন্দ্রে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রচুর ভিড় দেখা যায়। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সুলতা সরকার জানান, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকা বিভ্রান্তি দূর করা এবং আইনি সহায়তা প্রদানই এই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। নথিপত্র তৈরি ও আবেদনের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে সচেতনতা বাড়ানো হচ্ছে। খড়িবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে ২০০২ সালের পর ভারতে আসা বহু মানুষ নাগরিকত্বের আবেদনের আশায় এই শিবিরে ভিড় করেন।

বাঞ্ছাভিটার বাবু বর্মন ও মালতী বর্মন ২০১৫ সালে ভারতে আসেন। তাঁদের অভিযোগ, অতীতে বিভিন্ন উপায়ে নথিপত্র তৈরি করলেও এখন ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে। বাবু বলেন, 'ওপারে অত্যাচারিত হয়ে এদেশে এসেছি। ২০২৬-এর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে। তাই এবার সিএএ-তে আবেদন করে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য শিবিরে এসেছি।' একইভাবে ২০১৯ সালে এদেশে আসা জ্যোতিষ বর্মনও উপযুক্ত প্রমাণপত্রের অভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে পারেননি।

সংগঠনের পক্ষে সুলতা সরকার জানান, হিন্দু অনুপ্রবেশকারী মানুষ যাতে কোনওভাবেই হয়রানির শিকার না হন এবং সঠিক আইনি পথে তাঁদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন সম্পন্ন করতে পারেন তার জন্য আগামীদিনেও অনুরূপ সহায়তাকেন্দ্র খোলা হবে। আবেদনকারীদের নথি যাচাই করে সঠিক দিশা দেখানোই এই শিবিরের প্রধান উদ্দেশ্য।

অভিযুক্তের বাবা ধৃত

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে এক তরুণীর সঙ্গে সহবাস করার পর তাঁকে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। ওই তরুণীর অভিযোগ দায়েরের পর ছেলেকে পালাতে সাহায্য করার অভিযোগে প্রধাননগর থানার পুলিশ অভিযুক্তের বাবাকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম রাজাউদ্দিন। পুলিশ সূত্রে খবর, এক তরুণী ২৯ জুন প্রধাননগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। মোহাম্মদ ওয়ারিস নামে এক তরুণ তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক জড়ান বলে ওই তরুণীর অভিযোগ। পরবর্তীতে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সহবাসও করেন। অভিযোগ, বিয়ের দাবি জানানোর পর থেকেই ওই তরুণ তাঁর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করতে শুরু করেন। এরপর তরুণীর পরিবার ওই তরুণের বাড়িতে গেলে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপরই ওই তরুণী প্রধাননগর থানার দ্বারস্থ হন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামতেই অভিযুক্ত তরুণ উধাও হয়ে যান। পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে ওই তরুণের বাবাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

বর্ষায় ধান রোপণ। শুক্রবার জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে বুদ্ধ করের তোলা ছবি।

মমতাকে তোপ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের

সেলিমের মুখে শুভেন্দুর প্রশংসা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের মুখে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা!

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর দু'মাসে চারবার উত্তরবঙ্গে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবারও তিনি উত্তরকন্যায় এসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠক করে ফিরে গিয়েছেন। ঠিক একইদিনে শিলিগুড়িতে সিপিএমের দলীয় অফিস হাসছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।'

তবে নতুন সরকারের আমলে ডিম হামলা, বুলডোজার অভিযান নিয়ে সমালোচনা করেন সেলিম। তাছাড়া বিধানসভার ভোটে তাঁর দল যে ফলাফল করেছে সেটা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুরভোটের প্রস্তুতির কথাও এদিন জানান সেলিম। সংগঠন মজবুত করতে দলের নেতা-কর্মীদের 'ডোর টু ডোর' জনসংযোগে আরও বেশি জোর দেওয়ার নির্দেশ দেন সিপিএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক।

অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে মহম্মদ সেলিম। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে শুভেন্দুর প্রশংসা শোনা গেল সেলিমের মুখে। পাশাপাশি একাধিক বিষয় নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তোপ দাগেন তিনি। সেলিম বলেন, 'কলকাতা নয়, উত্তরকন্যা থেকেই যাতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা হয় এটা আমরাও চাইতাম। কিন্তু মমতাও আসতেন। পাহাড়ে গিয়ে ছবি তুলতেন আর বলতেন পাহাড়

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে সেলিম বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস কতটা অপদার্থ ছিল তা প্রমাণ হয়েছে। সরকার বদল হতেই হুড়মুড় করে জেলা পরিষদ ও পুরসভার জনপ্রতিনিধি, এমনকি বিধায়করাও পালিয়ে গেলেন।' তৃণমূল আমলে হওয়া দুর্নীতি নিয়ে বিজেপি সরকারের শ্বেতপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্তেরও প্রশংসা করেছেন সেলিম। তাঁর কথায়, 'আমরা গত পাঁচ বছর ধরে এই কথা বলে আসছি। যখন একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা এমনকি কেন্দ্রীয় যোজনাগুলি নিয়ে দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছিল তখন রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একে অপরকে দোষারোপ করছিল। সেসময় আমরা শ্বেতপত্র প্রকাশের কথা বলেছিলাম।'

এদিকে, রাজ্যে পালাবদলের পরও উত্তরবঙ্গে একাধিক চা বাগান বন্ধ হচ্ছে বলে দাবি করেন সেলিম। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন বর্ষীয়ান বাম নেতা। বিধানসভার ভোটের প্রচারে উত্তরের বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে এসেছিলেন সেলিম। তবে ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গিয়েছে সেভাবে তাঁরা কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেননি। এ নিয়ে সেলিম জানান, নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য কমিটি পর্যালোচনা করেছে। পাশাপাশি বিগতদিনে পুর নির্বাচনকে মাথায় রেখে সংগঠনকে মজবুত করার কাজও শুরু হয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকের পর শিলিগুড়ির নেতাদের সঙ্গে সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন সিপিএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক।

অন্যদিকে, শিলিগুড়িতে এলেও দলের অসুস্থ বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে দেখতে যাননি সেলিম। দুপুরে এনিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন অবশ্য সেলিম বলেছিলেন, 'আমার বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচি রয়েছে। সময় বের করতে পারলে অবশ্যই যাব।'

পর্দার আড়ালে কি পাচারচক্র

একদিনে উদ্ধার ১৭ নাবালিকা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৩ জুলাই : ইসলামপুর মহকুমা যে আন্তঃরাজ্য নারী পাচারচক্রের অন্যতম করিডর সেটা আদতেই 'ওপেন সিক্রেট'। কিন্তু অপরাধের শিকড় যে এতদূর ছড়িয়েছে সেটা বোধহয় কেউই আন্দাজ করতে পারেনি। শুক্রবার রাতে ইসলামপুর শহরের নিষিদ্ধপল্লি চম্পাবাগ থেকে পুলিশ ১৭ জন নাবালিকাকে উদ্ধার করে। একদিনে এতজন নাবালিকা উদ্ধারের ঘটনা মহকুমায় এর আগে ঘটেছে কি না, তা নিয়ে পুলিশও সন্দিহান। একদম ফিল্মি কায়দায় ইসলামপুরে পুলিশ জেলার এসপি রাকেশ সিংয়ের নেতৃত্বে এদিন পুলিশ অভিযান চালায়। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে আপাতত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে দুজন মহিলা বলেও জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে।

এই প্রসঙ্গে এসপি বলেন, 'আপাতত ১৭ জন নাবালিকাকে চম্পাবাগ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। চারজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের নাম নুরজাহান বেগম, তসলিমা খাতুন, মহঃ সেলিম এবং মহঃ নিজাম, এঁরা সকলেই ইসলামপুরের বাসিন্দা।' তিনি যোগ করেন, 'এই চক্রের মাথাদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।' উদ্ধার হওয়া নাবালিকাদের মধ্যে কেউ কেউ বিহারের কিশনগঞ্জ, আরারিয়া এলাকার বাসিন্দা। কয়েকজনের বাড়ি অসমের তিনসুকিয়া জেলায়। অভিযানের সময় ড্রোন দিয়ে চম্পাবাগ এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। এই নাবালিকাদের অপহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল নাকি এর পেছনে রয়েছে আরও বড় কোনও রহস্য, সেই প্রশ্ন উঠছে। পুলিশের আধিকারিকরা এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

- একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বেশ কয়েক দিন ধরে নারী পাচারচক্রটির ব্যাপারে খবর সংগ্রহ করছিল
- সমস্ত তথ্য জোগাড়ের পর সংস্থাটি পুলিশের দ্বারস্থ হয়, ছক কষা হয় অপারেশনের
- অভিযানের সময় ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালানো হয়

এই নাবালিকাদের উদ্ধারের ঘটনা যে কোনও দুরন্ত থ্রিলার সিনেমার স্ক্রিপ্টকে দাঁড় করিয়ে ১০ গোল দিতে পারে। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বেশ কয়েক দিন ধরে নারী পাচারচক্রটির ব্যাপারে খবর সংগ্রহ করছিল। সমস্ত তথ্য জোগাড়ের পর সংস্থাটি পুলিশের দ্বারস্থ হয়। ছক কষা হয় অপারেশনের। এসপি এই অপারেশন তদারকি করেন।

এদিন সন্ধ্যায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার শীর্ষ স্তরের পদাধিকারীদের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ চম্পাবাগে হানা দেয়। চিরুনি তল্লাশি চালানোর পর চম্পাবাগের ছোট ছোট খুপরি থেকে একে একে ১৭ জন নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। ইসলামপুরের মতো ছোট শহরে নারী পাচারচক্রের এমন দাপট দেখে পুলিশকর্তারাও হতভম্ব হয়ে পড়েন।

পুলিশের অনুমান ধৃত চারজনই চম্পাবাগের পাচারচক্রের পান্ডা। তবে এঁদের সঙ্গে আরও বড় কোনও চক্রের যোগ রয়েছে কি না, আর যদি থেকে থাকে তাহলে সেই পাচারচক্রের 'কিংপিন' কে, তা জানতে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ইসলামপুরে অপরাধ সংঘটিত হওয়া এবং তার পেছনে রাজনীতির গন্ধ থাকা প্রায় সমার্থক। তৃণমূল আমলে পুলিশের নীচুতলার একাংশের সঙ্গে মোটা টাকা লেনদেনের বদলে তৃণমূল নেতাদের একাংশ চম্পাবাগের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রেখেছিল। তৃণমূল আমল শেষ হলেও ওই নেতাদের চম্পাবাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম আছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠছে। নারী পাচারচক্রের সঙ্গে ইসলামপুরের যোগ নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে সিরিজ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এবারের মতো বড় ঘটনা এর আগে কোনও দিন ঘটেনি।

প্রকৃতির রং।। কোচবিহারের চিলাখানায় ছবিটি তুলেছেন শ্রাবন্তী উকিল।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সংঘর্ষে ধৃত ২

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : শিলিগুড়ির চম্পাসারি এলাকায় বৃহস্পতিবার রাতে মারপিটের ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। জানা গিয়েছে, ওই রাতে অমিত নামে এক তরুণ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে চম্পাসারির একটি দোকানে আইসক্রিম খেতে যান। দোকানের সামনে গাড়ি পার্ক করা নিয়ে দোকান মালিক রাজেশ গুপ্তর সঙ্গে অমিতের তর্কাতর্কি শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় রাজেশ অমিতকে চড় মারেন। এরপর অমিত স্ত্রীকে বাড়িতে নামিয়ে দলবল নিয়ে দোকানে ফিরে আসেন এবং রাজেশের সঙ্গে মারপিটে জড়িয়ে পড়েন। খবর পেয়ে প্রধাননগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দু'পক্ষই থানায় একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে শুক্রবার আদালতে তোলে। বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

মদ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : শুক্রবার পৃথক দুই অভিযানে সিকিম থেকে বিহারে পাচারের সময় ১৭৫ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করল আবগারি বিভাগ। এর মধ্যে সকালবেলায় ১২৫ লিটার মদ ও গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনায় গ্রেপ্তার যাত্রীবাহী গাড়ির চালক নামচির বাসিন্দা সন্তোষকুমার প্রসাদ। অন্যদিকে, এদিন রাতে স্কুটারে করে এক তরুণ মদ পাচারের চেষ্টা করছিল। গাড়ি দাঁড় করাতে বলতেই সুযোগ বুঝে চম্পট দেয় সে। বাজেয়াপ্ত হয় সিকিমের ৫০ লিটার মদ ও একটি স্কুটার।

প্রধানের বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি বিজেপির

নকশালবাড়ি, ৩ জুলাই : পদত্যাগের পরেও নিস্তার নেই। আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে শুক্রবার প্রধানের বিরুদ্ধে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি জমা দিল বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডল। পদ্ম শিবিরের দাবি, তদন্তের হাত থেকে বাঁচতে পদত্যাগ করেছেন প্রধান। ওই স্মারকলিপিতে মোট ৯টি অভিযোগ উল্লেখ করে তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে বিজেপির তরফে। পালটা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি প্রধানের। গত ২৯ জুন শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ পদত্যাগ করেন। তারপর থেকে তিনি আর অফিসে যাচ্ছেন না। বিডিও অফিসে তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। খুব শীঘ্রই শুনানিতে ডাকা হবে। এরই মধ্যে গৌতমের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সরব হল বিজেপি। স্মারকলিপিতে বিজেপি উল্লেখ করেছে, মাসিক ৫ হাজার টাকা ভাতা পেয়ে গত কয়েক বছরে নামে ও বেনামে কোটি টাকার সম্পত্তি করেছেন ওই প্রধান। পাশাপাশি ট্র্যাক্টর ও ডাম্পারের মালিকানা, স্বজনপোষণ, পিএইচই পাম্পহাউসের মালিক থেকে র‍্যাশন ডিলারশিপের মালিকানা, বাংলাদেশি নাগরিককে টাকার বিনিময়ে রেসিডেন্ট দেওয়া, সরকারি পাট্টা বণ্টনে নয়ছয় করার মতো গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডল কমিটির সভাপতি সাধন চক্রবর্তী বলেন, 'প্রধানের নামে বেনামে অনেক সম্পত্তি রয়েছে। তাঁর স্ত্রীর নামে দুটি পিএইচই পাম্পহাউসের মালিকানা রয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের রেসিডেন্ট দিয়েছেন। দুর্নীতির তদন্তের হাত থেকে বাঁচতে তিনি পদত্যাগ করেছেন।'

সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে গৌতম বলেন, 'গত চার বছরের গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত হিসেব বিরোধী দলনেত্রীকে বুঝিয়ে আমি পদত্যাগ করেছি। আমার হার্টের অপারেশন হবে। আমার নিজস্ব ব্যবসা রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি রয়েছে। পিএইচই পাম্পহাউসের জন্য আমার নিজস্ব জমি দান করা হয়েছে। র‍্যাশন ডিলারশিপের মালিকানা সরকারি নির্দেশিকা মেনেই দেওয়া হয়েছে। এখন বিজেপির সরকার। বেআইনি কাজ হয়ে থাকলে তদন্ত হোক।' প্রসঙ্গত, গত ২২ জুন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এরপর গৌতমও প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দেন। বিজেপির দাবি, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের হিসেব চাওয়ার পর পদ থেকে ইস্তফা দেন গৌতম। এদিন প্রধান, উপপ্রধান না থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারি, নির্মাণ সহায়কের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয় বিজেপি।

রেজিস্ট্রেশন

ইসলামপুর, ৩ জুলাই : আগামী সাতদিনের মধ্যে টোটোর রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। এই মর্মে মাইকে প্রচার শুরু করল ইসলামপুর এআরটিও দপ্তর। টোটোর শোরুম কিংবা এআরটিও দপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক বলে দপ্তরের তরফে প্রচার করা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, শহরে কমপক্ষে তিন হাজার টোটো চলাচল করে। যার মধ্যে অধিকাংশের টেম্পোরারি আইডেন্টিফিকেশন নম্বর নেই।

শিলিগুড়ি ডিভিশন নিয়ে অসন্তোষ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : দুই দফায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিভিশন, শিলিগুড়ি ডিপো ও তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস ঘোরার পর একের পর এক ত্রুটি চিহ্নিত করল কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়নমন্ত্রকের 'আরবান মোবিলাইজ টিম'। প্রতিনিধিদলের তরফে চোখে আঙুল দিয়ে ত্রুটিগুলো তুলে ধরার পর অস্বস্তিতে নিগমের কর্তারা। এই পরিস্থিতিতে মন্ত্রকের কাছে শহরে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বাস পরিষেবা নিয়ে যে ভালো রিপোর্ট যাচ্ছে না, তা কার্যত পরিষ্কার। নিগম সূত্রেই খবর, টিমের সদস্যরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে বাসে ওঠানামার জায়গার পাশাপাশি টার্মিনাসে বাস সংক্রান্ত ঘোষণার পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

ডিপো ও ডিভিশনের প্রতিটি সেকশনে গিয়ে কর্মীসংকটের বিষয়টিও তাঁরা খাতায়-কলমে নথিবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও কোনও বাস খারাপ হওয়ার পর ফের সেটি সংস্কার করে রাস্তার নামানোর সময় নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন (ডাউন টাইম)। টিমের কাছে নিগমের সদস্যদের বক্তব্য, কোনও বাস খারাপ হলে যাতে সেটি দ্রুত সংস্কার করে রাস্তায় নামানো যায়, তার জন্য উন্নত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তা ছাড়া বাসে ওঠানামার পাদানি নিয়েও সমস্যা রয়েছে।

আবাসন ও নগরোন্নয়নমন্ত্রকের তরফে গোটা রাজ্যে '১০১ এমার্জিং শহরের তালিকায় শিলিগুড়িকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেইমতো গত মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই শহর শিলিগুড়ির জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত ট্রাফিক ও পরিবহণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছেন টিমের সদস্যরা। গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার টিমের সদস্যরা শিলিগুড়ি ডিপোর প্রতিটি সেকশন ঘুরে দেখার পাশাপাশি টার্মিনাসের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। সেদিনই নিগমের কর্তাদের কাছ থেকে শিলিগুড়ি ডিপোর স্থায়ী কর্মীসংখ্যা শুনে অবাক হয়েছিলেন টিমের সদস্যরা। তাঁরা বলেছিলেন, পরবর্তীতে ফের এসে শিলিগুড়ির ডিভিশনাল অফিস দেখে যাবেন। চলতি সপ্তাহের সোমবার তাঁরা ডিভিশনাল অফিসে আসেন। এরপরই পরিদর্শনে ধরা পড়া একের পর এক ত্রুটি নিগমের কর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই রেজাল্ট দেখেই মাথায় হাত পড়েছে নিগমের কর্তাদের। নিগম সূত্রে খবর, ডিপোর প্রতিটি সেকশনে স্থায়ী, অস্থায়ী মিলিয়ে কতজন কর্মী রয়েছেন, সেই হিসেব নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন টিমের সদস্যরা। তাঁদের অভিমত এই কর্মীসংখ্যা একেবারেই মানানসই নয়। নিগম সূত্রে খবর, একটি বাস খারাপ হলে সেটা ঠিক করতে তিন মাসেরও বেশি সময় লেগে যায়। যদিও এতটা সময় লাগবে কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন টিমের সদস্যরা। কিন্তু টার্মিনাসে বাস সংক্রান্ত ঘোষণা নিয়ে কী সমস্যা রয়েছে টিম সদস্যদের?

নিগম সূত্রে খবর, কোনও বাস ছাড়ার আগে সেটা ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয় টিমের বক্তব্য, বাস কখন ছাড়া হবে, ঠিক কোন জায়গায় বাস রয়েছে, ঘোষণায় তা বিস্তারিত জানানো প্রয়োজন। নইলে বাইরে থেকে আসা যাত্রীরা বুঝবেন কী করে? নিগমের কর্তাদের কথায়, বাসে ওঠানামার পাদানি বাস নির্মাণকারী সংস্থাই তৈরি করে থাকে। সেটা নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

এনবিএসটিসি ঘুরে মতামত দিল কেন্দ্রীয় দল

চলতি মাসেই উড়ালপুল উদ্বোধন, আশ্বাস শংকরের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : 'তারিখ পে তারিখ...' বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সানি দেওলের ঢঙে বলে ওঠেন অনেকেই। কতবার পিছিয়ে যাবে উদ্বোধন? আর কত অপেক্ষার প্রহর গুনতে হবে? উত্তরে ফের নতুন সময় দিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। ২০ বা ২১ জুলাই আবারও উত্তরবঙ্গ সফরে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। শুক্রবার মন্ত্রী শংকর ঘোষ বলছিলেন, 'সবকিছু ঠিক থাকলে এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বর্ধমান রোডের উড়ালপুল চালু করে দেওয়া হবে।'

শহর শিলিগুড়িতে যান চলাচলের সুবিধার্থে উড়ালপুল নির্মাণ শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে। কিন্তু কখনও রাজ্যের সঙ্গে রেলের সংঘাত, আবার কখনও অর্থবরাদ্দ নিয়ে টালবাহানার জেরে থমকে গিয়েছে কাজ। অবশেষে বিধানসভা নির্বাচনের আগে শেষ হয় নির্মাণ। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে নীল-সাদা রং করা হয়েছিল। শিলিগুড়ির তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব দাবি করেছিলেন, ভোটে জিতে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উড়ালপুলের উদ্বোধন করবেন। কিন্তু রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের ভরাডুবির জেরে মমতার আর মুখ্যমন্ত্রী হওয়া হয়ে ওঠেনি। তাঁকে দিয়ে ফিতে কাটানোর স্বপ্নও অধরা রয়ে গিয়েছে গৌতমের।

এদিকে ফল প্রকাশের কিছুদিন পর দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট জানিয়ে দেন, উড়ালপুলের রং পালটানো হবে। সেইমতো ভেতরে ও বাইরে আলাদা রং হয়েছে। বাইরের অংশে গেরুয়া-সাদার

উদ্বোধনের অপেক্ষায় বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

প্রলেপ পড়েছে। শুক্রবার সহ দু'বার উত্তরকন্যায় এসে শুভেন্দু অধিকারী প্রশাসনিক বৈঠক করে গেলেন। একবার এসেছিলেন পাহাড়ে। একবারও উড়ালপুলের উদ্বোধন করা সম্ভব হল না তাঁর হাত দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর প্রথম যেদিন শুভেন্দু শিলিগুড়িতে আসেন, তখন পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা রীতিমতো ফিতে-কাঁচি নিয়ে অপেক্ষায় ছিলেন। এদিনও আশায় ছিলেন সাধারণ মানুষ। হতাশ হলেন দিনশেষে।

বর্ধমান রোডের একটি বাইকের শোরুমের কর্মী মাল্লাগুড়ির বাসিন্দা বুবুন সরকার। রোজ তাঁকে এয়ারভিউ মোড় থেকে শোরুম অবধি আসতে বিপাকে পড়তে হয়। বুবুন বলছিলেন, 'সবকিছু তৈরি হওয়ার পরও কেন এত অপেক্ষা, বুঝি না। স্থানীয় বিধায়ক আশা করি পরিস্থিতি বোঝেন। উড়ালপুলটি কেন অবিলম্বে চালু হওয়া দরকার, সেই প্রয়োজনীয়তা জানেন। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যস্ততার কারণে এখানে দাঁড়াতে না পারলে ভার্চুয়ালি করে দিন।'

নতুন উড়ালপুলের দুই মুখে ব্যারিকেড লাগিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু, মাঝের ফাঁকফোকর দিয়ে অনেকেই উঠছেন ওপরে। ঝংকার মোড়ের বাসিন্দা রাজেশ প্রসাদের কথায়, 'বড় বাস রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়লে যানজট হচ্ছে। দোসর টোটোর দাপাদাপি। উড়ালপুলটি চালু হলে কিছুটা সুরাহা মিলবে।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, P.W.D., Cooch Behar Sub Division, No I, Cooch Behar invites online e-tender. e-NIT No.- 03/CSD I OF 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5016246_1. Bid Submission start date (online): 06.07.2026 from 10.00 Hrs. Bid Submission closing date (online): 15.07.2026 from 12.00 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- Assistant Engineer (PWD) Cooch Behar Sub Division No I Cooch Behar. ICA-T11675(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No: WBPWD/EE/CED/eNIT-18/R/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5016271_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Electrical points and other works at District Consumer Disputes Redressal Commission, Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 09.07.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 20.07.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 22.07.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur. Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T11690(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No:WBPWD/EE/CED/eNIT-18/R/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5016236_1). EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Urgent replacement of 1 No 15 Bed cum Passenger Lift applicable Collapsible Gates Electro Mechanical Door Locks and Provide ARD at Dinhata SD Hospital Cooch Behar. Bid Submission Start Date : 09.07.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 20.07.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 22.07.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. ThakurExecutive Engineer, P.W.D. Cooch Behar Electrical Division ICA-T11652(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte., Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invited e-Tender "WBPHED/EE/NMD/NIeTNo. 01 of 2026-2027" for (01) one no work having Tender ID: 2026_PHED_1030412_1 under Northern Mechanical Division, PHE Dte. The Tender Document collection and submission from 02.07.2026, 10.00 AM to 24-07-2026, 2.00 PM. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- EE/NMD/PHE Dte. ICA-T11667(3)/2026

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘরঃ ঝলঝলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) এতদ্বারা মালদা ডিভিসনের টিকানী (টিকেএলই), বৌনী (ডিভব্লুএলই) এবং রাজমহল (আরজেএল) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে প্রকাশিত হয়েছে।
অকশন ক্যাটালগ নংঃ পার্কিং-১৫-২০২৬
ক্রমিক নং., লট নং, স্টেশন নিম্নরূপঃ (১), পার্কিং-এমএলডিটি-টিকেএলই-এমএক্স-৭৭-২৬-১, টিকানী (২), পার্কিং-এমএলডিটি-ডিভব্লুএলই-এমএক্স-৭৬-২৬-১, বৌনী (৩), পার্কিং-এমএলডিটি-আরজেএল-পিসিসিডি-৭৯-২৬-১, রাজমহল।
অকশন শুরুর তারিখঃ ২০.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। সম্ভাব্য বিডদাতাদের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-120/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দুই মাসের মধ্যে সবমিলিয়ে চারবার উত্তরবঙ্গ সফরে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। এরমধ্যে দু'বারই উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে। শুক্রবার বিজেপি নেতৃত্বকে জানিয়ে গিয়েছেন, চলতি মাসে ফের আসবেন। যাবেন শিবতীর্থ জল্পেশে। এদিনের বৈঠক থেকে প্রশাসনিক কাজকর্মে স্বচ্ছতা আনতে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জল্পেশে পুজো দেবেন শুভেন্দু

পূর্ণেন্দু সরকার ও অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৩ জুলাই : আগামী ১৯ জুলাই থেকে জল্পেশ মন্দিরের শ্রাবণীমেলা শুরু হচ্ছে। মেলার প্রথম দিন সরকারি উদ্যোগে হেলিকপ্টার থেকে মন্দিরের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করা হবে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার ও মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ২০ জুলাই জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে আসবেন।

বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী জানিয়েছেন, বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সেখানেই ২০ জুলাই মন্দির পরিদর্শনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। সরকার মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি বৃহত্তর পর্যটন সার্কিট তৈরির পরিকল্পনাও করছে। বাপির কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী জল্পেশে এলে পুজো দেবেন, বিভিন্ন মন্দির ঘুরে দেখবেন এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন।'

পুণ্যার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে মন্দিরে প্রবেশ মূল্য ৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ৪০ টাকা করা হয়েছে। এ বছর অফলাইনের পাশাপাশি অনলাইনেও টিকিট কাটার সুযোগ থাকবে। এমনকি তিস্তা ঘাটে স্নান করতে যাওয়ার জন্য এবার কোনও টিকিট কাটতে হবে না। ময়নাগুড়ির বিডিও সৌমেন দাস জানিয়েছেন, তিস্তা ঘাটে নামার জন্য পুণ্যার্থীদের কোনও মূল্য দিতে হবে না। মেলা চত্বরে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

মন্দির কমিটির সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'গত বছর মন্দিরে প্রবেশ মূল্য ৫০ টাকা ছিল, কিন্তু পুণ্যার্থীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এ বছর সেই মূল্য ৪০ টাকা করা হয়েছে। পুণ্যার্থীরা লাইনে না দাঁড়িয়ে অনলাইনেই টিকিট কাটতে পারবেন। অনলাইন টিকিট ব্যবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেওয়ার পাশাপাশি একটি ব্যাংকের সঙ্গে কথা চলছে।'

মেলা চলাকালীন এক মাস ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে দুটি হেলথ ক্যাম্প খোলা থাকবে। বয়স্ক পুণ্যার্থীদের পায়ের ব্যথা কমাতে ম্যাসাজের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে আসা সাধুসন্তদের জন্য ভোগ ও প্রসাদের আয়োজন করা হবে। গত বছর ভিড়ের চাপে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। তাই এবার পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। মন্দিরে প্রবেশের পথে ব্যারিকেড অনেক বেশি মজবুত করা হচ্ছে। তিস্তা ঘাট থেকে মন্দির সংলগ্ন এলাকা সাজিয়ে তোলার কাজ জোরকদমে চলছে।

> মুখ্যমন্ত্রী জল্পেশে এলে পুজো দেবেন, বিভিন্ন মন্দির ঘুরে দেখবেন এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন।
>
> **বাপি গোস্বামী**
> রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, বিজেপি

তিস্তাঘাটে পুণ্যার্থীদের জন্য প্যান্ডেল তৈরির কাজ চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে সেজে উঠেছে উত্তরকন্যার পাশের রাস্তা। শুক্রবার। ছবি : সূত্রধর

'ঘুঘুর বাসা' ভাঙবে সিসি ক্যামেরা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার উত্তরবঙ্গের জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে সরব হয়েছেন। তাঁর তোপের মুখে পড়তে হয়েছে খোদ ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পাশাপাশি পুলিশকর্তাদের। কিন্তু কয়েকদিন ফাইলের ধুলো ঝাড়ার বাইরে তেমন কিছুই হয়নি। রাজ্যের ক্ষমতায় রং পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'দাওয়াই' সিসি ক্যামেরা। দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি রুখতে এবার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিটি স্তরে সিসি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। শুধু ক্যামেরা বসানো নয়, নজরদারি থাকবে নিয়মিত। শুক্রবার উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে প্রশাসনিক বৈঠকে এ ব্যাপারে বিশেষ আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টে সাধারণ মানুষকে নানাভাবে হয়রানি হতে হয়। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সিসি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মনিটরিংও করা হবে।'

কয়েক বছর আগে রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে রহস্যজনকভাবে জমি সংক্রান্ত প্রায় পাঁচ হাজার ফাইল উধাও হয়ে গিয়েছিল। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়েও শিলিগুড়ির সেবক রোডের এক ব্যক্তি তাঁর ফাইল না পাওয়ায় জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করায় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে প্রায় দু'বছর আগে। আদালতের নির্দেশে রাজ্য প্রশাসনকে তদন্তের জন্য সিট গঠনের নির্দেশ দেয় আদালত। তদন্ত শুরু করে সিট এখন পর্যন্ত মাঝিয়ালির রেভেনিউ ইনস্পেকটরের কার্যালয় থেকে এক হাজারের কিছুটা বেশি ফাইল উদ্ধার করেছে। বাকি ফাইল উদ্ধারের চেষ্টাও চলছে। এই ঘটনায় স্পষ্ট, ভূমি সংস্কার দপ্তরের দুর্নীতির শিকড় কতটা গভীরে। পাশাপাশি, প্রায়দিনই সামনে আসে ভুয়ো নথির জোরে জমি দখলের ঘটনা। অভিযোগ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরগুলি হয়ে উঠেছে জমি কেলেঙ্কারির 'ঘুঘুর বাসা'। বারবার এমন অভিযোগ ওঠায় একাধিকবার উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সরব হতে দেখা গিয়েছে মমতাকে। কাউকে রেয়াত করা হবে না, উত্তরকন্যা থেকে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে। কিন্তু কয়েকদিন চুপচাপ থাকার বাইরে তেমন কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। বরং ল্যান্ড মাফিয়াদের সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের 'ঘনিষ্ঠতা' বেড়েছে দিন-দিন। ওই জমি কারবারিদের একাংশ অবশ্য এখন বিজেপির ছাতার তলায় আসার চেষ্টা করছে। যা চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে। যদিও এখানকার বিধায়ক বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, 'একজন ল্যান্ড মাফিয়াকেও দলে নেওয়া হবে না। বিজেপির কেউ ওঁদের দলে নিয়ে আসার চেষ্টা করলে, তাঁদের বিরুদ্ধেও দল ব্যবস্থা নেবে।'

সিসি ক্যামেরা বসিয়ে কী ব্যবস্থা নেবে রাজ্য? প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে কারা নিয়মিত আসছেন, তাঁদের সঙ্গে দপ্তরের কারা কথা বলছেন, তা নজর রাখা হবে। কোনও ব্যক্তি যদি প্রায়দিনই দপ্তরে আসেন, তখন তাঁর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানা হবে, কেন তিনি আসেন? তাঁর সঙ্গে দপ্তরের যাঁদের সখ্য রয়েছে, তাঁদের সম্পর্কেও খোঁজ নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

- ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের প্রতিটি কার্যালয়ে বসছে সিসি ক্যামেরা, নিয়মিত চলবে নজরদারি
- দপ্তরে নিয়মিত যাঁরা আসেন, তাঁদের ওপর বিশেষ নজরদারি, নজরদারির আওতায় কর্মীরাও
- সাধারণ মানুষের হয়রানি ও জমি কেলেঙ্কারি রুখতে ক্যামেরার সিদ্ধান্ত রাজ্য প্রশাসনের

বাস দুর্ঘটনার তদন্ত থমকে

ব্ল্যাক বক্স নিয়ে আরও জটিলতা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : ময়নাগুড়ির ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট জমা না পড়ায় তদন্ত প্রক্রিয়া কার্যত থমকে রয়েছে। জলপাইগুড়ি পুলিশের পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) কাছে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য একের পর এক চিঠি ও ই-মেল পাঠানো হচ্ছে। তবে কবে এই রিপোর্ট জমা পড়বে, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিগমের কর্তারা আপাতত বড়সড়ো জাঁতাকলে পড়েছেন। ব্ল্যাক বক্সের প্রযুক্তিগত ত্রুটিই এক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ময়নাগুড়িতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত নিগমের সিএনজি বাসটির ব্ল্যাক বক্স থেকে মেমরি চিপ বের করে কম্পিউটারে পরীক্ষার পরেও এখনও পর্যন্ত তদন্তে কোনও কাজ হয়নি। সমস্যার সমাধানে নিগমের পক্ষ থেকে ব্ল্যাক বক্স প্রস্তুতকারী সংস্থাটিকে শহরে আসার অনুরোধ জানানো হয়েছিল। চলতি সপ্তাহের প্রথম দিকে তাদের আসার কথা থাকলেও তা হয়নি। উলটে ওই সংস্থাটির পক্ষ থেকে নতুন একটি নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির ব্ল্যাক বক্সটি অন্য একটি বাসে লাগিয়ে চালু করতে হবে। তবে তার আগে সেটিকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এই নির্দেশিকার পরেই নিগমের কর্তারা চরম বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। তাঁদের দাবি, সংশ্লিষ্ট সংস্থাটির পরামর্শেই তাঁরা ওই ব্ল্যাক বক্সটি অন্য বাসে লাগিয়ে সেটি চালুর চেষ্টা করেছিলেন। তবে সেই প্রচেষ্টা কাজে দেয়নি। এরপর ওই সংস্থার পরামর্শেই ব্ল্যাক বক্সটির চিপ বের করা হয়। এরপর ফের কেন ব্ল্যাক বক্সটিকে আবার আগের অবস্থায় ফেরানোর কথা বলা হচ্ছে তা নিগমের আধিকারিকদের একাংশের কাছে স্পষ্ট নয়। তাঁদেরই একজনের কথায়, 'ব্ল্যাক বক্স জিনিসটি এমনিতেই প্রচণ্ড জটিল। সেটি থেকে মেমরি চিপ বের করার বিষয়টি আরও জটিল। আর একবার সেই চিপ বের করার পর সেটিকে যদি আবার ওই ব্ল্যাক বক্সে ঢোকাতে হয় তবে সেটি খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।' এই বিষয়টি নিয়ে নিগমের আইটি সেলের কর্তারা খুবই সমস্যায় পড়েছেন। সংশ্লিষ্ট সংস্থার ভূমিকা নিয়েও তাঁদের অনেকের মনে প্রশ্ন উঠেছে। নিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'ব্ল্যাক বক্স নির্মাণকারী সংস্থাটির প্রতিনিধিদের এখানে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।'

যেভাবে সমস্যা হচ্ছে তাতে সংস্থাটিকে ব্ল্যাক লিস্ট করা হবে কি না বলেও প্রশ্ন জোরালো হয়েছে। নিগমের এক আধিকারিক অবশ্য বললেন, 'টেন্ডারের মাধ্যমে একটি সংস্থার কাছ থেকে বাস নেওয়া হচ্ছে। সেই সংস্থাটি অন্য নানা সংস্থার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে বাসটিতে লাগাচ্ছে। ফলে সরাসরি ব্ল্যাক বক্স নির্মাণকারী ওই সংস্থাকে ব্ল্যাক লিস্ট করা সম্ভব নয়।'

ক্ষতিপূরণ দিল রাজ্য

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাস দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারের হাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দিল রাজ্য সরকার। ২১ জুন কোচবিহারগামী বাসটি ময়নাগুড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনায় ছয়জন মারা যান এবং জখম হন বেশ কয়েকজন। ইতিমধ্যেই জখমদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে রাজ্য সরকার। ঘটনার দিনই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে ময়নাগুড়িতে পৌঁছেছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ও পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। মৃতদের পরিবারের পাশাপাশি সেদিন তাঁরা দেখা করেন জখমদের সঙ্গেও।

শুক্রবার উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকের আগে মৃতদের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ওইদিনের দুর্ঘটনায় স্বামী শ্যামলকুমার বর্মনকে হারিয়েছেন দিনহাটা-১ ব্লকের কবিতা বর্মন। এদিন মেয়ে শিবানীকে নিয়ে উত্তরকন্যায় এসেছিলেন তিনি। কবিতা বলেন, 'একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন স্বামী। তাঁর অবর্তমানে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে।'

এদিন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে আহত ১১ জনের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। আনন্দ রায়, তাপস বর্মনরা বলছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। চিকিৎসায় এই টাকা লাগবে। তবে, দুর্ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া জরুরি। দোষীরা শাস্তি পাক।' নিগম সূত্রে খবর, তালিকায় ৩০ জনের নাম থাকলেও বাকিরা অসুস্থ থাকায় আসতে পারেননি। পরবর্তীতে তাঁদের হাতেও ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হবে।

ব্যাকটিরিয়ার নামে ছোঁয়া শ্যামাপ্রসাদের

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৩ জুলাই : মাইক্রোমনোস্পরা শ্যামাপ্রসাদি। কি নামটা কানে কেমন যেন চেনা চেনা ঠেকছে তো? এটি একটি ব্যাকটিরিয়ার নাম। তুঁত গাছের মূলে থাকে। সদ্যই এর খোঁজ পেয়েছেন গবেষকরা। আর নামকরণে রয়েছে বাঙালি ছোঁয়া। 'শ্যামাপ্রসাদি'র শ্যামাপ্রসাদ অংশটুকু তো এসেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম থেকে। আর শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিনের প্রাক্কালে সদ্য খোঁজ পাওয়া ব্যাকটিরিয়ার এহেন নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে রায়গঞ্জের নাম।

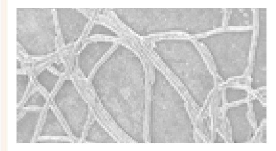

- শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত নতুন ব্যাকটিরিয়ার খোঁজ দিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা
- এই ব্যাকটিরিয়া থেকে কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক তৈরির আশা
- সেককোডের তরফে এই নামকরণে আনুষ্ঠানিকভাবে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে

কীভাবে? রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরিকালচার বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ অমিতকুমার মণ্ডল ও তাঁর টিম এই ব্যাকটিরিয়া খুঁজে পাওয়ার পেছনে এবং এর নামকরণের পেছনে রয়েছেন। দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে নিরলস গবেষণার পর অবশেষে তাঁরা এই সাফল্য পেয়েছেন।

আর এই নামকরণে সিলমোহর দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা সেককোড। এই প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী গবেষক দল।

কোথায় এতদিন 'লুকিয়েছিল' এই ব্যাকটিরিয়া? গবেষকরা জানিয়েছেন, তুঁত গাছের মূলের চারপাশের মাটির অংশ (রাইজোস্ফিয়ার) থেকে এই নতুন প্রজাতির ব্যাকটিরিয়াটিকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা। বিজ্ঞান মহলে 'মাইক্রোমনোস্পরা' গণটি বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ও জীবনদায়ী উৎসেচক তৈরির জন্য অত্যন্ত পরিচিত। ফলে আগামীদিনে চিকিৎসাক্ষেত্রে এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এই গবেষণায় অমিত ছাড়াও শামিল ছিলেন পঙ্কজ মণ্ডল, ঋত্বিক মণ্ডল, শুভজিৎ সাউ, দীপাঞ্জন দাস, রোহিণী থাপা ও সাগ্নিক গুহ। পাশাপাশি সেরিকালচার বিভাগের অধ্যাপক প্রদীপকুমার দাস মহাপাত্র, দেবনির্মাল্য গঙ্গোপাধ্যায়, আবদুল সাদাত, তন্ময় চৌধুরী এবং উপাচার্য ডঃ অর্ণব সেনের অবদানও অনস্বীকার্য। যে মাটি থেকে এই ব্যাকটিরিয়া মিলেছে, তার সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের মাটির গভীর আবেগের যোগসূত্র টেনেছেন প্রধান গবেষক অমিত। তাঁর কথায়, 'এই মাটি সেই মাটিকে প্রতিনিধিত্ব করে যা রক্ষার জন্য শ্যামাপ্রসাদ আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন।'

কমিটি গঠন

চোপড়া, ৩ জুলাই : ঘিরনিগাঁওয়ের গোপ চা বাগানে শুক্রবার কমিটি গঠন করল আইএনটিইউসি সমর্থিত নর্থ বেঙ্গল প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। ১৭ জনের ওই কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সজিরুল ইসলাম, সম্পাদক হয়েছেন খুরশেদ আলম। এদিনের কর্মসূচিতে সংগঠনের জেলা ও ব্লক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সুস্থ হচ্ছেন কলাকুমারী

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগরের বাসিন্দা কলাকুমারী দাস। পেটে ব্যথা ও বমির উপসর্গ নিয়ে ক'দিন আগে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। একই উপসর্গ থাকায় এক মেয়েকে জেলা হাসপাতালে এবং অন্য মেয়েকে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে দুই মেয়েকে বাঁচানো যায়নি। একসঙ্গে একই পরিবারের তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় এবং তার মধ্যে দুজন মারা যাওয়ায় চিন্তায় পড়ে যায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। বিষক্রিয়ার জেরেই তিনজন গুরুতর অসুস্থ হয় এবং তার মধ্যে দুজন মারা যায় বলে চিকিৎসকদের ধারণা। পরীক্ষার জন্য খাবারের নমুনা সংগ্রহ করলেও রিপোর্ট আসেনি। পাওয়া যায়নি মৃত দুই বোনের ময়নাতদন্তের রিপোর্টও। ফলে কী কারণে দুই বোনের মৃত্যু হল এবং অসুস্থ হলেন কলাকুমারী তা স্পষ্ট নয়। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষ বলেন, 'ওই মহিলা এখন অনেকটা সুস্থ। তাঁর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। কী কারণে মহিলা অসুস্থ হয়েছিলেন, তা বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।'

সরব কেপিপি

খড়িবাড়ি, ৩ জুলাই : খড়িবাড়ি হাটে সরকারি জমি জবরদখল করে বিক্রি এবং বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে শুক্রবার কামতাপুর পিপলস পার্টি (ইউ) খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি সংশ্লিষ্ট বিডিও, বিএলএলআরও এবং থানায় অভিযোগ দায়ের করল। খড়িবাড়ি বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য জেলা শাসককে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

দলের সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য দুর্লভ সিংহ বলেন, 'হাটের সরকারি জমি ক্রমাগত দখল করে বহুতল নির্মাণ করা হচ্ছে। জমি দখল হওয়ায় চাষিরা ফসল নিয়ে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর ব্যস্ত রাজ্য সড়কের উপর পসরা সাজিয়ে বসতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে চলাচলের পথ অবরুদ্ধ হচ্ছে।'

ধৃত আরও এক জমি মাফিয়া

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে তৎপর পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে পা রাখার প্রাক-মুহূর্তে বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সক্রিয় পুলিশ। রিঙ্কু সিং ও রাজেশ ওরাওঁ নামে ধৃত দুই জমি মাফিয়ার সূত্র ধরে আরও এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত পঙ্কজ তামাং দেবীডাঙ্গা বাজার এলাকার বাসিন্দা। ধৃত তিনজনকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে সমরনগরের মিলিটারি ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে বালিবোঝাই পাঁচটি ট্রাক সহ একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে নদীর ধার দিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় চালকদের গ্রেপ্তার করা যায়নি।

রাজ্যের মন্ত্রী তথা মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন সাফ বলেছেন, 'যারা তৃণমূল আমল থেকে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে এসেছে, তাদের কোনওভাবে রেয়াত করবে না বিজেপি সরকার। তিনজন জমি মাফিয়া গ্রেপ্তার হয়েছে। আরও হবে। যারা এতদিন জমি দখল করে এসেছে, তাদের প্রত্যেককেই গ্রেপ্তারির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

এদিকে সূত্রের খবর, ধৃত তিন 'জমি মাফিয়া' একটি চক্র হিসেবেই কাজ করতেন। র‍্যাশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত এক ব্যক্তির ফান্ডিংয়ে বেড়ে ওঠা ওই চক্রটি তৃণমূল আমলে ফুলেফেঁপে উঠেছিল। পাঁচকেলগুড়ি থেকে শুরু করে বারোঘরিয়া এলাকার ফাঁকা জমির মালিকদের কাছে চক্রটি রীতিমতো ত্রাস হয়ে উঠেছিল। এডিএসআর, বাগডোগরা অফিসকে হাতিয়ার করে একের পর এক জমি তারা দখল করেছে বলে অভিযোগ।

এডিএসআর, বাগডোগরা অফিসের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে যোগসাজশের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ওই জমি মাফিয়াদের মাথায় তৎকালীন শাসকদলের নেতাদের হাত ছিল বলেও বিভিন্ন সময় অভিযোগ উঠেছে। তবে কখনোই পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। রিঙ্কুকে যে অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই অভিযোগপত্রে তৃণমূল নেতাদের মদতের বিষয়টিও উল্লেখ করেছে অভিযোগকারী অটোমোবাইল সংস্থা।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে বারোঘরিয়ায় থাকা ১.৩৩ একর জমি দখলের চেষ্টা করেন রিঙ্কু ও তাঁর দলবল। তখন মাটিগাড়া থানায় সংস্থার পক্ষ থেকে অভিযোগও দায়ের হয়েছিল। পরবর্তীতে রিঙ্কু অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে পালটা ভুয়ো মামলা করেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। যদিও শেষপর্যন্ত ওই অটোমোবাইল সংস্থার পক্ষে রায় যায়। এর মধ্যে পালাবদলের পর ওই অটোমোবাইল সংস্থা নতুন করে গত মাসে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের পাশাপাশি সাংসদ রাজু বিস্ট, বিধায়ক শংকর ঘোষ সহ জেলা শাসক, এসডিও-র কাছে অভিযোগপত্রের কপি পাঠায়।

তারপর মাটিগাড়া থানার তরফে মূল অভিযুক্ত রিঙ্কুকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্য মামলায় অভিযোগকারী উত্তম প্রধান দাবি করেন, পাঁচকেলগুড়িতে থাকা তাঁদের জমি দুই বছর ধরে দখল করে রেখেছে চক্রটি। জমি দখলের নেপথ্যে রাজেশ ও তাঁর সঙ্গীরা মদত দিচ্ছেন। ওই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে রাজেশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে রাজেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গভীর রাতে তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে অন্যতম পঙ্কজকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আমরা চাষ করি আনন্দে...

শুক্রবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

অ্যাপের কারসাজিতে থমকে যাচ্ছে টোটো

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : একেই বোধহয় বলে 'একের মজা, অন্যের সাজা...!' শিলিগুড়ির পথে এখন ভয়ে ভয়ে গাড়ি নিয়ে বেরোতে হচ্ছে শহরের টোটোচালকদের। এমনকি, যাত্রীদেরও ভুগতে হচ্ছে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায়। টোটোয় চেপে শেষমেশ গন্তব্যে পৌঁছোতে পারবেন কি না, বুঝতে পারছেন না তাঁরা। আর এই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির গোড়ায় রয়েছে এক ধরনের বিটকেল অ্যাপের কারসাজি। ফলে মাঝরাস্তায় হঠাৎ থেমে যাচ্ছে টোটো। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ওই অ্যাপ 'ব্যান' করা হলেও স্বস্তি পাচ্ছেন না ভুক্তভোগীরা।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে ঠিক এইভাবেই মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন টোটোচালক মোমিনুল হক। তিনি বলেন, 'গত সোমবার এসএফ রোড ধরে যাওয়ার সময় মাঝরাস্তায় হঠাৎ টোটো বন্ধ হয়ে গেল। টোটোর ভেতর যাত্রীরা ছিল। পেছন থেকে যদি বাস কিংবা দ্রুতগতির কোনও গাড়ি চলে আসত, কী হত?'

এখন প্রশ্ন হল, ঠিক কীভাবে কাজ করে এই অ্যাপ? সাইবার অপরাধ থানার এক কর্তার কথায়, 'ব্লুটুথ অন করে এই অ্যাপের স্ক্যানারের মাধ্যমে আশপাশে চালু থাকা ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের খোঁজ করা হয়। এরপর কোনও পাস কোড ছাড়া ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে কানেক্ট করে মাইক্রোকন্ট্রোলারের কাছে ডেটা চাওয়া হয়। আর কানেক্ট হলেই অ্যাপের ডিসপ্লেতে দেখা যায় সেল ভোল্টেজ, টেম্পারেচার এবং ব্যাটারিতে মোট কত শতাংশ চার্জ রয়েছে। এরপর ইন্টারনাল ইলেক্ট্রিক সুইচ অফ করলেই থেমে যাচ্ছিল টোটো।'

এদিকে অভিযোগ, 'মজা'র ছলে এই অ্যাপকে যথেচ্ছ কাজে লাগিয়ে অহেতুক বিভ্রাট সৃষ্টি করছেন শহরের একদল তরুণ। এমনকি, এই নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে একাধিক রিলস, ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় এইভাবে মজা করার প্রবণতা আরও বাড়ছে। সেই ভাইরাল ভিডিও ছড়ানোর নেপথ্যে কে, তদন্ত শুরু করেছে সাইবার অপরাধ থানার পুলিশ। এদিকে, বুধবার টোটো থামিয়ে দেওয়ার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক তরুণকে পাকড়াও করে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে আসেন কয়েকজন। যদিও পরবর্তীতে ওই তরুণকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

আপাতদৃষ্টিতে অ্যাপ ব্যান করা হলেও টোটোচালক অমর দাস, আনিসুর রহমানরা বলছেন, এতে আমাদের আশঙ্কা দূর হচ্ছে না। কারণ, অতীতেও দেখা গিয়েছে, ব্যান হওয়া অ্যাপের অনুকরণে আরও অনেক অ্যাপ তৈরি হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার কড়াভাবে নজরদারি চালায় সেই অনুরোধ করব।

টোটোচালক বিপুল রায় হতাশার সুরে বলেন, 'গত শুক্রবার ভোরে অনেক কষ্টে এনজেপি থেকে যাত্রী নিয়ে হিলকার্ট রোডে আসছিলাম। এনটিএস মোড় আসতেই টোটো বন্ধ হয়ে গেল। যাত্রীরা রেগে নেমে গেলেন। উলটে টোটো ঠিক করতে গিয়ে আরও টাকা চলে গেল।' বছর ষাটের টোটোচালক নির্মল রায়ের অনুরোধ, 'বাড়িতে ছেলে অসুস্থ। টোটো চালিয়েই আমার সংসার চলে। এমনিতেই এখন ট্রাফিক পুলিশের বিধিনিষেধ রয়েছে। এর মধ্যে যদি রাস্তার মাঝে এ রকম কেউ করেন, তাহলে আমাদের বাঁচাই দায় হয়ে দাঁড়াবে।'

শিল্প টানতে শমীকের মুম্বই পাড়ি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের আগে সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং রাজ্যের জন্য ভারী লগ্নি আনা- এই দ্বিমুখী স্ট্র্যাটেজিতে নামল বঙ্গ বিজেপি। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের কর্পোরেট অলিন্দে বৈঠক করেন, অন্যদিকে দিল্লির ক্ষমতার অলিন্দে ঝোড়ো ব্যাটিং করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

মুম্বইয়ের হাই-প্রোফাইল বৈঠকে টেক্সটাইল, স্টিল, সেমিকন্ডাক্টর ও রিসাইক্লিং শিল্পের প্রায় ২৫ জন শীর্ষ শিল্পপতির সঙ্গে আলোচনা সারেন শমীক। অতীতে বাম-তৃণমূল জমানার তিক্ত অভিজ্ঞতায় বাংলা ছেড়ে চলে যাওয়া একাধিক পুঁজিপতিও এবার রাজ্যে ফিরতে সবুজ সংকেত দিয়েছেন। শমীক ভট্টাচার্য জানান, 'শুধু শিল্পের কথা বললেই শিল্প হয় না। তার জন্য সুস্পষ্ট নীতি, আস্থা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন।' রাজ্যে প্রায় ৭৮ হাজার নথিভুক্ত সংস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই বন্ধ কারখানার জট কাটিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি করার লক্ষ্যে শুক্রবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক সারেন রাজ্যের নতুন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। কেন্দ্রের 'ভারত উদ্যোগিক বিকাশ যোজনা' (ভব্য) প্রকল্পের অধীনে বিশেষ আর্থিক বরাদ্দের দাবি জানিয়ে তিনি দুটি বড় প্রজেক্ট জমা দেন। তাপস রায় বলেন, 'এবারই প্রথম এই ধরণের বাণিজ্য বৈঠকে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা হলো।' অন্যদিকে, একই দিনে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের সর্বভারতীয় বৈঠকে যোগ দিয়ে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ বিপুল কেন্দ্রীয় অর্থ দ্রুত খরচ করার রূপরেখা তৈরি করেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ।

পুরভোটের আগে খোলনলচে বদলে ফেলা হচ্ছে বিজেপি সংগঠনকেও। দিল্লিতে সুনীল বনসল ও ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে শমীক ভট্টাচার্যের বৈঠকের পর রাজ্য কমিটি থেকে জেলা ও মণ্ডল স্তরে ব্যাপক রদবদল এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। দলের মূল চালিকাশক্তি 'এক নেতা, এক পদ' নীতি এবার কার্যকর করতে চলেছে গেরুয়া শিবির। ফলে, সংগঠন সামলানোর পাশাপাশি যাঁরা বর্তমানে মন্ত্রী বা বিধায়ক পদের প্রশাসনিক দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের ডানা ছাঁটা হচ্ছে। বর্তমান কমিটিতে থাকা অগ্নিমিত্রা পল, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, নিশীথ প্রামাণিক, তাপস রায়, শঙ্কর ঘোষ এবং ড. ইন্দ্রনীল খাঁ প্রমুখদের জায়গায় আসতে চলেছে নতুন ও একনিষ্ঠ মুখ।

রাহুল-সাত্যকি টক্কর আদালতে

পুনে, ৩ জুলাই : সাভারকরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগে পুনের আদালতে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে চলা মানহানি মামলায় বয়ান রেকর্ড করলেন তাঁর নাতি সাত্যকি সাভারকর। বুধবার বিচারক অমল শিন্ডের এজলাসে সাত্যকি বলেন, 'সাভারকরের মুক্তি ক্ষমাভিক্ষায় নয়, বরং রাজনৈতিক চাপের ফলে হয়েছিল।' ২০২৩ সালে লন্ডনে দেওয়া রাহুলের এক ভাষণকে 'ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর' দাবি করে তিনি বলেন, 'সাভারকরের

সাভারকর মামলা

প্রকাশিত লেখায় মুসলিম ব্যক্তিকে নিগ্রহের কোনও বর্ণনা নেই।'

আন্দামানে দীর্ঘ কারাবাসের পর ১৯৩৭ সালে সাভারকরের মুক্তি প্রসঙ্গে ১৯২৩ সালের কাকিনাড়া অধিবেশন ও ১৯৩৭ সালের আইনসভার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন সাত্যকি। তিনি আদালতকে আরও বলেন, 'কংগ্রেস সক্রিয় হলে ভগত সিংয়ের ফাঁসিও হয়তো এড়ানো যেত।' বর্তমানে কংগ্রেস সাংসদের আইনজীবী মিলিন্দ পাওয়ার সাত্যকিকে জেরা করছেন। আগামী ৭ জুলাই ফের এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

অসুস্থ ধনকর

জয়পুর, ৩ জুলাই : গুরুতর অসুস্থ দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। জয়পুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। সূত্রের খবর, হৃদরোগে আক্রান্ত ধনকরের অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি হয় শুক্রবারই। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা দরকার। আপাতত চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল গঠন করে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ধনকরকে। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। গতবছর আচমকা উপরাষ্ট্রপতি পদে ইস্তফা দেন ধনকর। বিষয়টি নিয়ে সরব হন বিরোধীরা। যদিও ধনকর সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, অসুস্থতার কারণেই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন।

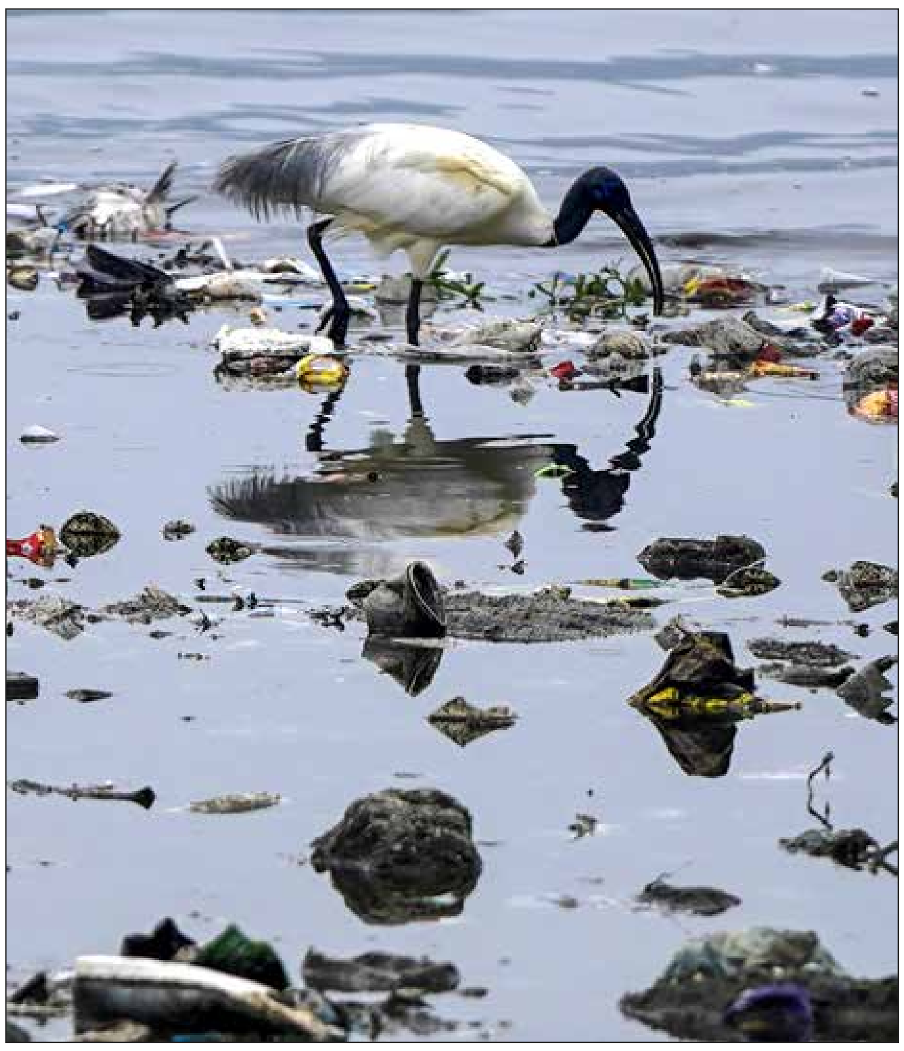

খাবারের সন্ধানে... শুক্রবার আজমেরের আনাসাগর লেকে।

তেহরানের ঢাল হয়ে দাঁড়াল খোদ আমেরিকা

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ৩ জুলাই : ইজরায়েল ও ইরানের সংঘাতের মাঝে এবার কার্যত তেহরানের ঢাল হয়ে দাঁড়াল আমেরিকা! ইরানি কূটনীতিকদের ওপর ইজরায়েলি হামলার প্রবল আশঙ্কায় এবার পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিকে, বিশেষ করে ইজরায়েলকে কড়া সতর্কবার্তা দিল ওয়াশিংটন। মার্কিন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকার মূল লক্ষ্য হলো তেহরানের সঙ্গে চলা বর্তমান যুদ্ধবিরতি ও শান্তি আলোচনাকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করা।

মার্কিন প্রশাসনের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি এবং পার্লামেন্টের স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ। হোয়াইট হাউসের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, ইজরায়েল যদি এই দুই শীর্ষ নেতাকে হত্যা করে, তবে এপ্রিলে শুরু হওয়া অন্তর্বর্তী শান্তি প্রক্রিয়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে এবং উপসাগরীয় এলাকায় নতুন করে ভয়াবহ যুদ্ধ বেঁধে যাবে। উল্লেখ্য, স্পিকার গালিবাফ ইতিমধ্যেই দু'বার ইজরায়েলি হামলার হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে ফিরেছেন।

এই ঘটনাপ্রবাহ মার্কিন ও ইজরায়েলি যুদ্ধনীতির মধ্যে এক বিশাল ফাটল প্রকাশ্যে এনেছে। ওয়াশিংটন যখন চুক্তির মাধ্যমে হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করতে এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তখন ইজরায়েল এই চুক্তিকে কার্যত 'বিপর্যয়' হিসেবে দেখছে। ইজরায়েলের মূল লক্ষ্য হামাস বা হিজবুল্লার মতো প্রক্সি বাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা এবং ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বকে নির্মূল করা। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন, বিশেষত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চান, শান্তি প্রক্রিয়া যেন তার স্বাভাবিক গতিতেই চলে। মার্কিন গোয়েন্দাদের চাপে পড়েই ইজরায়েল সাময়িকভাবে তাদের 'টার্গেট লিস্ট' থেকে এই দুই ইরানি নেতার নাম সরাতে বাধ্য হয়েছে। তবে ইরানও কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে, আলোচনা চলাকালীন আমেরিকা বা ইজরায়েল কোনো বিশ্বাসভঙ্গ করলে তার মারাত্মক ও চরম জবাব দেওয়া হবে।

৪ মাস পর খামেনেইয়ের শেষকৃত্য ইরানে

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইজরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেই। কিন্তু যুদ্ধকালীন চরম নিরাপত্তাহীনতার কারণে দীর্ঘ চার মাস তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে শুক্রবার থেকে তেহরানের গ্র্যান্ড মোসাল্লায় তাঁর দেহ সাধারণ মানুষের দর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। ধর্মীয় ও আইনি প্রোটোকল মেনে এতদিন হিমাগারে সুরক্ষিত ছিল তাঁর মৃতদেহ। আগামী বৃহস্পতিবার মাশহাদে কড়া নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তাঁকে কবরস্থ করা হবে।

গণতন্ত্র রক্ষার আর্জি সূর্য কান্তের কাছে

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : দেশে গণতন্ত্র আজ বিপন্ন—এই অভিযোগে সরব হয়ে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হল ২৩টি বিরোধী দল।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ তুলে প্রধান বিচারপতিকে আট পাতার একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠিয়েছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধি, অখিলেশ যাদব সহ বিরোধীরা। তাঁদের দাবি, ভোটার তালিকা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। চিঠিতে সই করেছেন এক নির্দল সাংসদও। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৭ লক্ষ ভোটারের নাম 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র অজুহাতে মুছে ফেলা হয়েছে।

এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষপাতদুষ্ট কার্যকলাপ থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার দায়িত্ব বিচারব্যবস্থার।' চিঠিতে শীর্ষনেতৃত্বের হুঁশিয়ারি, 'যখন সব মেকানিজম ব্যর্থ হয়, মানুষ তখন শেষ ভরসা হিসাবে বিচারবিভাগের কাছেই ফিরে আসে। সেখানেও সাড়া না মিললে তা প্রজাতন্ত্রের সম্পূর্ণ ভেঙে পড়াকেই ইঙ্গিত করবে।'

বিরোধীদের মূল অভিযোগ, কমিশন নিরপেক্ষতা হারিয়ে শাসকদল বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে মরিয়া। বিশেষত বিহার ও বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি ইভিএম নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

চারধাম যাত্রার আগে চলছে স্বচ্ছতা অভিযান। শুক্রবার যমুনোত্রী ধামে।

স্ত্রীকে জানাবেন না প্লিজ, আর্তি তরুণের

লা গুয়াইরা (ভেনেজুয়েলা), ৩ জুলাই : প্রাণের স্পন্দন বলতে স্রেফ দু'চোখের পাতাটুকু নড়ছিল তাঁর। ধ্বংসস্তূপের গভীরে জোরালো আলো ফেলার পর চোখের পাতা নড়তে দেখেই 'আছে আছে এখনও প্রাণ আছে' বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও উত্তেজনায় রাশ টেনে চুপ করে গেলেন উদ্ধারকারীরা। তারপর বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় পাহাড়প্রমাণ ইটপাথর সরিয়ে উদ্ধার করা হল ওই দু-চোখের মালিক তরুণ নিরাপত্তাকর্মী হার্নান আলবার্তো গিল ফ্লোরেসকে। টন টন কংক্রিটের অতলে দীর্ঘ আট দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেঁচে ফিরলেন ভেনেজুয়েলার তরুণ।

গত ২৪ জুন জোড়া ভূমিকম্পে তাসের ঘরের মতো ধসে পড়েছিল কাতিল লা মার শহরের 'গ্যালারিয়াস প্লায়া গ্রান্দে' শপিং মল। সেই মলের বেসমেন্টে আটকা পড়েছিলেন

আটদিন পর ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার

৪৩ বছরের এই নিরাপত্তারক্ষী। বৃহস্পতিবার ভোরে দীর্ঘ ১০০ ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানের পর তাঁকে জীবিত উদ্ধার করেন সাতটি দেশের বিশেষ উদ্ধারকারী দল।

অন্ধকার গহ্বর থেকে উদ্ধার হওয়ার সময় গিলের প্রথম আর্তি ছিল অবিশ্বাস্য। কোস্টারিকার রেড ক্রস সদস্য মিনইয়ার কোলাডোকে তিনি বলেন, 'দয়া করে স্ত্রীকে জানাবেন না আমি বেঁচে আছি। যদি শেষ পর্যন্ত ফিরতে না পারি, তবে ও সেই শোক সহ্য করতে পারবে না।' যদিও উদ্ধারকারীরা হাল ছাড়েননি। চিলির দমকলকর্মী মারিয়া পাজ ক্যাম্পোসের আশ্বস্ত করা গলার স্বর সুড়ঙ্গের ওপার থেকে গিলকে মানসিক জোর জুগিয়ে গিয়েছে প্রতিটি মুহূর্তে। বৃষ্টি আর আফটারশকের মধ্যে একটি সরু ছিদ্র দিয়ে গিলকে তরল খাবার পাঠিয়ে তিল তিল করে বাঁচিয়ে রাখা হয়। গিলের প্রাণ বেঁচেছে মূলত তাঁর ছোট সিকিউরিটি কেবিনটির কারণে। চারিদিকের কাঠামো ভেঙে পড়লেও কেবিনটি তাঁকে পিষে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

স্বামীর ফেরার খবরে দুই সন্তানের জননী গাসবিমার গঞ্জালেস বললেন, 'খবরটা শোনার পর যেন ঘোর অন্ধকারের মাঝে আলোর এক রেখা দেখতে পেলাম।' ধ্বংস আর মৃত্যুর মিছিলে গিলের এই মুক্তি এক অবিশ্বাস্য লড়াইয়ের মানবিক উপাখ্যান হয়ে রইল।

অন্তর্দ্বন্দ্ব এনসিপিআইয়ে

নবনীতা মণ্ডল

কাকলি-সায়নী টানাপোড়েন

ফাইল ছবি

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : হাতে আর মাত্র দুটো সপ্তাহ। তারপরই শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। অথচ তৃণমূলের ২০ জন সাংসদ দল ছেড়ে বেরিয়ে আনকোড়া 'এনসিপিআই'-এ যোগ দিলেও নতুন দলের অন্দরে শুরু হয়েছে ডামাডোল। লোকসভায় দলের রাশ কার হাতে থাকবে, কে হবেন দলনেতা আর কেই বা পাবেন চিফ হুইপের পদ, তা নিয়ে রাতাহাতি লোকসভার খাতায় ওজন বেড়ে যাওয়া দলের অন্দরে দড়ি টানাটানি চলছে।

লোকসভা সচিবালয় সূত্রে খবর, নতুন দল গঠন হলেও স্পিকারের দপ্তরে এখনও পর্যন্ত দলনেতা বা চিফ হুইপের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দিতে পারেনি এনসিপিআই। সংসদের নিয়ম অনুযায়ী, লিখিত তালিকা না দিলে সংসদীয় স্বীকৃতি মেলে না। দলের অন্দরের খবর, বিশেষ করে চিফ হুইপ পদটি কে পাবেন, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে মতপার্থক্য। জট কাটাতে আগামী সপ্তাহে সাংসদেরা বৈঠকে বসছেন ঠিকই, কিন্তু বরফ গলবে কি না, তা নিয়ে খোদ দলের ভেতরেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

নতুন দল ভাঙার পর সাংসদদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে তড়িঘড়ি 'ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গল' নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছিল। কিন্তু সূত্রের খবর, সেই গ্রুপে রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক আলোচনা তো দূর অস্ত, কার্যত শ্মশানের নীরবতা চলছে। এখানেই শেষ নয়, দলের অলিখিত সর্বেসর্বা হয়ে ওঠা কাকলি ঘোষ দস্তিদার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সমস্ত সাংসদকে সমাজমাধ্যমে দলের পক্ষে ঝড় তুলতে হবে। কিন্তু সেই নির্দেশে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন অধিকাংশ সাংসদ। কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শর্মিলা সরকার এবং শতাব্দী রায় ছাড়া বাকিদের এই নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে দলের অন্দরমহলে ক্ষোভের আগুন ধিকধিক করে জ্বলছে।

সবচেয়ে বিস্ফোরক তথ্যটি আসছে দিল্লির বিজেপি লবি থেকে। জানা গিয়েছে, দল ঘোষণার ঠিক আগে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে তৃণমূলত্যাগী সাংসদদের নিয়ে গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নিশিকান্ত দুবে। আর সেই বৈঠকেই নতুন দলে চিড় ধরেছে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, দলের রূপরেখা নিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন সায়নী ঘোষ। নতুন দলের নীতি, আদর্শ এবং সংসদে তাঁদের আসল অবস্থান কী হবে, সেই নিয়ে কাকলিকে একের পর এক চাঁছাছোলা প্রশ্ন করেন সায়নী। কিন্তু কাকলি দেবী কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় ক্ষুব্ধ সায়নী প্রশ্ন তোলেন, 'দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, সংসদে আমাদের অবস্থান কী হবে, সেটাই যদি স্পষ্ট না থাকে, তবে না জেনে আমরা কীভাবে এই দলে যোগ দিতে পারি?' দুই নেত্রীর এই তুমুল ঝগড়া দেখে উপস্থিত দুই বিজেপি হেভিওয়েট ভূপেন্দ্র যাদব ও নিশিকান্ত দুবে নাকি সোফায় বসে মুচকি হাসছিলেন।

সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে এনসিপিআই-এর সামনে এখন পাহাড়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। একদিকে দিল্লির দরবারে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করা, আর অন্যদিকে দলের ভেতরের এই আদি-নব্য কোন্দল সামাল দিয়ে একটা এককাট্টা সংসদীয় কাঠামো তৈরি করা। এখন দেখার, বাদল অধিবেশনের ময়দানে নামার আগে এই নতুন দল নিজেদের ঘর সামলাতে পারে, নাকি সংসদের শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ে।

পাকিস্তানে মৃত্যু ৪০ যাত্রীর

ইসলামাবাদ, ৩ জুলাই : ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল পাকিস্তান। শুক্রবার ভোরে একটি যাত্রীবোঝাই বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৭০-৮০ ফুট গভীর গিরিখাতে পড়ে যাওয়ায় অন্তত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছেন আরও আটজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে খাইবার পাখতুনখোয়া ও বালোচিস্তান প্রদেশের সীমানার কাছে অত্যন্ত দুর্গম এলাকা দানা সারে। পুলিশ সূত্রে খবর, বালোচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়ার

পেশোয়ারগামী ওই বাসটিতে মাঝরাস্তায় খারাপ হয়ে যাওয়া অন্য একটি বাসের যাত্রীরা উঠেছিলেন। ফলে বাসটিতে ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি যাত্রী ছিলেন। অতিরিক্ত গতিতে খাড়া পাহাড়ি রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময়ই চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এলাকাটি অত্যন্ত দুর্গম হওয়ায় উদ্ধারকাজেও চরম বেগ পেতে হয় প্রশাসনকে। পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে আহতদের দ্রুত ও সর্বোত্তম চিকিৎসার নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, বেহাল রাস্তা ও ট্রাফিক আইন না মানার কারণে পাকিস্তানে এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে।

রাম মন্দিরে চুরি শাস্তি দাবি সংঘের

অযোধ্যা, ৩ জুলাই : অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদান চুরির অভিযোগে তোলপাড় গোটা দেশ। বিজেপি নেতদের দেখে 'চোর চোর' ধ্বনি শুনতে হচ্ছে 'রাম-জন্মভূমি' অযোধ্যায়! এই আবহে আগামী ৬ জুলাই রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের বৈঠক ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। গত ২৫ জুন এফআইআর দায়ের ও গ্রেপ্তারি পর্বের পরই ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই এবং ট্রাস্টি অনিল মিশ্র পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। অভিযোগ, মন্দির পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকা এই দুই শীর্ষ কর্তার সঙ্গে আট অভিযুক্তের যোগসাজশ ছিল।

ইতিমধ্যেই আরএসএস-এর শীর্ষ নেতৃত্ব অযোধ্যায় পৌঁছতে শুরু করেছেন। চম্পত রাই কার্যত নিজেকে মন্দির চত্বরে গৃহবন্দি করে রেখেছেন। এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিয়ে দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছে আরএসএস। আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবেলে বলেন, 'এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা রামভক্তদের ভাবাবেগে গভীর আঘাত হেনেছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। এবং বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি)-এর তদন্ত নিরপেক্ষ ও দ্রুত সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।' তিনি দাবি করেন, এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে কিছু 'হিন্দু-বিরোধী ও দেশবিরোধী শক্তি' হিন্দু ধর্মকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করছে।

ট্রাস্টের নিয়ম অনুযায়ী, আজীবন সদস্যপদ পাওয়া কোনও ট্রাস্টিকে সরাতে গেলে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। সোমবারের

> এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা রামভক্তদের ভাবাবেগে গভীর আঘাত হেনেছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সুনিশ্চিত করতে হবে।
>
> দত্তাত্রেয় হোসাবেলে

বৈঠকেই এই পদত্যাগপত্রগুলির চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার কথা। কোটি কোটি ভক্তের আবেগের কেন্দ্রে এমন কেলেঙ্কারির পর এখন একটাই বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, এরপর কী? মন্দির পরিচালনার মূল দায়িত্বে থাকা এই দুই শীর্ষ কর্তার সঙ্গে আট অভিযুক্তের গভীর যোগসাজশ ছিল বলে তদন্তে উঠে আসছে।

রাম মন্দিরে চুরির এই ঘটনা নিয়ে বর্তমানে তীব্র রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে। এই ইস্যুতে মাঠে নেমেছে শিবসেনা-ইউবিটি এবং চুরির প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাজ্যজুড়ে 'রাম রক্ষা' কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন উদ্ধব ঠাকরে। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শুক্রবারও বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'এই চুরি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। আমরা জানি না কোথা থেকে আরও কত চুরি হয়েছে।'

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যোগী আদিত্যনাথ সরকার এতটাই অস্বস্তিতে যে, অভিযুক্তদের অবৈধ সম্পত্তির ওপর জেলা প্রশাসন বুলডোজার চালানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে। সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, পাঁচ অভিযুক্ত মোজা ও পোশাকের তলায় নগদ টাকার বান্ডিল লুকিয়ে পাচার করছে। পুলিশ ইতিমধ্যে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ও মূল্যবান সামগ্রী উদ্ধার করেছে এবং বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গত পাঁচ বছরের যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব ও নির্মাণ খরচের পুনরায় অডিটের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তে রাইয়ের প্রাক্তন গাড়িচালক তিনু যাদবের নাম চক্রের মূল কারিগর হিসেবে উঠে এসেছে। মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দাবি, বহু সতর্কবার্তা এড়িয়ে রাই তাঁর সহযোগীদের অন্ধভাবে ভরসা করেছিলেন।

বিজেপি নেতা কেশবপ্রসাদ মৌর্য অবশ্য এই চুরিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। চম্পতের দরাজ প্রশংসা করে তাঁর মন্তব্য, 'এই বিষয়ে অহেতুক জল ঘোলা করার অপচেষ্টা হচ্ছে!' অন্যদিকে চম্পত রাই জানিয়েছেন, 'অযোধ্যায় আমার সেবা সমাপ্ত। আর কলঙ্ক নিয়ে কাজ করতে চাই না।'

টেলিগ্রাম, সিগন্যালকে ইউজারনেম নোটিশ

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : হোয়াটসঅ্যাপের পর এবার টেলিগ্রাম এবং সিগন্যাল। ফোন নম্বর ছাড়াই মেসেজ করার জন্য ব্যবহৃত 'ইউজারনেম' ফিচারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দুই সংস্থাকে নোটিশ পাঠিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক।

সরকারি সূত্রে খবর, ইউজারনেম ফিচারের আড়ালে থেকে যেভাবে সাইবার অপরাধীরা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখছে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। কেন্দ্র টেলিগ্রামের কাছে জানতে চেয়েছে, কেন তাদের এই ইউজারনেম ফিচারটি চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হবে? অন্যদিকে, সিগন্যালের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, জালিয়াতি, ফিশিং এবং ভুয়ো পরিচয় দিয়ে প্রতারণা রুখতে তাদের প্ল্যাটফর্মে কী কী রক্ষাকবচ রয়েছে। এদিকে শুক্রবার ইনস্টাগ্রামের বিজ্ঞাপনে শিশুদের যৌন নিপীড়নমূলক কনটেন্ট (সিএসএএম) প্রচারের অভিযোগে মেটা কর্তৃপক্ষকে নোটিশ পাঠাতে তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো।

চলতি সপ্তাহেই মেটা-র মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপকে প্রস্তাবিত ইউজারনেম ফিচারের 'রোল-আউট' (প্রকাশ প্রক্রিয়া) সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্র। প্রশাসনের আশঙ্কা, ফোন নম্বর লুকিয়ে ইউজারনেমের মাধ্যমে যোগাযোগের সুযোগ থাকলে দেশে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট' এবং ব্যাংক জালিয়াতির মতো মারাত্মক সাইবার অপরাধ একলাফে বেড়ে যাবে। কোনও অপরাধ হলে অপরাধীকে ট্র্যাক করাও কঠিন হয়ে পড়বে।

হোয়াটসঅ্যাপের এই ফিচারটি এখনও পরীক্ষামূলক স্তরে থাকলেও টেলিগ্রাম ও সিগন্যালে এটি দীর্ঘদিন ধরে সচল রয়েছে। সম্প্রতি সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে জুনের মাঝামাঝি টেলিগ্রামকে ভারতে প্রায় এক সপ্তাহ নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ইউজারনেম বিতর্ক নিয়ে ফের কেন্দ্রের কোপে পড়ল মেসেজিং অ্যাপটি। তথ্যপ্রযুক্তি আইন মেনে গ্রাহকদের নিরাপত্তার স্বার্থে দুই সংস্থাকে দ্রুত নোটিশের জবাব দিতে বলেছে মোদি সরকার।

সুপ্রিম কোর্টে জামিন বহাল সোনমের

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : মেঘালয় হাইকোর্টের দেওয়া জামিন শুক্রবার বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। বাতিল করেনি। ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীর সঙ্গে বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীকে খুনের অভিযোগে মূল অভিযুক্ত হন স্ত্রী সোনম রঘুবংশী। পুলিশ সোনমকে গ্রেপ্তার করে। তাঁকে জেলে যেতে হয়। জেলে যাওয়ার পর তিনি জামিনের আবেদন করেন। নিম্ন আদালত সোনমকে জামিন দেয়। হাইকোর্ট তা বহাল রাখে। হাইকোর্টের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ আদালতে যায় মেঘালয় সরকার।

বিচারপতি এমএম সুন্দ্রেশ ও শীল নাগুর বেঞ্চ জানিয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের দেওয়া জামিনে স্থগিতাদেশ দিত। জামিন সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ের যুক্তি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে শীর্ষ আদালতের। কিন্তু সোনম ইতিমধ্যেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তাই তাঁর জামিন বাতিল করে তাঁকে পুনরায় জেলে পাঠাচ্ছে না সুপ্রিম কোর্ট। একজন অভিযুক্ত জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর খুব জোরালো কারণ ছাড়া শীর্ষ আদালত চট করে তা বাতিল করে না। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, অপরাধের গুরুত্ব বা অভিযোগের সত্যতা বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রমাণিত হবে। সোনম রঘুবংশীর জামিন বহাল রাখার অর্থ এই নয় যে, তিনি আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। সর্বোচ্চ আদালত মেঘালয় সরকারের আবেদন খারিজ করে দেয়নি। সোনমকে নোটিশ পাঠিয়ে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ৯ জুলাই।

সপ্ত সম্ভার

পাঁচদিনে মঞ্চস্থ সাত নাটক মন ভরাল দর্শকদের। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত পঞ্চম তরাই নাট্য উৎসবে উপস্থিত ছিলেন **ছন্দা দে মাহাতো**

আবেগঘন।। *পঞ্চম তরাই নাট্য উৎসবে মঞ্চস্থ 'চোর' নাটকের একটি দৃশ্য।*

এই বাংলায় হালুম এখনও বেঁচে আছে। একটা মেয়ে ডাকলে লক্ষ মেয়ে রাস্তায় নেমে রাত জাগে। লক্ষ কোটি মানুষ দড়ি ধরে টান মারলে রাজার মূর্তি ভেঙে খানখান হয়ে যায়। যাঁরা ভাবেন হালুম মরে গিয়েছে অথবা ঘুমিয়ে আছে, তাঁরা ঠিক ভাবেন না। আর এ কথাটাই কলকাতার এবং পজিটিভ নাট্যদলের শক্তিশালী প্রযোজনা 'হালুম জিন্দা হ্যায়'-তে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বাপ্পা।

এখনকার ঘটনার সঙ্গে মিল থাকলেও বাঘের গল্পটি আসলে অনেক পুরোনো। ১৯৬৩ সালের। প্রথম লেখেন মার্কিন নাট্যকার মুরে সিগ্যাল। তার ঠিক দু'বছর পর সিগ্যালের নাটকের ছায়া নিয়ে ১৯৬৫ সালে এই নাটকটি বাংলায় রূপান্তর করেন বাদল সরকার। আর তার ছায়া নিয়ে বাপ্পার সামগ্রিক পরিকল্পনায় এবং পজিটিভ নাট্যদলের নাটক 'হালুম জিন্দা হ্যায়'।

তৃপ্তি মিত্র জন্মশতবর্ষ স্মরণে সম্প্রতি এই নাটক আয়োজিত হল শিলিগুড়ি বাজার ওপেন সিক্রেটের আয়োজনে পঞ্চম তরাই নাট্য উৎসবে। দীনবন্ধু মঞ্চে বসেছিল এই উৎসবের আসর। আধুনিক পুনর্নির্মাণে এই নাটক দেখিয়েছে কীভাবে দেশ ও কালের সীমানা অতিক্রম করে একটি নাটক এখনও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে। আর হৃদয়ে ধাক্কা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে শিকার হিসেবে যাকে দেখা হয়, সেও একদিন শিকারি হয়ে উঠতে পারে। আর শিকারিও কখনো-কখনো শিকার হয়ে যেতে পারে।

এই নাটকে মনে দাগ ফেলার মতো জমাট অভিনয়ের জন্য নিঃসন্দেহে প্রশংসা পেতে পারেন রজতাভ দত্ত এবং বিন্দিয়া ঘোষ।

নাট্য উৎসবের উদ্বোধনী দিনে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস। বিভিন্ন দিনে সংবর্ধিত হন নাট্যব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়, পর্যটনমন্ত্রী ডঃ শংকর ঘোষ, প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব, উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, অধ্যাপক সঞ্জীবন দত্ত রায়, ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়, চিরঞ্জীব সূত্রধর প্রমুখ। ডঃ দৃপ্তা চক্রবর্তী ও তাঁর সহশিল্পীরা সলিল চৌধুরীর 'ও আলোর পথযাত্রী' গানের সঙ্গে একটি দৃষ্টিনন্দন নৃত্যবিন্যাস পরিবেশন করেন। আর এর মধ্যে দিয়েই উৎসবের সূচনা হয়।

কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গের মঞ্চ সফল প্রযোজনার মধ্যে এবার এই উৎসবে পাঁচদিনে সাতটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। ছিল দেবদূত ঘোষের অভিনয় পরিচালনা ও সম্পাদনায় কলকাতা রঙ্গপটের 'নোনা জল'। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয়ে ছিলেন সীমা মুখোপাধ্যায়। এক বিশেষ ভূমিকায় অতিথিশিল্পী হিসাবে ওপেন সিক্রেটের শিশুশিল্পী দীপ্রোজিৎ সকলের নজর কাড়ে।

একজন সৎ ও সাহসী জুনিয়ার ডাক্তার যে বাংলার ঘুণে ধরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে পালটাতে পারেন না তা দেখিয়েছে কোচবিহার কম্পাসের প্রযোজনা 'সিস্টেম'। গল্পসূত্র অভিজিৎ তরফদারের, পরিচালনা ও নাটক দেবব্রত আচার্যের। টিমওয়ার্ক খুব ভালো। নিজের ভেতরে তাকিয়ে মেয়েদের নিজেকে খুঁজে নেওয়ার নাটক 'গোপালের মা'। প্রযোজনা শিলিগুড়ির উত্তাল, আর পরিচালনায় ছিলেন পলক চক্রবর্তী। অভিনয়ে নজর কেড়েছেন চার মহিলা চরিত্রই। কলকাতার তারকাখচিত বহু আলোচিত দুই মঞ্চ সফল প্রযোজনা ছিল প্রাচ্য কলকাতার প্রযোজনা 'ক্যালিগুলা'। পরিচালনা বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্য অভিনয়ে ছিলেন গৌতম হালদার। স্যামুয়েল বেকেটের বিশ্বখ্যাত অ্যাবসার্ডধর্মী নাটক ওয়েটিং ফর গোডো নিয়ে থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনা 'গদাইবাবু আসছেন'। নাটক রূপান্তর ও নির্দেশনা অশোক মুখোপাধ্যায়। নাটক এককথায় মঞ্চে জমে ক্ষীর।

কলকাতার দিকপাল নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই উৎসবে দাপটে নাটক করেছে আয়োজক সংস্থা ওপেন সিক্রেটও। তাদের প্রযোজনা ছিল পল্লব বসুর পরিচালনায় রতনকুমার দাসের নাটক 'চোর'। এই নাটকে হাসি আছে, মজা আছে বিনোদন আছে। আর তার সঙ্গে আছে সমাজ বাস্তবতার বিশ্লেষণ। প্রশ্ন তোলা হয়েছে আমরা কে চোর নই? মঞ্চে অভিনয়ে এবং নেপথ্য কর্মে শিল্পীরা যেন নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন। পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অরূপ রতন রায়ের সাবলীল অভিনয় নাটকের গতিকে থমকে দাঁড়াতে দেয়নি। বিধায়কের চরিত্রে শংকর ঘোষ এবং বিরোধী নেতার ভূমিকায় জয়দীপ বড়াল ছিলেন মানানসই। অন্যদিকে, কনস্টেবলের চলনে-বলনে শুভ্র চক্রবর্তী প্রকৃত চরিত্রের দাবি মিটিয়েছেন। আর খুদে শিল্পী উদিসা বসুর উজ্জ্বল পদচারণাও দর্শককে তৃপ্ত করেছে। সব মিলিয়ে বিনোদন আর বার্তায় একটি জমজমাট প্রযোজনা। আর উৎসবে দর্শকদের একটাই দ্বিধা ছিল, কাকে ছেড়ে কাকে দেখব।

সাহিত্য সভা

কিছুদিন আগে কোচবিহারে গৌরাঙ্গ সিনহার বাসভবনে 'আজকের অনুভব' উত্তরবঙ্গ শাখার ১৬১তম মাসিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হল। মূলত ১৯ মে-র ভাষা শহিদদের স্মরণে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ বাসুদেব রায়। অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষার অবক্ষয় রোধ ও ভাষা রক্ষার্থে আমাদের দায়বদ্ধতা নিয়ে আলোচনা ও কবিতা পাঠ করা হয়। গৌরাঙ্গ সিনহার সঞ্চালনায় সভায় ভবেশ দাস, সর্বাশিসকুমার পাল, দুলাল দত্ত, আবদুল মতিন আহমেদ, শুভাশিস নাগ ও ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। *–সম্পা পাল*

সম্মেলন

মালদা শহরের নেতাজি মোড়ের সমবায় ভবনে সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সৌহার্দ্য'-র পঞ্চম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সুনীল সরকারের উদ্বোধনে এবং প্রধান অতিথি মধুমিতা কর্মকারের উপস্থিতিতে উদযাপিত হল। সভায় বিবিধ প্রতিবেদন পেশ সহ সুস্থ সংস্কৃতি, মানবসেবা ও পরিবেশ রক্ষার তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। শিখা ঘোষ, কুন্তল দাস, আর্দ্র, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, সন্তু রায় সহ বারো জনের পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। *–সৌকর্য সোম*

বইটই

নজরে বঙ্কিম

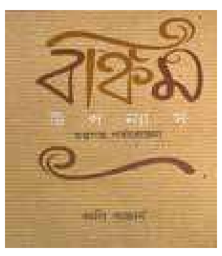

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত সমস্ত উপন্যাসের সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। তাঁর কলম আমাদের মুগ্ধ করে। সেই লেখালেখি কতটা আমাদের প্রাণ ছুঁয়ে যায় তা অলি আচার্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। লিখেছেন **বঙ্কিম উপন্যাস তত্ত্বগত পর্যালোচনা**। অলি কোচবিহারের বাসিন্দা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। ইউজিসি জার্নাল সহ নানা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেছেন। ২০২২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই 'অনিতা অগ্নিহোত্রীর ছোটোগল্প : বয়ানে ও বয়নে'। বঙ্কিম সাহিত্য তাঁর প্রাণপ্রিয়। অলির এই বইয়ের পাতায় পাতায় সেই ভালোবাসারই নিঃস্বার্থ ছোঁয়া ছড়িয়ে। বঙ্কিমের উপন্যাসে কাব্যধর্মিতা, নারীর ভাষা, চিত্রকল্পের মতো বিভিন্ন ধারা ছোঁয়ার এই প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসনীয়।

কৃষির খুঁটিনাটি

বিজ্ঞানের সামাজিক ইতিহাসের ধারায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন সাত্বিক চক্রবর্তীর **ব্রিটিশ বাংলায় কৃষিবিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান ও পরীক্ষানিরীক্ষা**। উনবিংশ ও বিংশ শতকে ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় কৃষিবিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষার ধারাবাহিক ইতিহাস মহাফেজখানার সমৃদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৮২০ সালে উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে 'অ্যাগ্রি অ্যান্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ পর্যন্ত সময়কাল বইটিতে বিস্তৃত। বিবিধ পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র, ব্রিটিশ কৃষিনীতি, উন্নত কৃষিযন্ত্র, সার, সেচ ব্যবস্থা এবং পশু চিকিৎসা গবেষণার পাশাপাশি কৃষিশিক্ষা, প্রদর্শনী ও মেলার ভূমিকা এতে বিশদে আলোচিত। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক পরীক্ষানিরীক্ষার মূল্যবান প্রসঙ্গটি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের গবেষক তথা সাধারণ পাঠকদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে সাহায্য করবে।

অনন্য।। *জলপাইগুড়িতে আয়োজিত 'কল্পতরু ২০২৬' সাংস্কৃতিক উৎসবের একটি মুহূর্ত।*

কল্পতরুর নূপুরধ্বনি

জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী সরোজেন্দ্রদেব রায়কত কলাকেন্দ্রে সম্প্রতি উদযাপিত হল 'কল্পদীপ' ও 'সুর ছন্দম'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত নবম বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব 'কল্পতরু ২০২৬'। প্রদীপ প্রজ্বলন করে এই নান্দনিক উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ ওমপ্রকাশ ভারতী, ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, রাজ বসু, উদয় দাস, ডিপি আগরওয়াল সহ বিশিষ্ট গুণীজন।

উৎসবের প্রথমার্ধে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, ময়নাগুড়ি ও হলদিবাড়ির প্রায় ৯০ জন শিক্ষার্থীর মনোজ্ঞ ওড়িশি নৃত্যশৈলী দর্শকদের মন জয় করে নেয়। এই রজনীর মূল আকর্ষণ ছিল দিল্লি থেকে আগত প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গুরু কবিতা দ্বিবেদীর ওড়িশি নৃত্য এবং কলকাতার গুরু সঞ্চিতা চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশনা। এছাড়াও জলপাইগুড়ি সৃষ্টি মাইম ও কল্পদীপের যৌথ প্রযোজনা 'জার্নি' এবং ওড়িশি নৃত্যের আঙ্গিকে রামায়ণের সাবলীল উপস্থাপনা ছিল দেখার মতো।

নৃত্যগুরু পৌষালি মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে এই বছর 'গুরু পৌষালি মুখার্জী প্রতিভা পুরস্কার' তুলে দেওয়া হয় পাখোয়াজবাদনে শিলিগুড়ির অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ওড়িশি নৃত্যে ভুবনেশ্বরের মিলনী মোহান্তির হাতে। দ্বিতীয় পর্বে অরিজিতের পাখোয়াজবাদন ও মিলনীর নৃত্যাভিনয় সকলকে মোহিত করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সুন্দর পরিকল্পনা করেছিলেন ডঃ পম্পি পাল। কলকাতার বরুণ করের চমৎকার আলোকসম্পাত ও শ্রী মানস ভৌমিকের কুশলী সঞ্চালনায় মুগ্ধ পাঁচ শতাধিক দর্শক এই মনোগ্রাহী মহোৎসব প্রাণভরে উপভোগ করেন। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

রবি-গানের সাগরে ডুব

রবীন্দ্র-গানে রত্নখনির সন্ধান দিল মিত্র সম্মিলনী। কবির পূজা পর্যায়ের গান 'শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন/ এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন...' যখন মঞ্চে মর্মস্পর্শী আধ্যাত্মিক চেতনার আবেশ ছড়াচ্ছিল তখন বোঝা যাচ্ছিল শিল্পী বোধের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে নিয়ে মঞ্চে উঠেছেন। রবীন্দ্রসংগীত তো আমরা কতই শুনি। কিন্তু এমন হৃদয় নিংড়ানো আবেদন তাতে থাকে কই? শিল্পীরা ছিলেন মধুরিমা পাল এবং দেবাঙ্গনা বিশ্বাস। তাঁরা দুজনেই উত্তরবঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের জাত জহুরি সুমিতা মজুমদারের শিষ্যা। মিত্র সম্মিলনীর তিনদিনের কবিপ্রণাম সমারোহের পুরস্কার বিতরণী সমারোহে শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত সাগরে ডুব দিয়ে তুলে আনছিলেন একেকটি অনুভব। তাঁরা পরপর সাতটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে রবি কবির বিভিন্ন ভাবনার সমুদ্রে শ্রোতাদের অবগাহন করান। তবলায় ছিলেন অর্ঘ্য ভট্টাচার্য ও কিবোর্ডে দেবজ্যোতি সরকার। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বয়সভিত্তিক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা দিয়ে।

স্বাগত ভাষণ দিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য। চার বিভাগের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে ছিলেন ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল, ছন্দা দে মাহাতো, পার্থপ্রতিম মিত্র, অতসী রায়, ডাঃ অরুময় চক্রবর্তী, দিপালী চক্রবর্তী, সোমা ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা দাস ও অরিন্দম সান্যাল। দ্বিতীয় দিন ছিল বয়সভিত্তিক রবীন্দ্রসংগীত প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা হয় তিনটি পর্বে। বিচারক হিসেবে ছিলেন সুরূপা ঘোষ, দেবরূপা সাহা ও মধুরিমা পাল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণদের পাশাপাশি আবৃত্তি বিভাগের সকল শিশুশিল্পীকেই পুরস্কৃত করা হয়। এই পুরস্কার বিতরণ সমারোহে সংস্থার সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য ছাড়াও ছিলেন সুদীপ রাহা, প্রদীপ দে, অংশুমান ভট্টাচার্য, অমলেন্দু রাহা, অপরাজিতা ভট্টাচার্য, সোমা রায় চৌধুরী, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, কিরণ মজুমদার সহ আরও অনেকে। *–নিজস্ব প্রতিনিধি*

পাঁচে পাঁচ

ব্রাত্যসেনা প্রযোজিত নাটক 'পুশব্যাক'।

কিছুদিন আগে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল 'ব্রাত্যসেনা' আয়োজিত বিশেষ নাট্যোৎসব। দু'দিনের এই আয়োজনে দর্শকদের উপহার দেওয়া হয় পাঁচটি নাটক। প্রথম দিনে কলকাতা শূদ্রক নিবেদন করে দেবাশিস মজুমদারের রচনা ও নির্দেশনায় 'মরচে পড়া আলো' এবং বহরমপুর প্রান্তিক মঞ্চস্থ করে তমোজিৎ রায়ের 'স্ত্রীর e পত্র'। দ্বিতীয় দিনে কাঁটাতারের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আয়োজক সংস্থার নাটক 'পুশব্যাক' পরিবেশিত হয়। তমোজিৎ রায়ের রচনা ও নির্দেশনায় এতে অভিনয় করেন পায়েল পাল, শুভঙ্কর দে, আদৃজ পাল, সুদীপা সরকার, বিজন পণ্ডিত ও সন্দীপন কার্জি। উৎসবের অন্যান্য আকর্ষণ ছিল জলপাইগুড়ি কলাকুশলীর 'অংশত মহাভারত' এবং আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রীর প্রযোজনা 'জীয়লমাটি'। *- নীলাদ্রি বিশ্বাস*

রবীন্দ্র-নজরুল

শিলিগুড়ির উত্তাল নাট্যগৃহে ক'দিন আগে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ও আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে 'রবীন্দ্র-নজরুল' স্মরণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন মৈত্রেয়ী বিশ্বাস, যূথিকা গঙ্গোপাধ্যায়, নিকিতা দে, সুরশ্রী গুহ ও ববিতা রায়। আবৃত্তি করে শোনান কাঞ্চনময় ভট্টাচার্য, অভিজিৎ মজুমদার, বনশ্রী ঘোষ ও শ্রেয়া দত্ত। দুই কবির জীবনচেতনায় আলোকপাত করেন উত্তালের নির্দেশক পলক চক্রবর্তী। সঞ্চালনায় শুভম চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য মনে রেখে ছোট ছোট কথায় দুই কবির জীবন এবং তাঁদের সময়কালের চর্চা দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরে সাবলীলভাবে অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যান।

অন্যদিকে, কল্লোল সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগেও সম্প্রতি রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা হয়ে গেল। সংস্থার শিল্পী এবং আমন্ত্রিত শিল্পীদের নাচ, গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে অনুষ্ঠান জমে ওঠে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সভাপতি বাসুদেব ঘোষ স্বাগত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন এবং সমাপ্তি ঘোষণা করেন সংস্থার সম্পাদক তুষার মিত্র। *- নিজস্ব প্রতিবেদন*

কবি স্মরণ

কোচবিহার স্টুডেন্টস হেলথ হোমের সভাকক্ষে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্মরণ করল সুর তরঙ্গ মিউজিক অ্যাকাডেমি এবং হাওয়াইয়ান গিটারিস্ট অফ কোচবিহার। হাওয়াইয়ান গিটারে সুরের ঝংকার তোলেন সাথী চৌধুরী, দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, দেবল মুখোপাধ্যায়, শৌনক দাস, সন্দীপা ঈশোর, শীলা চক্রবর্তী ও রমা পাল। আবৃত্তি করেন রুমা রায়, সৌমী চক্রবর্তী, গৌতমী ভট্টাচার্য ও শুভাশিস নাগ। সংগীত পরিবেশন করেন সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা ঘোষ, সুনন্দিতা সরকার ও অদ্রিজা ঘোষ। তালবাদ্যে ছিলেন সমীর দেব এবং পারকাশনে মলয় ঘোষ। গৌতমী ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটির সামগ্রিক পরিচালনায় ছিলেন দেবকুমার চক্রবর্তী ও সুর তরঙ্গের অধ্যক্ষা রুমা চক্রবর্তী। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

বাচিক আসর

সম্প্রতি এক বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যায় ইসলামপুরের আশ্রমপাড়ার পাল ভবনে সুর আর বাচনের মায়াজাল তৈরি হল। উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দিনাজপুর ও মালদা জোনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই বিশেষ বৈঠকি আড্ডায় প্রাণের স্পন্দন ছিল স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তাপস দাসের স্বাগত ভাষণে উঠে আসে সংগঠনের দীর্ঘ পথ চলা ও বাচিকশিল্পের নান্দনিক দিক। অর্পিতা দত্তের সুললিত গানে সূচনা হয় অনুষ্ঠানের। পরবর্তীতে অঞ্জনা দাস, মৃদুলা শিকদার, মঞ্জরী পাল ধর, মিলি চক্রবর্তী, ফিরোজা বানু, মিঠুন দত্ত ও অনিন্দিতা বিশ্বাসের একক আবৃত্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। সুশান্ত নন্দীর স্বরচিত ছড়ায় আসর জমে ওঠে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মিঠুন দত্ত। *–সুরমা রানি*

নারী দর্পণ

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় বইবাগানে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল 'আলোর দিশা'-র ৩১তম অধিবেশন। সমাজে নারীর অবস্থান, সামাজিক বিধিনিষেধ ও নির্যাতনের নানা দিক নিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা হয় দেবলীনা পালের গানে। এরপর সংগীত পরিবেশন করেন পারমিতা গুহ ও মণিশংকর সান্যাল। অনুষ্ঠানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ সুদর্শনা সেন 'মেয়ে জীবন ও সমাজ' শীর্ষক একটি চিন্তোদ্দীপক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই বিষয়ের ওপর আলোচনা করে আসর সমৃদ্ধ করেন জুমেলী সরকার, রুনা লায়লা, প্রীতিলেখা দে, ডাঃ অসীম শর্মা, স্বরাজ বারিক, ডঃ অধীর সরকার, প্রবীর রায়, হরিমোহন মণ্ডল, সঞ্জয় রায়, মণিশংকর সান্যাল, দুলাল ভদ্র এবং সব্যসাচী মজুমদার। দুলাল ভদ্রের কুশলী সঞ্চালনায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সব্যসাচী মজুমদার। *–সৌকর্য সোম*

বর্ষামঙ্গল

সম্প্রতি শিলিগুড়ির কলেজপাড়ার এক টি শপে তরুণ কবিদের আড্ডায় ফিরে আসে বৃষ্টির নস্টালজিয়া। অরিন্দম ঘোষের আয়োজিত 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠানে বৃষ্টির রোমান্টিসিজম ও স্মৃতিচারণায় অংশ নেন তিতীর্ষা জোয়াদার, সৌরভ মজুমদার, পঙ্কজ ঘোষ, শুভ্রদীপ রায়, উজ্জ্বল বর্মন, শাশ্বত ভট্টাচার্য ও সায়নিতা। গ্রিন টি-র কাপে চুমুক দিয়ে চলে বর্ষার আখ্যান। দ্বিতীয় পর্বে স্বকীয় কবিতাপাঠে মুগ্ধ করেন কবিরা। বর্ষার স্মৃতি ও কবিতাময় ছন্দে শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক বিকেলে এক অনন্য মেলবন্ধন তৈরি হল। সুচারু সঞ্চালনায় ছিলেন অরিন্দম। *–সম্পা পাল*

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

কিছুদিন আগে মালদা টাউন হলে এক মনোজ্ঞ সাহিত্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কবি ও শিক্ষিকা তনুশ্রী ঘোষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নিঃশব্দে অন্তরে একা' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল। স্মৃতি, শূন্যতা, একাকিত্ব ও মানবমনের গভীর অনুভূতিকে কেন্দ্র করে রচিত এই কাব্যগ্রন্থটি উপস্থিত সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শক্তিপদ পাত্র এবং অনুরাধা কুণ্ডা উপস্থিত ছিলেন। *–সৌকর্য সোম*

যোগের জাগরণ

ছন্দোবদ্ধ।। *কোচবিহার জেলা পরিষদের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে সৃষ্টি অ্যাকাডেমির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।*

সম্প্রতি কোচবিহার জেলা পরিষদের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সৃষ্টি অ্যাকাডেমির বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সান্ধ্যকালীন এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল যোগচর্চার মাধ্যমে সুস্থ ও সচেতন জীবনযাপনের বার্তা তুলে ধরা। অ্যাকাডেমির কর্ণধার শ্রেয়সীর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ৭২ বছর বয়সি শিবানী ভট্টাচার্যের যোগাসন পরিবেশন উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন হাঁটতে অক্ষম থাকা পারমিতা চক্রবর্তীর যোগ পরিবেশনও সকলকে বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত করে। তাঁর এই অসাধারণ উপস্থাপনা অডিটোরিয়ামে উপস্থিত দর্শকদের করতালিতে মুখরিত করে তোলে।

সৃষ্টি অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য ও যোগ পরিবেশনের পাশাপাশি শতকণ্ঠ পরিবারের শিল্পীদের সংগীতানুষ্ঠান অডিটোরিয়ামকে প্রাণবন্ত করে তোলে। অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান থেকে সকলের উদ্দেশে বার্তা দেওয়া হয়— 'যোগ করুন, সুস্থ থাকুন।' সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য নিয়মিত যোগচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে অনুষ্ঠানে ইতি। *–অপর্ণা গুহ রায়*

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

ছাদের হোর্ডিং খুলতেও অভিযান

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : পুরনিগমকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরের কোথাও গড়ে উঠছে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ। কোথাও গড়ে উঠেছে রুফটপ রেস্তোরাঁ। কোথাও আবার নিয়ম না মেনেই বহুতলের ছাদে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং বসানো হয়েছে। এই নিয়ম ভাঙার খেলায় এবার প্রশাসক-পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম ইতি টানতে চাইছে। অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হলেও রুফটপ রেস্তোরাঁ বা বহুতলের ছাদে বসানো অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য ছিল না। তবে শুক্রবার পুর কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করেছে, শহরজুড়ে গজিয়ে ওঠা রুফটপ রেস্তোরাঁ এবং বহুতলের ছাদে বসানো অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হবে। এক পুর আধিকারিক বলেন, 'রুফটপ রেস্তোরাঁগুলি চিহ্নিত করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে বহুতলের ছাদে বসানো অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধেও নোটিশ জারি করা হবে।'

শহর শিলিগুড়ির জংশন সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে থানা মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় রুফটপ রেস্তোরাঁ রয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, সব মিলিয়ে ১৫টির বেশি রুফটপ রেস্তোরাঁ রয়েছে শহরে। অভিযোগ, ওই রুফটপ রেস্তোরাঁগুলিতে আপৎকালীন দরজা থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, কিছুই নেই। এবার পুর কর্তৃপক্ষের তরফে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি হিসেবে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা রুফটপ রেস্তোরাঁগুলিকে চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, শহরের বিভিন্ন এলাকায় বহুতলের ছাদে থাকা বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, দার্জিলিং মোড় এলাকা থেকে শুরু করে শহরের নানা প্রান্ত এ ধরনের অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংয়ে ছেয়ে গিয়েছে। যার জেরে দৃশ্য দূষণ ও বিপদের ঝুঁকিও ক্রমশ বাড়ছে। সেইসঙ্গে রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগও উঠছে। পুরকর্তারা জানাচ্ছেন, অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংগুলি শীঘ্রই খুলে ফেলা হবে। তবে কোনও ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বহুতলের ছাদে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং বসানোর জন্য পুরনিগমে আবেদন করা থাকলে তা বিবেচনা করে দেখা হবে। সব দিক খতিয়ে দেখে অনুমোদন দেওয়া হতে পারে। তবে, এতদিন অনুমতি ছাড়া বহুতলের ছাদে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং লাগানোর অভিযোগে অবশ্য জরিমানা আদায় করা হবে।

রাস্তার ধারে থাকা অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিংও সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। এদিন শহরের সেবক রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে এমন প্রায় ২০টি বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গ-এর রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী নাট্যোৎসবের সমাপ্তি আজ। মঞ্চস্থ হবে উদ্যোক্তা সংস্থার নাটক 'একটি অবাস্তব গল্প'। রচনা বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্দেশনা প্রদীপ দাস মুসাফিরের। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে দীনবন্ধু মঞ্চে।

সচেতনতা কোথায়, কবে ফিরবে হুঁশ?

প্লাস্টিকে রুদ্ধ নিকাশিনালা...

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণের সচেতনতা বাড়াতে এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প ব্যবহারের অনুপ্রেরণা জোগাতে প্রতিবছর ৩ জুলাই 'আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবস' পালন করা হয়। তবে এমন দিনেই শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকার যে ছবি ধরা পড়ল তা একপ্রকার উদ্বেগের। কোথাও প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগে বুজে গিয়েছে নিকাশিনালা, কোথাও আবার নিকাশিনালার উপরে উঠে এসে পাইপে ঝুলছে একবার ব্যবহারযোগ্য ক্যারিব্যাগ। ফলে সাধারণ মানুষকে যতই সচেতন করা হোক তাঁরা যে এ নিয়ে এতটুকুও সচেতন নন সেই ছবিটা আরও একবার স্পষ্ট হয়েছে।

শুক্রবার সকালে পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর থেকে নদীঘাটের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে থাকা নিকাশিনালাটি ক্যারিব্যাগে বুজে থাকতে দেখা গিয়েছে। সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন স্থানীয় ললিতা মাহাতো। ক্যারিব্যাগ জমে এভাবে নিকাশিনালা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে তিনি বললেন, 'প্লাস্টিকগুলো তো অনেকদিন ধরেই নিকাশিনালাতে জমে রয়েছে। বৃষ্টি হলে জল যেতে না পেরে উপচে ওঠে। নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ার কারণেই তো এমন পরিস্থিতি।'

কিছুক্ষণ পরেই ওই এলাকায় আবর্জনা সংগ্রহ করতে এসেছিলেন এক সাফাইকর্মী। এভাবে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ জমে নিকাশিনালা বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে তিনি এলাকার বাসিন্দাদেরই দায়ী করেছেন। বললেন, 'মানুষজন সমস্ত প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ নালার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। কোনও কোনও সময় ক্যারিব্যাগের মধ্যে আবর্জনা ভরে নালায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে।' তবে এই সমস্যা শুধু ওই এলাকারই নয়। শহরের প্রায় সব ওয়ার্ডের ছবিটাই একই।

পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সাফাইকর্মীদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা এক কর্মীর কথায়, 'সকালে নিকাশিনালা থেকে সমস্ত প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ তুলে দেওয়ার পর সন্ধ্যায় ফের এসে জমে যাচ্ছে। প্লাস্টিক কারিব্যাগের দাপট আমাদের কাছে বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

বিগত দিনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হাতে পুরনিগমের ক্ষমতা থাকার সময় একাধিকবার একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। ফাইনও করা হয়েছে। তবে এর ব্যবহারে রাশ টানা যায়নি।

এদিন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের

> প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হবে। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকামতো প্লাস্টিক ব্যান করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
>
> **বীর বিক্রম রাই**
> *পুর কমিশনার*

পঞ্চানন বর্মা রোডে একটি মুদিখানার দোকানের সামনের নিকাশিনালার ফাঁকা অংশে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। বোঝাই গেল, ওই ব্যবসায়ী প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগগুলো নালার ওই ফাঁকা অংশ ফেলেছেন।

-এভাবে কেন ফেলেছেন?

প্রশ্ন করতেই আমন থাপা নামে ওই ব্যবসায়ীর জবাব, 'এলাকায় আবর্জনা ফেলার কোনও জায়গা নেই। তাই নালার মধ্যে ফেলে দিচ্ছি।'

-কিন্তু এভাবে ফেললে তো নিকাশিনালা বুজে যাবে? জল যাবে কী করে?

এক্ষেত্রেও নিজের দোষ না দেখে তিনি বললেন, 'শুধু আমিই কি আবর্জনা ফেলছি? সবাই তো ফেলছে।' পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুংবস্তি এলাকাতেও নিকাশিনালার ধারে আবর্জনা ভর্তি প্লাস্টিকের অসংখ্য ক্যারিব্যাগ পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে।

এদিকে, রাজ্যে পালাবদলের পর মেয়র পদ থেকে গৌতম দেব ইস্তফা দেওয়ার পরই প্রশাসক বসিয়েছে রাজ্য সরকার। তাছাড়া, বিগত বোর্ডের সময় পুর কমিশনারকে সরিয়ে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বীর বিক্রম রাইকে। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরই শহরকে আবর্জনামুক্ত রাখতে একাধিক পদক্ষেপ করেছেন। যদিও আন্তর্জাতিক প্লাস্টিক ব্যাগমুক্ত দিবসে শহরের এমন ছবিতে পুরনিগমের জঞ্জাল অপসারণ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে পুর কমিশনার বলছেন, 'প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধেও অভিযান চালানো হবে। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকামতো প্লাস্টিক ব্যান করার ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সাধারণ মানুষকেও এব্যাপারে আরও সতর্ক হতে হবে।'

অন্যদিকে, প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের ব্যবহার নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন বিগত পুর বোর্ডের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে। তাঁর কথায়, 'বাড়ি বাড়ি থেকে নির্মল বন্ধুরা প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ সংগ্রহ করত। পরে সেগুলো কাবাড়ির দোকানে বিক্রি করে দেয়। সেটা আমরা জানি। ডাম্পিং গ্রাউন্ড পর্যন্ত ওই ক্যারিব্যাগগুলো যাচ্ছেই না। ফলে তা ফের রি-সাইক্লিং হয়ে বাজারে চলে আসছে।'

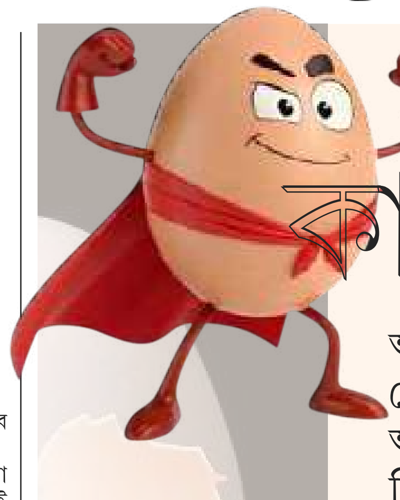

প্রতিবাদে নষ্ট নয় কাজে লাগুক ডিম

আমাদের দেশে, যেখানে অপুষ্টি একটি জ্বলন্ত জাতীয় সমস্যা, সেখানে খাদ্যের অপচয় করে প্রতিবাদ করার বিলাসিতা আমাদের সাজে না। খাদ্য থাকুক পাতে, রাস্তায় নয়। আসুন ডিমকে আমরা আরও নতুনভাবে ব্যবহার করি।

- পুষ্টিবিদদের মতে, একটি ডিম থেকে ৭০-৭২ ক্যালোরি ও প্রায় ৬-৬.৫ গ্রাম প্রোটিন মেলে
- একটি গোটা ডিম শিশু সহ সব বয়সির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে
- ডিমের প্রোটিন ও ফ্যাট ত্বককে হাইড্রেট রাখতে, বয়সের ছাপ দূর করতে কার্যকর

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিবাদ একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর অধিকার। কিন্তু সম্প্রতি বাংলায়, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিবাদের ক্ষেত্রে ইউরোপ বা পাশ্চাত্যের অনুকরণে একটি নতুন প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে- নেতৃস্থানীয় বা বিতর্কিত ব্যক্তিদের উদ্দেশে ডিম ছোড়া। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে হলেও, আর্থসামাজিক বাস্তবতার নিরিখে এই আচরণ কেবল অন্ধ অনুকরণই নয়, বরং চরম বোকামি এবং সম্পদের অপচয়। ভারতের মতো দেশে, যেখানে অপুষ্টি একটি জ্বলন্ত জাতীয় সমস্যা, সেখানে খাদ্যের অপচয় করে প্রতিবাদ করার বিলাসিতা আমাদের সাজে না। আমাদের প্রতিবাদের ভাষা হওয়া উচিত গঠনমূলক, যা একইসঙ্গে সমাজকে সচেতন করবে এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পুষ্টির অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে। খাদ্য থাকুক পাতে, রাস্তায় নয়। আসুন ডিমকে আমরা আরও নতুনভাবে ব্যবহার করি।

একটি মাত্র ডিমের ভেতর লুকিয়ে থাকে ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন, ভিটামিন এবং জরুরি সব খনিজ উপাদান। যা একাধারে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পেশি গঠনে সাহায্য সহ শরীরের নানা উপকারে লাগে। শুধু ভেতরের স্বাস্থ্যই নয়, বাহ্যিক সৌন্দর্যেও এর জুড়ি মেলা ভার। চুলের রুক্ষতা দূর করে ঝলমলে ভাব ফিরিয়ে আনতে ডিমের কার্যকারিতা এককথায় 'ম্যাজিকের' মতো।

পুষ্টিবিদ ডঃ প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, ডিম খুব ভালো প্রোটিন ও ফ্যাটের কম্বিনেশন। অ্যালবুমিন প্রোটিন ডিম থেকেই পাই আমরা। ২ বছর বয়স থেকে সব বয়সিই প্রতিদিনের খাবারে ডিম রাখতে পারে। ডিমের সাদা অংশটা হল অ্যালবুমিন প্রোটিন আর কুসুমটা হল ভালো ফ্যাট। ভিটামিন এ, ডি, ই, কে সব পাওয়া যায় কুসুম থেকে, তাই পুরো ডিমটাই একটা উপকারি খাবার। শিশুদের ক্ষেত্রে নয় মাস থেকে ডিম খাওয়ানো শুরু করতে বলা হয়ে থাকে। প্রথমে একটু কুসুম খাওয়াতে বলা হয়, এরপর ধীরে ধীরে একটা গোটা ডিম খাওয়ানো যায়। ২ বছর থেকে রোজ একটা করে গোটা ডিম খেতে পারে।

শহরের আরও এক পুষ্টিবিদ দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানান, একটা গোটা ডিম থেকে মোটামুটি ৭০-৭২ ক্যালোরি পাই, প্রোটিন ৬-৬.৫ গ্রাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোলিন সহ অনেক ধরনের ভিটামিন থাকে। কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে ডিম খাওয়া যেতে পারে না বলেও একটা ভুল প্রচলন রয়েছে।

সম্ভব হলে দেশি ডিম খাওয়াই ভালো তবে সেটা না পেলে ভালো মানের পোলট্রির ডিম কিনে খাওয়া যেতে পারে।

বয়সের ছাপ আটকাতে কাঁচা ডিম কাজ করে ম্যাজিকের মতো। আর চুলের জেল্লা বাড়াতেও ডিমের জুড়ি মেলা ভার। শহরের বিশিষ্ট মেকআপ আর্টিস্ট লিপি পাল ভাওয়াল বললেন সেই কথাই। আরও বললেন, ত্বকের কোঁচকানো ভাব দূর করে দিতে পারে কাঁচা ডিম। সরাসরি কাঁচা ডিম লাগানো যেতে পারে আবার অনেকে বেসন, মশুর ডালের প্যাক তৈরি করে তার মধ্যে ডিম দিয়ে দেয়, কেউ বা মুলতানি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নেয়। ত্বককে হাইড্রেট রাখে এবং দারুণ অ্যান্টিএজিং-এর কাজ করে।

শহরের বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ অরূপ দে সরকার বলছিলেন, ডিমের সাদা অংশে থাকে প্রোটিন এবং হলুদ কুসুমে থাকে ফ্যাট, ভিটামিন সহ আরও বেশকিছু উপাদান। প্রোটিন অংশটা চুলে ভালো পুষ্টি জোগায় এবং হলুদ অংশ চুল কন্ডিশনিং করে এবং চুলের রুক্ষ ভাব কমাতে সাহায্য করে।

ডিমের উপকারিতা ত্বক-চুলের দীর্ঘস্থায়ী নয়, এগুলো তাৎক্ষণিক উপকারিতা। প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ করে থাকে। এই গুণাগুণগুলো মহিলাদের ত্বকে বেশি ভালো বোঝা যায়।

যে ডিম প্রতিবাদের ময়দানে অশান্তি ছড়াচ্ছে সেই ডিম ডাইনিং টেবিলে এবং রূপচর্চায় এনে দিচ্ছে পরম শান্তি আর সুস্থতা। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পুষ্টির খনিকে নষ্ট না করে রোজনামচায় জায়গা করে দিন।

বিশেষজ্ঞদের এই পরামর্শে সায় দিয়ে রবীন্দ্রনগরের বছর ৩৫-এর মৌ দাস বলছিলেন, 'স্কুলজীবন থেকেই চুলের হেনার মধ্যে ডিম মিশিয়ে মাথায় লাগাচ্ছি। এটা দারুণ উপকার দেয়। চুল নরম এবং উজ্জ্বল দেখায়।'

বাড়িতে বানানো বিভিন্ন ফেসপ্যাকে ডিমের সাদা অংশ মেশানোর এই টোটকা জানেন পাতি কলোনির প্রিয়া ভদ্র। বলছিলেন, এই টোটকা অনেকটাই কার্যকরী। যাঁরা রূপচর্চার নিয়ে ভীষণ সিরিয়াস তাঁরা অনেকেই এটা মেনে চলেন।

বিজেপির অভিযানে ধুন্ধুমার

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ৩ জুলাই : 'কানাইয়া চোর, জ্যোতি চোর'। শুক্রবার এমন স্লোগানে তপ্ত হয়ে উঠল ইসলামপুর পুরসভা চত্বর।

একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিজেপির যুব মোর্চার তরফে এদিন পুরসভা ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হয়েছিল। শহরের ট্রাকস্ট্যান্ড থেকে মিছিল করে পুরসভায় যান বিজেপি নেতা-কর্মীরা। পুলিশ মিছিল আটকানোর চেষ্টা করলে দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পরে নিরাপত্তা বলয় ভেঙে বিক্ষোভকারীদের একাংশ ভেতরে ঢুকে পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল এবং ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্তের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

এদিকে, এক পুরকর্মীকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। আক্রান্ত ওই কর্মী বলেন, 'গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি কর্মীরা এসেছিলেন। তখন আমি বলেছিলাম, এই বাড়ি থেকে ভোট পাবেন না। সম্ভবত সেই আক্রোশেই আমার ওপর ডিম ছোড়া হয়েছে।'

উড়ে এল ডিম, উঠল চোর স্লোগান

চেয়ারম্যান এদিন শহরের বাইরে ছিলেন। ফলে বিক্ষোভকারীরা পুরসভার ভেতরে ঢুকে ভাইস চেয়ারম্যানের রুমে যান। সেখানে উপস্থিত কয়েকজন কাউন্সিলারের সামনেই 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে দুর্নীতি, শহর ও শহর লাগোয়া এলাকায় পুকুর ভরাট, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কাটমানি ও প্রকৃত উপভোক্তাদের বঞ্চিত করা, নিকাশিনালা, ফুটপাথ, বাজারের যানজট এবং টোটো নিয়ন্ত্রণের মতো একাধিক বিষয়ে বিক্ষোভ দেখান।

এদিনের অভিযান নিয়ে বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব ভাওয়ালের বক্তব্য, 'যেসব অভিযোগ নিয়ে এসেছি, ভাইস চেয়ারম্যান তার বেশিরভাগেরই উত্তর দিতে পারেননি। সমস্যা না মেটাতে পারলে উনি গদি ছাড়ুন। ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের সব অভিযোগের সঠিক উত্তর দিতে হবে।'

জ্যোতি বলছেন, 'অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হবে। ১৫ দিনপর চেয়ারম্যান এবং আমি সব উত্তর দেব।'

অন্যদিকে, ইসলামপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সংগীতা সাহা দাস এবং তাঁর স্বামী বিক্রম দাসের বিরুদ্ধে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের এক ধনী বাসিন্দাকে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার দুটি ঘর পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। যদিও সংগীতা ও তাঁর স্বামী সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিষয়টি নিয়ে কানাইয়ালাল বলেন, 'যাঁরা অফিসে ঢুকে ডিম ছুড়েছেন, আইন মেনে তাঁদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে।'

গ্যালারি

বিশ্বকাপের মহোৎসব মানে শুধু মাঠের ৯০ মিনিটের যুদ্ধ নয়, রীতিমতো এক সোশ্যাল কোলাজ। ডুয়ার্সের চা বাগানের ভাঙা বাঁশের মাচা থেকে শুরু করে মাঝরাতের নিঝুম ড্রয়িংরুমের নীলচে আলো; ফুটবলের জাদু আজ দুনিয়াময়। মাঠের এই উন্মাদনার নেপথ্যে কিছু অচেনা জাদুকরও; দেওয়াল রাঙানো রংমিস্ত্রি, রাতজাগা দর্জি কিংবা ভোর চারটের উনুন জ্বালিয়ে রাখা চায়ের দোকানদার। আবার এই জায়গাটিই আজ প্রযুক্তির হাত ধরে সীমানাছাড়া। এনজেপি জংশন বা দূরপাল্লার বাসের খালাসির এক চিলতে মোবাইল স্ক্রিনেই নিমেষে ঘুচে যায় ডালাস থেকে ডুয়ার্সের লক্ষ মাইলের দূরত্ব।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিমল দেবনাথ, শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ ও তন্ময় দেব
রম্যরচনা মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস
ছোটগল্প ইন্দ্রনীল দত্ত
অণুগল্প শুভাশিস দাশ ও বিদ্যুৎ রাজগুরু
কবিতা সঞ্চিতা দাস, কণিকা দাস, সুরভি চট্টোপাধ্যায়, শর্বরী বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনকুমার সরকার

আষাঢ়ে গরমে নাজেহাল শহরবাসী

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে এখন আষাঢ়ের মাঝামাঝি সময়। আর আষাঢ় মানে মাঝেমধ্যেই 'রিমঝিম বৃষ্টি' ভাবনাটা একদমই স্বাভাবিক। তবে বৃষ্টি না হলেও শুক্রবার চৈত্র-বৈশাখ মাসের মতো তীব্র গরম হয়তো কেউ আশা করেননি। সুয্যিমামার তেজে এদিন শহরজুড়ে রীতিমতো অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সকাল থেকে তার চড়া মেজাজ দেখে অনেকেই বলে বসলেন, 'এ আষাঢ় নয়, যেন চৈত্র-বৈশাখের কোনও একটা দিন।'

শহরের অলিগলি থেকে রাজপথ, সর্বত্র ঘুরে দেখা গেল হাঁসফাঁস করছে মানুষ। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, এদিন শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গরম থেকে বাঁচতে আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা কাকলি দাস ভেজা গামছা হাতে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'টিনের চালের বাড়ি। গরমে মনে হচ্ছে যেন ঘরের ভেতর আগুনের গোলা পড়ছে। তাই একটু বাইরে এসে দাঁড়ালাম।' কথা বলতে বলতেই আবার ভেজা গামছা দিয়ে গলা-ঘাড় মুছে নিলেন তিনি।

হিলকার্ট রোড বা সেবক রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতেও এদিন দুপুর আড়াইটে-তিনটেতেও মানুষের চলাচল অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই কম ছিল। ফাঁকা রাস্তা বলে দিচ্ছিল, চড়া রোদে বাড়ি থেকে বেরোতেই যেন ভয় পাচ্ছেন শহরবাসী। যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁরা একটু ছায়া খুঁজছিলেন। নিতান্তই বাধ্য হয়ে সব উপেক্ষা করে যাঁদের বেরোতে হয়েছে, তাঁরা নিজেদের প্রায় আপাদমস্তক কাপড়ে ঢেকে নিয়েছেন। রোদচশমা এবং ছাতা মাথায় না থাকলে যেন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা।

বাইপাস সংলগ্ন রাস্তায় অনেককেই দেখা গেল টি-শার্ট খুলে তা কাঁধে ফেলে বাইক চালাচ্ছেন। এমনই এক ব্যক্তি বললেন, 'গরম পড়েছে বলে হালকা জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু ঘামে সেটা ভিজে সপসপে। কাজে বেরোতে ভয় লাগছিল, কিন্তু কাজ তো করতেই হবে। এখন তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছোতে চাই।'

এদিকে, মর্নিং স্কুলের বদলে এখন আবার স্বাভাবিক সময়েই স্কুল চালু হয়েছে। ফলে এই গরমে বাচ্চারা চরম সমস্যায় পড়েছে। বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকরা বারবার নির্দেশ দিয়েছেন, কোনও পড়ুয়ার শরীর খারাপ লাগলে যেন তৎক্ষণাৎ তাঁদের জানানো হয়।

প্রখর রোদে ভিড় কম ভেনাস মোড়ে। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'আজকের পরিস্থিতি খুব খারাপ। বাচ্চাদের বারবার জল দেওয়া হয়েছে। এখন দুপুরে স্কুল, আর গরমটাও বাড়তে শুরু করেছে।' এক শিক্ষক জানালেন, গরমে পড়ুয়ারা স্কুলে থাকতেই চাইছিল না। শুধু পড়ুয়া নয়, গরমে শিক্ষকদের নাজেহাল অবস্থা।

অন্যদিকে, লস্যি, ডাব এবং আইসক্রিমের দোকানে এদিন দারুণ ভিড় জমেছিল। দিনভর যাঁদের বাইরে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে, তাঁদের ভরসা ছিল এই দোকানগুলিই। আশিঘরে ডাব কিনে খেয়ে বাড়ির জন্যও দুটো কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সহদেব সরকার। তিনি বললেন, 'বাড়িতে স্ত্রী-ছেলে রয়েছে, ওদের জন্য ডাব নিলাম, জলটা খেলে শরীরটা ঠান্ডা থাকবে।'

পাকুড়তলা মোড়ে একটি লস্যির দোকানে কোল্ড কফি, বরফ দেওয়া লেবু জল ও লস্যি কেনার ভিড় দেখা গিয়েছে। হাকিমপাড়ার এক ফলের রস ব্যবসায়ী প্রশান্ত শা'র কথায়, 'আজ মারাত্মক গরম। ঠান্ডা পানীয় খেতে অনেকে আসছেন। ব্যবসা আজ বেশ ভালোই হয়েছে।' এসএফ রোডে ডাব বিক্রেতা শ্যামল সাহানির কথায়, 'ডাবের দাম বেশি বলে অনেকে দাম শুনেই চলে যান। কিন্তু আজ যা গরম পড়েছে, তাতে ডাবই অনেকের ভরসা। তাই বিক্রিবাটা বেশ ভালোই হয়েছে।'

৫৪ বছরে অরিও ফার্মা

কলকাতা, ৩ জুলাই : পূর্ব ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা অরিও ফার্মা ল্যাবরেটরিজ সগর্বে ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল। ১৯৭২ সালে প্রয়াত রামলাল ভট্টাচার্যের হাত ধরে শুরু হওয়া এই সংস্থার মূলমন্ত্র আজও অপরিবর্তিত- 'অসুস্থ মানবতার সেবা'।

বর্তমানে সন্তোষ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে অরিও ফার্মা প্রায় ১০০ ধরনের ওষুধ উৎপাদন করছে, যা ২২ হাজারের বেশি চিকিৎসকের মাধ্যমে দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে রোগীদের কাছে। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে রামলাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির।

পাশাপাশি, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী বিজ্ঞান পড়ুয়াদের জন্য টানা তৃতীয় বছর 'আরতি স্কলারশিপ অফ এক্সেলেন্স' প্রদান করবে সংস্থাটি।

আগামীদিনে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতে একটি নতুন 'হু-জিএমপি' কারখানাও তৈরি করছে তারা। সংস্থার কর্ণধারের কথায়, গত পাঁচ দশকের এই মাইলফলক চিকিৎসক, পরিবেশক ও উপভোক্তাদের অটুট আস্থারই ফসল। সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

অনুপ্রবেশকারী খুঁজতে বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি

আতঙ্কে ডিলিটেড ভোটাররা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ জুলাই : ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে বড় ইস্যু ছিল অনুপ্রবেশ। দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই এই প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাঁদের নিজের দেশে ফেরত পাঠানো হবে, বারবার বলা হয়েছে নির্বাচনি প্রচারে। রাজ্যে সরকার গঠন করার পর সেই কাজে জোর দিয়েছে বিজেপি। বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তর করা থেকে জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার তৈরি যার অন্যতম উদাহরণ। এবার জেলায় অনুপ্রবেশকারী খোঁজা শুরু করল পুলিশ।

আর আলিপুরদুয়ারে এই কাজ শুরু হতেই এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়া ভোটার অর্থাৎ ডিলিটেড ভোটারদের বাড়িতে হানা দিচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। তাঁদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহখানেক ধরেই পুলিশ এই কাজ করছে। তবে এখনও কোনও তথ্য মেলেনি। একজন অনুপ্রবেশকারীরও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পুলিশকর্তারা অবশ্য মনে করছেন, এই রাস্তা ধরেই অনুপ্রবেশকারীদের খোঁজ পাওয়া সম্ভব। এছাড়া এলাকায় অনুপ্রবেশকারী কেউ রয়েছে কি না, তারও খোঁজ নিচ্ছেন পুলিশের ইনফর্মাররা। কারও সম্পর্কে সন্দেহ হলেই তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে থানায়। এদিন আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ বলেন, 'অনুপ্রবেশকারী খুঁজে বের করার কাজ চলছে। পুলিশ সব ডিলিটেড ভোটারের বাড়িতে যাচ্ছে না। যে ভোটাররা ট্রাইবিউনালে আবেদন করেননি তাঁদের সম্পর্কেই তথ্য নেওয়া হচ্ছে।'

বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এসআইআর রাজ্যের অন্যতম বড় ইস্যু হয়ে উঠেছিল। ভোটারদের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে পথে নেমেছিল তৃণমূল। তবে বর্তমানে আর সেই ছবি দেখা যাচ্ছে না। ওই ভোটারদের কেউ খোঁজ রাখেন না। আলিপুরদুয়ার জেলায় এমন প্রায় ৮০ হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন ছিল। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৩৬ হাজার ভোটারের নাম বাতিল হয়েছে। তাঁদের বেশিরভাগই ট্রাইবিউনালে আবেদন করেছিলেন পুনর্বিবেচনার জন্য।

জেলা পুলিশের তরফে এলাকাভিত্তিক ডিলিটেড ভোটারের তালিকা দেওয়া হয়েছে থানাগুলিকে। সেই তালিকা ধরে ভোটারদের তথ্য যাচাই করে দেখতে বলা হয়েছে। ওই ভোটাররা ট্রাইবিউনালে আবেদন করেছিলেন কি না সেটা দেখা হচ্ছে। যাঁরা আবেদন করেননি তাঁদের তথ্যই বেশি করে যাচাই করা হচ্ছে। কেন আবেদন করেননি, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নাম বাদ যাওয়ার পিছনে কোন তথ্যগত অসংগতি ছিল, তা খুঁটিয়ে দেখছেন পুলিশকর্মীরা।

- ডিলিটেড ভোটারদের মধ্যে যাঁরা ট্রাইবিউনালে আবেদন করেননি তাঁরাই বেশি করে পুলিশের নজরে
- কেন তাঁরা আবেদন করেননি, তা জানতে ডিলিটেড ভোটারদের বাড়িতে যাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা
- এলাকায় সন্দেহজনক কেউ থাকলে তাঁদের খোঁজ দিচ্ছেন পুলিশের ইনফর্মাররা

পুলিশকর্মীদের কাছে এটা বাড়তি দায়িত্ব হলেও জেলা পুলিশ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই কাজ নিখুঁতভাবে করতে হবে। যদি কোনও সন্দেহজনক ভোটার পাওয়া যায় তবে তাঁর তথ্য শীর্ষ পুলিশকর্তাদের দিতে হবে দ্রুত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও অনুপ্রবেশকারী পাওয়া গেলে তাঁকে কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি কৃষক বাজারে হোল্ডিং সেন্টার নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর সেখানে থেকে বাকি প্রক্রিয়া চলবে। ওই সেন্টারে ইতিমধ্যেই অন্য জেলার অনুপ্রবেশকারীদের এনে রাখা হয়েছে।

পুলিশের এই তৎপরতায় আবার চিন্তিত নাম বাদ পড়া অনেক ভোটার। পাতলাখাওয়া এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, 'পুলিশের লোকেরা এসে গ্রামের অনেকের কাগজপত্র দেখছে। এমনিতেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় চিন্তায় ছিলাম। আবার হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ঢুকেছে। সব কাগজ ঠিক থাকলেও তো আমার নাম বাদ পড়েছিল।'

ডিগ্রি ভুলে দক্ষতায় নজর

বার্তা সুকান্ত-স্বপনের

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ জুলাই : আগামীদিনে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে স্কিল ডেভেলপমেন্টে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। পড়ুয়াদের শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন দক্ষতায় প্রশিক্ষিত করতে হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। শুক্রবার ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের 'এডুকেশন ফর বিকশিত ভারত' নামক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা। এছাড়াও সংগঠনের চেয়ারম্যান ব্রিজভূষণ আগরওয়াল, সাধারণ সম্পাদক সত্যম রায়চৌধুরী সহ বিশিষ্টরা। এছাড়াও শিক্ষায় উন্নতিতেও এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নে নজর দিচ্ছে সরকার।

অনুষ্ঠানটিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামীদিনে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হয়ে উঠতে চলেছে স্কিল এডুকেশন। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও বেশি করে এই ধরনের কর্মসূচি চালু করতে বলেছেন তিনি। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'অষ্টম শ্রেণি থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দক্ষতার সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে যাতে ভবিষ্যতে সেই দক্ষতাকে কাজে লাগানো যায়। সেই উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এখনকার দিনে শিক্ষা শুধুমাত্র ডিগ্রির ওপর নির্ভর করে না।' বিগত সরকারকে বিঁধে তিনি বলেন, 'সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বাংলার তরুণ সমাজের আস্থা ভেঙে গিয়েছে। সেটাই ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাই আমরা। আগে জিডিপি-তে অংশগ্রহণ এবং মাথাপিছু আয় যা ছিল তা এখন তলানিতে। অন্য রাজ্য থেকে এখানে লোক আসত। বাংলায় পিএমশ্রী স্কুল চালু করতে দেওয়া হয়নি। আগে আদমশুমারিতে ভারতের মধ্যে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাট ও কেরলের একটি শহরে ১০০ শতাংশ শিক্ষিত ছিল। অথচ এখন বালুরঘাট পুরসভার একটি কলেজে বছরে মাত্র ৩০০ কী ২০০ পড়ুয়া ভর্তি হয়। তাই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এখন থেকে আর ১ টাকাও দিতে হবে না।' পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার ভঙ্গুর অবস্থা নিয়ে তোপ দাগেন অর্থমন্ত্রীও। তাঁর কটাক্ষ, 'রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা বিধ্বস্ত। গোড়া থেকে পুনর্নির্মাণ দরকার। বিগত কয়েক বছরে অন্য রাজ্য থেকে পেশাগতভাবে সফল কোনও ব্যক্তি এই রাজ্যে এসেছে, শুনেছেন?' তিনিও দক্ষতার বৃদ্ধির পক্ষেই মত রেখেছেন।

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : শুক্রবার বেঙ্গল বিজনেস কাউন্সিলের 'আলাপ আলোচনা' অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ ও কলকাতার ৫০-এর অধিক বাঙালি ব্যবসায়ী একত্রিত হয়েছিলেন। উত্তরা টাউনশিপের একটি ক্লাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছিলেন চেয়ারম্যান অভিষেক অড্ডি, ফাউন্ডার জেনারেল সেক্রেটারি শুভাশিস দত্ত, ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি দোলা মল্লিক ও চিফ ইন্টারনাল অ্যাডভাইজার সুবর্ণ বোস। শিলিগুড়ি ও কলকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আলোচনা হয়, কীভাবে বাংলা ও বাঙালির ব্যবসার আরও অগ্রগতি করা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজা বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষ্মী টাউনশিপের সিইও লক্ষ্মী লিম্বু কৌশল। এদিনের আলোচনার একটি বিশেষ দিক, অনুষ্ঠানের উপস্থিত প্রত্যেকে নিজের পরিচয় জানাতে পেরেছেন এবং কে কোন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তা তুলে ধরতে পেরেছেন। যা থেকে তাঁরা খুঁজে নিতে পেরেছেন নিজ নিজ ব্যবসা কীভাবে সম্প্রসারিত হতে পারে।

কেন্দ্রে জয়জিৎ

প্রথম পাতার পর

লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগপত্রে প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে নাম রয়েছে জয়জিৎ-এর। অভিযোগপত্রে একাধিক চাঞ্চল্যকর ও বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ তোলা হয়। অভিযোগপত্রে বলা হয়, বিচারাধীন হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে প্রায় ৬ কোটি টাকার সম্পত্তি (জমি ও ভবন) মাত্র ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। এত কম টাকায় সম্পত্তি বিক্রির নামে আসলে কলেজের বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করার চক্রান্ত হয়েছিল বলেই অভিযোগ তোলা হয়। কিন্তু সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও পদক্ষেপই হয়নি। কেন পুলিশ অভিযোগ পাওয়ার পরও পদক্ষেপ করেনি বা লিখিত অভিযোগকে এফআইআর হিসাবে গ্রহণ করেনি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতিরা।

শুক্রবারের শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ পুলিশের এই চরম নিষ্ক্রিয়তায় উষ্মা প্রকাশ করে। আদালত স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, ২০২২ সালের মে মাসে পুলিশ সুপারের কাছে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা অবিলম্বে রিপোর্ট আকারে জমা দিতে হবে। রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপারের কাছ থেকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে পরবর্তী সার্কিট বেঞ্চের শুনানিতে পেশ করার জন্য। সেই নির্দেশের কথা জানাজানি হতেই হইচই শুরু হয়েছে প্রশাসনিক ও আইনজীবী মহলে।

জয়জিৎ একদিকে কলেজ দুর্নীতির অভিযোগপত্রে থাকা অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি, অন্যদিকে তিনিই আবার এই মামলার আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছেন, যা আইন ও বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে চূড়ান্ত নৈতিক অবক্ষয়ের এবং স্বার্থের সংঘাতের বড়সড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। জয়জিৎ অবশ্য দাবি করছেন তিনি কোনও বেআইনি কাজ করেননি। তাঁর বক্তব্য, 'আইন মেনে সব কাজ করেছি। আইন মেন কলেজের দায়িত্ব ট্রাস্ট পেয়েছে। পদে থাকলেও কোনওভাবেই মামলার ক্ষেত্রে কোনও প্রভাব খাটাইনি। মামলার তদারকিও করিনি। আর এনসিটিই এবং কলেজের হয়ে একসঙ্গে মামলা লড়ার ক্ষেত্রে কোনও আইনি বাধা নেই। বিচারপতিদেরও সেকথা জানিয়েছি। আমি আইনের সীমারেখার মধ্যেই যা করার করেছি। বিচারপতিদের বলেছি আগামী শুনানিতে নতুন আইনজীবী সওয়ালজবাব করবেন।' সার্কিট বেঞ্চের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জাগৃতি মিশ্রের বক্তব্য, 'পুলিশ সুপারের কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে তা পরবর্তী শুনানিতে পেশ করা হবে। আমরা উচ্চপর্যায়ের তদন্ত চেয়েছি। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে। আইনি নৈতিকতা নিয়েও নানা প্রশ্ন থেকে গিয়েছে।' যেখানে তিনি নিজেই অভিযুক্ত এবং তাঁর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ সরাসরি জড়িত সেই মামলাতে সরকারি কৌঁসুলি লড়তে বা তদারকি করতে পারেন কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে আলিপুরদুয়ার বিএড কলেজের মামলায়।

তিন ঘণ্টা অপেক্ষা

প্রথম পাতার পর

এমন কথা শুনেই ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেন কমিশনারের ঘরের সামনে অপেক্ষারত সকলেই।

আগে নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শহরের বাসিন্দারা প্রথমে স্থানীয় কাউন্সিলারের দ্বারস্থ হতেন। সেখান থেকে সমাধানসূত্র না পাওয়া গেলে তাঁরা পুরনিগমে হাজির হতেন। সেখানে মেয়র, ডেপুটি মেয়র বা মেয়র পারিষদদের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার কথা জানানোর সুযোগ পেতেন।

পুর বোর্ড ভেঙে যেতেই কাউন্সিলাররাও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে শহরের বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েছেন। ছোট-বড় যে কোনও সমস্যা নিয়েই তাঁদের সরাসরি পুরনিগমে যেতে হচ্ছে। কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা কথা বলতে চাইছেন। তবে সেই সুযোগটুকু তাঁরা পাচ্ছেন না বলেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

চম্পাসারির বাসিন্দা গায়ত্রী বলেন, 'খবরে দেখছিলাম কমিশনার সাহেব খুবই অ্যাক্টিভ। তাই অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম। তবে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেও দেখা পেলাম না। উনি দেখা করার প্রয়োজন মনে করলেন না। খুবই তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে। এনিয়ে আমি উপযুক্ত জায়গায় অভিযোগ জানাব।' শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ব্যবসায়ী অজয় আগরওয়াল দোকান ছেড়ে এদিন ১২টা ৪৫ মিনিটে পুরনিগমে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'পুরনিগমের তরফে অভিযান চালানোর পরেও ফুটপাথের উপর দোকান বসছে। তাতে সমস্যা হচ্ছে। সেই সমস্যার কথা জানাতে এসেছিলাম। তবে দেখা করার সুযোগই পেলাম না। সময়টা নষ্ট হল শুধু শুধু। যদিও আমার পরে এসেও অনেকেই দেখা করার সুযোগ পেলেন। এই ভিআইপি কালচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।' আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা অনুপ পাল বলেন, 'অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ জানাতে এসেছিলাম। বেলা ১২টা থেকে অপেক্ষা করছি।' রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা নিখিলকুমার ঘোষ পেশায় ঠিকাদার। পুরনিগমের কাছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। সেই টাকা পেতে তিনি হন্যে হয়ে ঘুরছেন। তিনি বলেন, 'এনিয়ে তিনবার এলাম। তবে কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম না। ওই টাকার খুবই প্রয়োজন। উনি তো কথাই শুনলেন না।'

সিকিমের ভবন প্ল্যান পাশ

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : শিলিগুড়িতে সিকিমের স্বাস্থ্য ভবন তৈরির ক্ষেত্রে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। পুরনিগমের তরফে শুক্রবার অনুমোদনের বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সিকিমের পরিবহণ সংস্থাকে। হিলকার্ট রোড সংলগ্ন এসএনটি-তে জি প্লাস টেন বহুতল নির্মাণ করতে চেয়ে অনেকদিন আগেই পুরনিগমে বিল্ডিং প্ল্যান জমা করেছিল সিকিমের পরিবহণ দপ্তর। চিকিৎসা এবং অন্য কাজে যাঁরা সিকিম থেকে শিলিগুড়িতে আসেন, তাঁদের জন্য মূলত ভবনটি করতে চায় সিকিম প্রশাসন।

বৃহস্পতিবারই নবান্নে এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। শুক্রবার পুরনিগমের অনুমোদনের বিষয়টি সামনে এনে তিনি বলেন, 'শুভেন্দু অধিকারীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তৃণমূল জমানায় দীর্ঘদিন ধরে যা আটকে ছিল, তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করে দেখালেন বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী।'

অ্যালেন পড়ুয়াদের মূলমন্ত্র দিলেন মাহি

মুম্বই, ৩ জুলাই : ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে হলে নিজের শক্তি ও দুর্বলতা সবার আগে চেনা প্রয়োজন। অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের সর্বভারতীয় মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা 'ট্যালেন্টেক্স ২০২৭'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে এসে পড়ুয়াদের ঠিক এই বার্তাই দিলেন ক্রিকেট কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনি।

মুম্বইয়ে আয়োজিত ১৩তম সংস্করণের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যালেনের সিইও নীতিন কুকরেজা সহ শীর্ষ আধিকারিকরা। ধোনি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিয়ে জানান, খেলা হোক বা পড়াশোনা, সাফল্যের জন্য সঠিক প্রস্তুতি ও উপযুক্ত কোচিং সমান জরুরি। এই মেধা পরীক্ষায় সফল পড়ুয়ারা সর্বভারতীয় র‍্যাংকিংয়ের পাশাপাশি অ্যালেনের কোর্সে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত স্কলারশিপ পাওয়ার বিরাট সুযোগ পাবে। আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত 'আর্লি বার্ড' অফারে নাম নথিভুক্ত করা যাবে।

অ্যালেনের সিইও নীতিন কুকরেজা জানান, একেবারে গোড়া থেকে সঠিক মেধা চিহ্নিত করে তাদের গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। ২০২৬ সালের জয়েন্ট অ্যাডভান্সড-এর প্রথম পঞ্চাশে ২৪ জন বা ২০২৫-এর নিট-এর প্রথম একশোয় ৩৯ জন অ্যালেন পড়ুয়ার অভাবনীয় সাফল্য সেই কথাই প্রমাণ করে। মহেন্দ্র সিং ধোনির অনুপ্রেরণা আগামীদিনে পড়ুয়াদের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলবে বলেই আশাবাদী অ্যালেন কর্তৃপক্ষ।

জনস্বার্থ মামলা

প্রথম পাতার পর

কীভাবে আইনের চোখে ধুলো দিয়ে প্রশান্ত মাসের পর মাস প্রশাসনকে বোকা বানিয়ে চলেছেন ধারাবাহিকভাবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে সে খবর প্রকাশিত হয়েছে। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে প্রশান্ত যেভাবে কার্যত নিশ্চিন্তে গা-ঢাকা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন, আত্মদীপের পদক্ষেপে সেই স্বস্তিতে ইতি পড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। আত্মদীপের মামলায় আশার আলো দেখছেন স্বপন হত্যার মামলাকারী দেবাশিস কামিল্যা। তাঁর বক্তব্য, 'প্রশান্ত কেন গ্রেপ্তার হচ্ছে না সেই প্রশ্ন আমরা বারবার তুলেছি। কিন্তু ভয়ে এবং আর্থিক সমস্যায় আইনি লড়াই করতে পারিনি। কেউ এগিয়ে এসেছে শুনে মনে জোর পাচ্ছি। প্রশান্তকে যারা গ্রেপ্তার করছে না তাদেরও শাস্তি চাই।'

রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ এবং পুলিশের এত বিশাল ও আধুনিক পরিকাঠামোর চোখে ধুলো দিয়ে প্রশান্ত যে পালিয়ে থাকতে পারেন না সেবিষয়ে নিশ্চিত বিভিন্ন মহলের মানুষজন। অদৃশ্য রাজনৈতিক এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী মহলের প্রত্যক্ষ মদতেই যে প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না সেটা এখন প্রশান্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সকলেই মোটামুটি বিশ্বাস করেন। এরফলে প্রশান্ত ইস্যুতে পুলিশ, প্রশাসন এবং সর্বোপরি বিচার ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের ভরসায় কিছুটা হলেও আঘাত লেগেছে। আত্মদীপের জনস্বার্থ মামলা মূলত প্রশাসনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। বুধবারের গুরুত্বপূর্ণ শুনানির দিকে নজর রয়েছে বহু মানুষের। মামলায় সওয়ালের মুখে রাজ্য প্রশাসন এবং পুলিশকর্তাদের যে কলকাতা হাইকোর্টে চূড়ান্ত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। এই জনস্বার্থ মামলা প্রশান্তর চারপাশের অদৃশ্য সুরক্ষাবলয়টিকে ভাঙতে পারে কি না সেটা দেখতে আগ্রহী প্রশাসন ও পুলিশকর্তাদের একাংশও। এতদিন যে প্রশাসনিক নির্লিপ্ততা ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে প্রশান্ত নিজেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ভাবছিলেন, সেই নিষ্ক্রিয়তাই এবার আতশকাচের তলায়।

এখনও পুলিশের খাতায় ফেরার প্রশান্ত। তবে সূত্রের খবর, ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেই কাজ করছেন অপসারিত বিডিও। সম্প্রতি শিলিগুড়ির এক আইনজীবীর সঙ্গেও গোপন বৈঠক করেছেন তিনি। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের এক তৃণমূল কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ রয়েছে প্রশান্তর। শিবমন্দিরের দুই বাড়ি দেখভালের বিষয়েও এক প্রশাসনিক আধিকারিকের সঙ্গে লোক মারফত বার্তা পাঠিয়েছিলেন প্রশান্ত। সূত্রের খবর, সেই বার্তা পাওয়ার পর থেকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এক চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মীকে গোপনে প্রশান্তর বাড়ি দেখভালের অলিখিত দায়িত্বও দিয়েছেন। জনস্বার্থ মামলার পর রাজ্য প্রশাসন বা পুলিশ কতটা সক্রিয় হয় সেটাই আপাতত লাখ টাকার প্রশ্ন।

কাঁদলেন রোনাল্ডো

প্রথম পাতার পর

এগিয়ে যায়। কিন্তু ৬৮ মিনিটে ক্রোয়েশিয়ার বক্সে ফাউল হওয়ার পর পেনাল্টি স্পটের সামনে দাঁড়িয়ে নিদারুণ মানসিক কাঠিন্যের পরিচয় দেন রোনাল্ডো। ঘামের বিন্দু চিবুক বেয়ে নামলেও, নিখুঁত শটে বল জালে জড়ান তিনি। বিশ্বকাপে এটিই তাঁর প্রথম নকআউট গোল। এরপর ৮১ মিনিটে তিনি যখন বদলি হিসেবে মাঠ ছাড়েন, স্কোরলাইনে সমতা। অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে গঞ্জালো র‍্যামোসের অনবদ্য হেডার পর্তুগালকে এগিয়ে দিলেও চরম নাটক তখনও বাকি ছিল। বাঁশি বাজার এক মিনিট বাকি থাকতে জসকো ভার্ডিওলের শট জালে জড়ালে গ্যালারিতে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। তবে ভিএআর এবং বলের ভেতরের সেন্সর জানিয়ে দেয়, বলটি মারিও পাসালিচের অফসাইড পজিশনে থাকার সময় সামান্য ছুঁয়েছিল। বাতিল হয় ক্রোয়েশিয়ার গোল।

নির্ধারিত সময়ের পর রোনাল্ডোর চোখে যে জল দেখা গেল, তা অবশ্য নিছক জয়ের আনন্দ ছিল না। ডাগআউট থেকে তিনি বের করে আনলেন ২১ নম্বর জার্সিটি। ঠিক এক বছর আগে, ৩ জুলাই ভোরে স্পেনে এক মর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন জাতীয় দলের সতীর্থ দিয়োগো জোটা। সেই জোটার জার্সি গায়ে চাপিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে অঝোরে কাঁদলেন এই লৌহমানব। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমরা জানতাম আজকের দিনটার অর্থ আমাদের কাছে ঠিক কী। জীবন মাঝে মাঝে কী অদ্ভুত সমাপতন তৈরি করে! আজ আমরা দিয়োগোর জন্য জিতেছি।'

এই প্রবল আবেগের মাঝেই সংবাদমাধ্যমে ঘুরপাক খাচ্ছিল তাঁর অবসরের জল্পনা। ম্যাচের আগেই রোনাল্ডোর দিদি কাটিয়া আভেইরো পর্তুগিজ মিডিয়াকে জানিয়েছিলেন, এটাই তাঁর ভাইয়ের শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। কিন্তু ম্যাচ শেষের পর সংবাদ সম্মেলনে সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন ৪১ বছর বয়সি মহাতারকা। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত তিনি এখনই নেবেন না। তাঁর কথায়, 'আমি আর আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিই না; এখন সবকিছুই শান্তভাবে বিচার করি। অবসরের বিষয়টা এখন গুরুত্বপূর্ণ নয়। টুর্নামেন্ট শেষ হওয়ার পর আমি আমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলব এবং তারপর সঠিক সিদ্ধান্ত নেব। এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য বর্তমান মুহূর্তটা উপভোগ করা।'

চোখের জল, এক বুক আবেগ আর অটুট লক্ষ্য সম্বল করে পর্তুগাল এবার টরন্টো ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে টেক্সাসের ডালাসে। আগামী সোমবার প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী স্পেন।

দুর্যোগে নামবেন প্রাক্তন সেনারা

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে তিনি জানতে চান এখন পর্যন্ত কী কী কাজ হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ মনিটরিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কমিটিতে সেনা, বিএসএফ, এসএসবির পাশাপাশি সেচ, পূর্ত সহ কয়েকটি দপ্তরের আধিকারিকরা থাকবেন। এই কমিটি নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাবে নবান্নে।

মুখ্যমন্ত্রীর মিনি সচিবালয় হিসেবে উত্তরকন্যাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আট জেলায় যাবতীয় সরকারি কর্মসূচি দ্রুত কার্যকর এবং নজরদারির সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রচুর কাজ করতে হবে। এদিকে, ৮০ শতাংশ জনপ্রতিনিধি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন না। ফাঁকিবাজদের শোকজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি রাজ্যও চিকেন নেকের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দিতে চাইছে। শুক্রবারের বৈঠকে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে বিষয়টি। সিদ্ধান্ত হয়েছে, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিএসএফ ও এসএসবির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে রাজ্য। এ কারণে বিএসএফ ও এসএসবিকে নিয়ে সরকারের তরফে কোঅর্ডিনেশন কমিটি গঠন করা হচ্ছে। ওই কমিটি তিন মাস অন্তর বৈঠক করে পর্যালোচনা রিপোর্ট পাঠাবে নবান্নে।

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর পুলিশকে 'ফ্রি হ্যান্ড' দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু। তার কিছুটা ইঙ্গিত মিলেছে শুক্রবারের বৈঠকে। ঠিক হয়েছে, এখন থেকে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে 'বডি ক্যামেরা' থাকবে। তদন্তের সময় তিনি কাদের সঙ্গে কথা বলছেন, কী কী করছেন, সমস্তটাই ধরা পড়বে ক্যামেরায়। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'ইনভেস্টিগেশনে বডি ক্যামেরা ব্যবহারের পাশাপাশি পথ নিরাপত্তায় রাজ্য সরকার বিশেষ নজর দিচ্ছে।'

উত্তরকন্যার কার্যকারিতা নিয়ে বিরোধী দলে থাকার সময় বিস্তর প্রশ্ন তুলেছিল বিজেপি। ২০টি দপ্তরের কাজ হওয়ার কথা থাকলেও উত্তরকন্যায় সক্রিয় মাত্র চারটি দপ্তর। এ জন্য উষ্মা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি দপ্তরের সক্রিয়তা বাড়াতে বৈঠক চলাকালীনই মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের সঙ্গে কথা বলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার না থাকলে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে কাজ করাতে হবে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ শোনার জন্য উত্তরকন্যায় বিশেষ সেল গঠনের নির্দেশও দিয়েছেন শুভেন্দু।

ঋতব্রতদের দখলে

প্রথম পাতার পর

ঋতব্রত বলেন, 'চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কাল কী হবে, কেউ জানে না। আমাদের চেয়ারম্যানের নাম অরূপ রায়। আমাদের পার্টি অফিসে আমরা এলাম। সবকিছু ক্রমশ প্রকাশ্য।' ফিরহাদ বলেন, 'এটা আমাদেরই দপ্তর। আগেও আসতাম। এখনও এসেছি। দিদিই আমাদের নেত্রী।' দলীয় অফিস দখলের খবর পেয়ে মমতাপন্থী তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, মদন মিত্র, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

ততক্ষণে ভবনে তালা দিয়ে ঋতব্রতরা চলে গিয়েছেন। কুণাল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'দখলদারির সংস্কৃতি চলছে। সরকার ও পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে একজন বহিষ্কৃত বিজেপি'র বি-টিম হয়ে নেমেছেন।' কুণালদের পৌঁছানোর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মোতায়েন হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। কুণাল তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, ২০২৭ পর্যন্ত ভাড়াটিয়া হিসেবে ভবনটির মালিকের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি আছে।

কিন্তু তালা ভেঙে ঢুকতে দিতে পুলিশ আপত্তি জানায়। কুণালদের পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, ভেঙে নয়, তালা খুলে ঢুকলে বাধা দেওয়া হবে না। ঋতব্রত গোষ্ঠী পুলিশের কাছে অভিযোগ করে, তাদের পার্টি অফিসের বাইরে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা চলছে। পরে কুণাল জানান, কী হয়েছে, তা বুঝে তিনি দলীয় নেতৃত্বকে জানাবেন। নেতৃত্বের নির্দেশমতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

ঋতব্রত বলেন, 'বিতর্কের কোনও প্রশ্ন নেই। দলের দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়ক আমাদের সঙ্গে। প্রাক্তন মন্ত্রীরা আমাদের সঙ্গে। কাউন্সিলাররা আমাদের সঙ্গে। জেলা পরিষদ সদস্যরাও আমাদের সঙ্গে।' অন্যদিকে কুণালের কথায়, 'যাঁর চাবি তাঁর অথরিটি। সব গেটে পুলিশ রয়েছে। ওঁরা তো নেই। আমরা আলোচনা করতাম। এত তড়িঘড়ি চলে গেলেন কেন?'

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'দিনের আলোয় আসা যায় না। সন্ধ্যার পর এসে ঘুরঘুর করছেন। তারপর তালা লাগিয়ে চলে গিয়েছেন। তালা ভাঙার মতো কোনও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করতে পারি না। এটা আমাদের পার্টি অফিস। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা দলের প্রতীকে লড়েছিলেন।' বৈশ্বানর বলেন, 'আমরা আইনের পথে হাঁটব। আমাদের পার্টি অফিসে তালা দেবেন কীভাবে? আমরা ভাড়াটে হিসেবে রয়েছি। আইনি প্রক্রিয়া মেনে ভাড়াটেকে তুলতে হয়।'

যিনি রিসেপশনে বসতেন তিনি বলেন, 'আমি রিসেপশনে বসি। কে যে আমাদের আর কে যে নয়, সেটা বোঝা সম্ভব নয়। আমাকে বের করা দেওয়া হয়েছে।' ভবনটির ভাড়া নিয়ে তৃণমূলের পরাজয়ের পর জটিলতা দেখা দিয়েছিল। ভবনটির মালিক মনোতোষ সাহা। পেশায় ডেকোরেটার মনোতোষের বেশি পরিচিতি মন্টু নামে। একসময় তৃণমূলের সমস্ত কর্মসূচির বরাত পেতেন তিনি। কিন্তু তৃণমূল হারতেই তিনি ভবন খালি করে দিতে বলেন। তবে শুক্রবার ঋতব্রতপন্থী বিধায়করা যখন ভবনে ঢোকেন, তখন সঙ্গে ছিলেন মন্টুর ছেলে।

ফলে বাড়ির মালিকের সম্মতি নিয়েই ঋতব্রত-আখরুজ্জমানরা ভবনটির দখল নিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। আখরুজ্জমান জানানও যে, বাড়ির মালিকের সঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে। দলের নির্বাচনি প্রতীক, রেজিস্টার্ড নাম ও দলীয় তহবিল দখলের চেষ্টার মধ্যে তৃণমূল ভবনের দখল নিলেন তাঁরা। এতে নিঃসন্দেহে মমতাপন্থী তৃণমূল কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গেল।

এমএলএ ও এমপি-দের পাঙ্গা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু তাঁদের কেউ কেউ, যেমন পূর্ব বর্ধমানের রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঋতব্রত শিবিরে ভিড়েছেন। অধিকাংশ জেলায় সভাপতি নেই। দায়িত্ব নেওয়ার লোক পাচ্ছেন না মমতা। ঋতব্রতদের অবশ্য জেলা স্তরে সংগঠনের সেই বালাই নেই। না আছে কাঠামো, না আছে সংগঠন।

আসল তৃণমূল তাহলে কীসের ভিত্তিতে? লোক নেই, জন নেই, নিধিরাম সর্দার! পুলিশ ধর্মতলায় সভা করতে দেবে না বলে দেওয়ার পর দুই পক্ষই বিকল্প কোনও জায়গার অনুমতি চেয়ে আবেদন জানায়নি। তবে কি সরকার দুই শিবিরকে বাঁচিয়ে দিল! সভা না করলে মাঠ ভরানোর প্রশ্ন থাকবে না। তবে প্রতীক বগলদাবা করে নির্বাচন কমিশনের সৌজন্যে আসল তৃণমূলের দামামা বাজানোর সুযোগ শেষপর্যন্ত মিলে গেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্দিন নিশ্চিত।

তবে ঋতব্রতদেরও পাওনা বলতে (যদি নির্বাচন কমিশন সদয় হয়) প্রতীক আর হাজার কোটির তহবিল। নির্বাচনি রাজনীতিতে কোনও ভবিষ্যৎ নেই ঋত-বাহিনীর। মমতার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কারণগুলি একবার দেখা যাক- প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গ একবার যে দলকে ফেরায়, তাকে আর ক্ষমতায় আনে না। ইতিহাস তাই বলে। কংগ্রেসকে আনেনি, বামফ্রন্টকে ফেরায়নি। এই দুই পক্ষকে আর কোনওদিন ফেরাবে- এমন লক্ষ্মণও নেই। তৃণমূলের ক্ষেত্রে আশু সম্ভাবনা তো নেই-ই।

দ্বিতীয়ত, দল মজবুত করতে ও নির্বাচনি সাফল্য পেতে দরকার জনভিত্তি। একদম নীচুতলা পর্যন্ত দলের প্রতি অনুগত নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বাহিনী। সেই বাহিনী এখন মমতার হাতে নেই। জনপ্রতিনিধিরা হয় পদত্যাগ করে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছেন, নাহয় বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করে পদে থেকে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তৃতীয়ত, নেতা-কর্মীরা দ্বিধায়। অনেক জেলায় শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগই নেই। কাণ্ডারিহীন তাঁরা।

চতুর্থত, পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি ও এখন একের পর এক গ্রেপ্তারি, বেআইনি সম্পত্তির হদিস হতে থাকায় বোঝাই যাচ্ছে, শুধুমাত্র ধান্দাবাজি করতে তৃণমূলে ভিড় করেছিল একদল লোক। প্রোমোটার, জমি মাফিয়া, বালি-পাথর পাচারকারী, ঠিকাদার ইত্যাদি। যাঁদের আনুগত্য দলের প্রতি নয়, টাকার প্রতি। দল ক্ষমতায় না থাকলে যাঁদের মালকড়ি কামাই হবে না। ফলে এঁরা যে আর মমতার চারপাশে দিদি দিদি বলে ভিড় বাড়াবেন না, তা নিশ্চিতই।

মালকড়ির গন্ধ না থাকায় এঁরা ঋতব্রত শিবিরেও নাম লেখাবেন না। ওই শিবিরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেত্রী নেই, যাঁর ক্যারিশমায় এতদিন দল চলেছে। ওইরকম নেত্রীকে বাদ দিয়ে জেলায় জেলায় ঋতব্রতপন্থীদের সংগঠন গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সেই কাজ করার মতো দক্ষ সংগঠক ওই শিবিরে কমই। ঋতপন্থীদের অধিকাংশ এতদিন মমতার নাম নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ কম নেই।

মমতা বিরোধী শিবিরে নাম লেখানোয় শুভেন্দু অধিকারীর সরকার তাঁদের ছাড় দিচ্ছে ঠিকই। কিন্তু মানুষের কাছে তাঁদের কীর্তিকলাপ গোপন নেই। ডিম থেরাপি থেকে রেহাই পেলেও মানুষের সমর্থন তাঁদের কপালে নেই। ২১ জুলাইয়ের সভা হলে দুই পক্ষ মাঠ ভরাবে কাকে দিয়ে? ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাম দলগুলি তাসের ঘরের মতো ভেঙেছিল। সিপিএমের শরিক দলগুলির অস্তিত্ব টিমটিম করে মোমবাতি জ্বলার মতো।

সিপিএমে কিছু লোকজন দেখা গেলেও ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন নেই। রেজিমেন্টেড পার্টি বলে যারা দাবি করত, তাদের এই অবস্থা হলে হেরে যাওয়ার দু'মাসের মধ্যে তৃণমূল দলটা কার্যত উধাও হয়ে যাওয়ায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, ক্ষমতা আর ধান্দা সেখানে ছিল মূল কথা। সুবিধাবাদী, ধান্দাবাজরা রাতারাতি গা-ঢাকা দিয়েছেন। দলের দরজাটা খুললে এতদিন বিজেপিতে এঁদের ভিড় লেগে যেত।

মোদ্দা কথা হল, আসল-নকল যাই হোক, তৃণমূল দলটার অস্তিত্ব জনাকয়েক বিধায়ক, সাংসদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনভিত্তি রাতারাতি গায়েব। দলটাও কার্যত তাই।

তেকাঠির নীচে নিঃশব্দ যোদ্ধা
ভাঙা আঙুলেই ডিবুর লড়াই

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ামি, ৩ জুলাই : তাঁকে আপনি মন উজাড় করে ভালোবাসতে পারেন, আবার তাঁর অদ্ভুত সব কীর্তিকলাপের জন্য তাঁকে অপছন্দও করতে পারেন। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়- তাঁকে আপনি কোনওভাবেই উপেক্ষা করতে পারবেন না! তিনি এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, ফুটবল বিশ্বের আদরের এবং ত্রাসের 'ডিবু'।

একটু পিছন ফিরে তাকানো যাক। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের সেই রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল। ঘড়ির কাঁটা আর কয়েক সেকেন্ড পরেই হয়তো থেমে যেত, আর তার সঙ্গেই হয়তো শেষ হয়ে যেত লিওনেল মেসির আজন্ম লালিত বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। কিন্তু ফ্রান্সের আক্রমণভাগের সামনে সেদিন অবিশ্বাস্য ত্রাতা হয়ে দেখা দিয়েছিলেন এই মার্টিনেজ। ফ্রান্সের র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানির শট অন্তিম মুহূর্তে তিনি সেই অতিমানবিক সেভ না করলে, মেসির মাথায় হয়তো কোনও দিনই বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মুকুট উঠত না। কাতারের সেই সোনালি অধ্যায়ের পর থেকে গত কয়েক বছরে তিনি বহুবার খবরের শিরোনামে এসেছেন। তবে তার সবটা যে শুধু ফুটবলীয় কারণে, তা নয়। বরং তাঁর লাগামছাড়া বিতর্কিত উদযাপন, প্রতিপক্ষকে স্লেজিং করা আর বেপরোয়া আচরণের জন্য বারবার সমালোচিত হয়েছেন তিনি। কিন্তু যখনই বিশ্বকাপের মঞ্চ আসে, ডিবু যেন নিজের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এক সম্পূর্ণ অন্য অবতারে। জাতীয় দলের নীল-সাদা জার্সি গায়ে চাপালেই তিনি তেকাঠির নীচে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

২০২৬ সালের এই বিশ্বকাপেও মার্টিনেজ রয়েছেন স্বমহিমায়। কিন্তু মায়ামির মাঠে তাঁর প্রতিটি অসাধারণ সেভের পেছনে যে লুকিয়ে আছে এক চরম যন্ত্রণা, অনিশ্চয়তা আর নিঃশব্দ আত্মত্যাগের গল্প, তা আমরা ক'জন জানি?

বিশ্বকাপের ঠিক আগেই ডান হাতের অনামিকা ভেঙে যায় তাঁর। চিকিৎসকরা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন, অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু ডিবু জানতেন, অস্ত্রোপচার মানেই বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়া। ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার বেগে ছুটে আসা বল একটা ভাঙা আঙুল দিয়ে আটকানোর যন্ত্রণা ঠিক কতটা, তা শুধু একজন গোলরক্ষকই বোঝেন। তবু সব অনিশ্চয়তা আর শারীরিক যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, ভাঙা আঙুল নিয়েই খেলবেন। এ যেন এক পাগলপারা দেশপ্রেম! সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ডিবু নিজেই সেই যন্ত্রণার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন, 'আমি অস্ত্রোপচার না করার সিদ্ধান্ত নিই। সত্যি বলতে কী, আমার সময়টা খুব খারাপ কেটেছে। এখানে আসার পর শরীর এতটাই খারাপ ছিল যে, দলের সঙ্গে আমি একদিনও অনুশীলন করতে পারিনি। আমি এখনও স্পেশালিস্ট মার্টিন টোকালির সঙ্গেই আলাদা করে অনুশীলন করছি।'

ভাঙা আঙুলে স্প্লিন্ট লাগিয়ে গ্লাভস পরাটা যে কতটা অস্বস্তিকর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গ্লাভস ঢিলে হয়ে থাকে, বল গ্রিপ করতে সমস্যা হয়। ডিবুর কথায়, 'জেরোনিমো রুলি আর হুয়ান মুসো আমাকে ভলিবল দিয়ে অনুশীলন করতে সাহায্য করেছে। আঙুলে মারাত্মক ব্যথা লাগে, কিন্তু মাঠে নামলে আমি চেষ্টা করি সেসব ভুলে থাকতে। যখন অস্ত্রোপচারের কথা শুনেছিলাম, মাথায় হাজারটা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু কোচ স্কালোনি আমাকে ভরসা দিয়ে বলেছিলেন, যাই হয়ে যাক না কেন, উনি আমার পাশে আছেন। ওটাই আমাকে সাহস জুগিয়েছে।'

> গত রাতে ফিজিও কাপু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমার ফোলা আঙুল থেকে তরল বের করার চেষ্টা করেছে। সব কৃতিত্ব শুধু খেলোয়াড়দের নয়, নেপথ্যে থাকা এই মানুষগুলিরও।
>
> -এমিলিয়ানো মার্টিনেজ

মাঠের ভেতরে তাঁর শরীরী ভাষা যতই উদ্ধত হোক না কেন, তাঁর এই লড়াইয়ের নেপথ্যে রয়েছে চরম বিনয়। দলের ফিজিও থেকে শুরু করে সাপোর্ট স্টাফদের অকপটে কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। এক আবেগপ্রবণ মার্টিনেজ বলছিলেন, 'গত রাতে ফিজিও কাপু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমার ফোলা আঙুল থেকে তরল বের করার চেষ্টা করেছে। সব কৃতিত্ব শুধু খেলোয়াড়দের নয়, নেপথ্যে থাকা এই মানুষগুলিরও।'

ফুটবলের এই মহাযজ্ঞে যখন একেকটা দল নিজেদের সেরাটা নিংড়ে দিচ্ছে, তখন যন্ত্রণাকে সঙ্গী করে নীরবে লড়াই করে চলেছেন আর্জেন্টিনার এই নিঃশব্দ যোদ্ধা। আপনি তাঁকে নিয়ে বিতর্ক করতে পারেন, তীব্র সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু যখনই মেসিদের বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসে, তখন এই 'ডিবু' মার্টিনেজের চওড়া গ্লাভসজোড়াই হয়ে ওঠে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের শেষ আশ্রয়।

এদিন মেসির জন্য মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামের চারপাশটা যেন সকাল থেকেই নীল সমুদ্র। যার উপরে স্বপ্নিল ফেনার মতো সাদা ঢেউয়ের রাশি। হাজারে হাজারে আর্জেন্টিনা সমর্থক এসেছেন তাঁদের প্রিয় দলের জয় দেখতে। তবে এখানে একটা সমস্যা হল ম্যাচের খুব বেশি আগে স্টেডিয়াম খোলে না। এমনকি সাংবাদিকদের জন্যও না। সংবাদমাধ্যমের জন্য চার ঘণ্টা আগে। আর সাধারণ দর্শকদের জন্য তিন ঘণ্টা আগে খুলে দেওয়া হয় গেট। ফলে স্টেডিয়ামের চারপাশে ঘুরে বেড়ালেও মাঠে ঢুকতে পারছিলেন না সমর্থকরা। বাইরে থেকেই অবশ্য তাদের আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা বলে চিৎকার এবং সঙ্গে লিওনেল মেসির নামে জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ভিতরে তখন চলছে ম্যাচের আগের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। যেখানে একটু পরেই কাতারে কাতারে সমর্থক এসে খাবার, পানীয় এবং ফিফার নিজস্ব মার্চেন্ডাইজ কিনতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। সঙ্গে চলবে লাতিন আমেরিকান মিউজিক ও নাচ। আগেরদিন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো জিতে যাওয়ায় আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে চাপা আশঙ্কাও। তবে মুখে কেউই সেটা প্রকাশ করছেন না। বরং কাছে গেলেই সেই পরিচিত আওয়াজই আসছে, ভামোস ভামোস।

ইংল্যান্ড বনাম ভারত
দ্বিতীয় টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : ম্যাঞ্চেস্টার
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ম্যাঞ্চেস্টার মহারণেও
সাজঘরে থাকছেন বৈভব
ইঙ্গিত মরকেলের

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩ জুলাই : আয়ারল্যান্ডে 'অবাক' সিরিজ হারের যন্ত্রণা রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞাও।

সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েই চেস্টার-লি-স্ট্রিটের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার, শিবম দুবেরা রানও করেছিলেন। মূলত তাঁদের ব্যাটে ভর দিয়েই ভারতীয় দল প্রথমে ব্যাটিং করে ১৮৯/৭ রানও করেছিল।

> আমাদের দলে অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রয়েছেন। যাঁরা কয়েক মাস আগে টি২০ বিশ্বকাপও জিতিয়েছেন দলকে। ফলে তাঁদের সুযোগ তো দিতেই হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের দলে দুনিয়ার এক নম্বর ব্যাটারও রয়েছেন।
>
> -মর্নি মরকেল

ভারতীয় ইনিংস শেষের পরই শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টির কবলে পড়ে ভেস্তে যায় সিরিজের প্রথম টি২০ ম্যাচ। ফলে ভারত ও ইংল্যান্ড, কুড়ির ক্রিকেটে দুই দলের বাইশ গজের লড়াই এখনও শুরু হয়নি বললে খুব একটা ভুল হয়তো হবে না।

শনিবার ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে টি২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত-ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় ম্যাচ শুরুর আগেও একইভাবে ক্রিকেটমহলে ঘুরছে জোড়া প্রশ্ন। এক, আয়ারল্যান্ড সিরিজের ব্যর্থতা কাটিয়ে ভারতীয় দল কি সাফল্যের সরণিতে ফিরতে পারবে? দুই, বৈভব সূর্যবংশীর কি কাল আন্তর্জাতিক অভিষেক হতে পারে? নাকি আগামীকালও ভারতীয় ক্রিকেটের বিস্ময় কিশোরকে সাজঘরেই কাটাতে হবে? ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে আজ সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে নির্দিষ্টভাবে বৈভবকে খেলানোর কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। বরং দলের

অনুশীলন করলেও দ্বিতীয় টি২০-তে প্রিন্স যাদবের শিকে ছিঁড়বে কি না নিশ্চিত নয়।

অন্দরের একটি সূত্রের দাবি, বৈভবের আন্তর্জাতিক অভিষেকের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হতে চলেছে।

কালও বৈভবকে সাজঘরে বসে থাকতে হলে বিস্ময় কিশোরকে নিয়ে চলা বিতর্ক ফের নতুনভাবে শুরু হবে। যদিও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচের প্রথম একাদশের কম্বিনেশনে বদল আনতে চাইছে না। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বোলিং কোচ মর্নি মরকেলও তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে একদিকে বৈভবের অপেক্ষা যেমন দীর্ঘ হচ্ছে, তেমনই ওল্ড ট্রাফোর্ডের মাঠে শনিবার দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচেও তিন স্পিনারেই নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। রানে না থাকা ওপেনার সঞ্জু স্যামসনও আগামীকাল ফের একটি সুযোগ পেতে চলেছেন। দলের টপ অর্ডার ব্যাটিং নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ থাকলেও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বিষয়টা পাত্তাই দিচ্ছে না। যার সুর দলের বোলিং কোচ মরকেলের গলায়। মরকেলের কথায়, 'আমাদের দলে অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রয়েছেন। যাঁরা কয়েক মাস আগে টি২০ বিশ্বকাপও জিতিয়েছেন দলকে। ফলে তাঁদের সুযোগ তো দিতেই হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের দলে দুনিয়ার এক নম্বর ব্যাটারও রয়েছেন।' বৈভবকে হয়তো সুযোগের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে, এমন ইঙ্গিত দিয়ে মরকেল বলেছেন, 'দারুণভাবে দলের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বৈভব। অনুশীলনেও দারুণ করছে ও। সময় হলেই সুযোগ আসবে ওর জন্য।' এদিকে, বৈভবকে আন্তর্জাতিক অভিষেকের জন্য আরও অপেক্ষা করতে হলেও আগামীকাল ইংল্যান্ডের জোরে বোলার জোশ টাঙ্গের টি২০ অভিষেক হচ্ছে। দলে ফিরছেন জোফ্রা আর্চারও।

বিশ্বকাপে চ্যালেঞ্জ শেষ এশিয়ার
ইতিহাস গড়ে প্রি-কোয়ার্টারে মিশর

মিশর- ১ (আশৌর)
অস্ট্রেলিয়া-১ (হ্যানি-আত্মঘাতী)

(টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জয়ী মিশর)

ডালাস, ৩ জুলাই : এবারের বিশ্বকাপে মিশরের প্রথম গোল এসেছিল এমাম আশৌরের থেকে। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে সেদিন অবশ্য ১ পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল ফারাওদের। শুক্রবার ২৯ বছরের আশৌর ফের একবার স্কোরশিটে নাম তুললেন। তারপরও একটা সময়ে মহম্মদ হ্যানির আত্মঘাতী গোলে তারা চাপে পড়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জিতে মিশর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পা রাখল। বিশ্বকাপে ফারাওয়ের দেশের নকআউটে এটাই প্রথম জয়।

চলতি বিশ্বকাপ মিশরের কাছে রূপকথার মতো। টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম জয় তারা এবারই পেয়েছে। গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে নকআউটেও এবারই প্রথমবার পদার্পণ তাদের। শুক্রবার ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামে এহেন সোনালি সফর বজায় থাকল আফ্রিকার দেশটির। মিশরের কোচ হোসাম হাসান নিউজিল্যান্ড ম্যাচ থেকে দলের সুপারস্টার মহম্মদ সালাহকে অনভ্যস্ত নম্বর টেন পজিশনে খেলিয়েছেন। এদিন অবশ্য তাঁকে পছন্দের রাইট উইংয়ে নামান হাসান। কিন্তু গোটা ম্যাচে সালাহকে যথেষ্ট ম্যাড়মেড়ে লাগল। ওমর মারমৌশের সঙ্গে জায়গা অদলবদল করা ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না সালাহর থেকে। লিভারপুল তারকার 'অফ ডে'-তে মিশরের আক্রমণভাগকে নেতৃত্ব দিলেন আশৌর। প্রথমার্ধে দাপট দেখানো মিশর ১৩ মিনিটে বক্সের বাইরে ফ্রি কিক পায়। আশৌরের শট অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণে ধাক্কা খেয়ে ফিরলে কারিম হাফেজের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে মিশরকে এগিয়ে দেন আশৌর।

বিরতির পর ম্যাচে ফেরে অস্ট্রেলিয়া। নেসট্রয় ইরানকুন্ডা, ক্রিশ্চিয়ান ভলপাটো, জ্যাকসন আরভিনরা মিশরের বক্সে ক্রমাগত চাপ বাড়াতে থাকেন। 'সকারু'-দের গোলটাও তারই ফসল। অস্ট্রেলিয়ার সেটপিস থেকে গোল করার স্ট্র্যাটেজি অবশেষে সপ্তম ফ্রি কিকে এসে সফল হয়। অধিনায়ক হ্যারি সাউটারের ফ্রি কিক মিশরের ডিফেন্ডার হ্যানির মাথায় লেগে জালে জড়িয়ে যায়। টাইব্রেকারে জয় পেতে অজিরা ১২০ মিনিট ধরে দলকে বাঁচিয়ে আসা গোলকিপার প্যাট্রিক বিচের পরিবর্তে ম্যাথু রায়ানকে তিন কাঠির নীচে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তিনি চার শটের একটিও সেভ করতে পারেননি। সঙ্গে টাইব্রেকারে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম কিকেই হ্যারি শুটার বল বাইরে মারেন। পরে চার নম্বর শটে লুকাস হেরিংটন বারে মারেন। যা অজিদের বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পথ তৈরি করে দেয়। সেইসঙ্গে এবারের বিশ্বকাপে চ্যালেঞ্জ শেষ হয়ে গেল এশিয়ার।

মিশরকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস এমাম আশৌরের (৮)।

সূর্যবংশীকে নিয়ে চলতি 'বিতর্কে' অসন্তুষ্ট কপিল

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই : গতবছর আইপিএলে পা রাখা থেকে প্রচারের আলো তাঁর ওপর। বয়সের বাঁধা সরিয়ে বিশ্বের তাবড় তাবড় বোলারকে অনায়াসে গ্যালারিতে ফেলার দৃশ্যে মজেছে ক্রিকেট বিশ্ব। সেই পারদ চড়িয়েছে বৈভব সূর্যবংশীর সম্ভাব্য ভারতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক নিয়ে চর্চা।

ক্রিকেট বিশ্ব যে বিতর্কে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত যে ইস্যুতে। কারও মতে, এখনই বৈভবকে খেলানো উচিত। কারও যুক্তি, দলের সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করুক আগে। তারপরই নাহয় ভারতীয় দলের টুপি তুলে দেওয়া হোক 'ইউনিভার্সাল বেবি বস'-এর হাতে।

আর বৈভবকে নিয়ে চলতি যে বিতর্কে অসন্তুষ্ট ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। বৈভবের প্রতিভাকে শচীন তেন্ডুলকার, বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা করেও অযথা বিতর্কের কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। ভারতীয় কিংবদন্তির যুক্তি, আইপিএলের টি২০-তে ছাপ রেখেছেন। তবে বৈভবের আসল পরীক্ষা টেস্ট ও ওডিআই ক্রিকেটেই।

কপিলের সাফ কথা, 'ওকে খুব বেশি খেলতে দেখিনি। যতটুকু দেখেছি, তাতে বিরাট প্রতিভা, এই নিয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। তবে আমরা প্রচুর কথা বলছি। অনেক বড় বড় ভবিষ্যদ্বাণীও করছি। যদিও আমার মতে, এই মুহূর্তে বৈভবকে কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। অল্প বয়স। সবকিছু ওর পক্ষে বোঝাও সম্ভব নয়। তাই বৈভবকে ঘিরে এত প্রচার, বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া উচিত আমাদের।'

শচীন-বিরাটের সঙ্গেও তুলনা টেনে কপিলের দাবি, 'যদি বৈভবের প্রতিভা নিয়ে কথা বলতে হয়, তাহলে ও শচীন, বিরাটের মতোই প্রতিভাবান। তার প্রতিফলন দেখতে পাই ওর খেলাতে, যা আপাতত টি২০-তেই সীমাবদ্ধ। বাকি ফরম্যাটে এখনও নিজেকে প্রমাণ করা বাকি বৈভবের। অবশ্য টি২০-তে যত দ্রুত সম্ভব খেলানো উচিত। বয়স নয়, ওর দক্ষতাকে গুরুত্ব দিক ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।'

গম্ভীরদের সিদ্ধান্তে অবাক এবি

এবি ডিভিলিয়ার্স আবার মনে করেন, আয়ারল্যান্ড সিরিজেই বৈভবের অভিষেক হওয়া উচিত ছিল। প্রাক্তন প্রোটিয়া তোরকা বলেছেন, 'আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে না খেলানো দুর্ভাগ্যজনক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রথম স্বাদের ক্ষেত্রে পারফেক্ট মঞ্চ ছিল বৈভবের জন্য। বাকি খেলোয়াড়দের মতোই ও প্রতিটি ধাপে নিজেকে প্রমাণ করে এই জায়গায় এসেছে। আইপিএলে দুর্দান্ত সাফল্যের পর আয়ারল্যান্ডের মতো পিছনের সারির দলের বিরুদ্ধে খেলালে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারত বৈভব।'

ইংল্যান্ড ওডিআই দলেও কোলস

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩ জুলাই : ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের দল ঘোষণা করে দিল ইংল্যান্ড। ভারতীয় সময় আজ বিকেলে ইংল্যান্ডের ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা হয়েছে। অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের নেতৃত্বাধীন দলে চমক হিসেবে রয়েছেন এখনও আন্তর্জাতিক অভিষেক না হওয়া সাসেক্সের অলরাউন্ডার জেমস কোলস। ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের পর ওডিআই দলেও তাঁকে নেওয়া হয়েছে।

বিলেতের ক্রিকেট মহলের দাবি, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের তুরুপের তাস হতেই পারেন কোলস। জোশ টাঙ্গকেও দলে রাখা হয়েছে। গত বছর ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হওয়া টাঙ্গের এখনও একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয়নি। আসন্ন সিরিজে জোফ্রা আর্চারের সঙ্গে টাঙ্গ বোলিং ওপেন করবেন বলে খবর। পাশাপাশি বেন ডাকেটের সঙ্গে জ্যাকব বেথেল ইংল্যান্ডের হয়ে ইনিংস ওপেন করবেন আসন্ন সিরিজে। ব্রাইডন কার্স, জ্যাক ক্রলি ও জেমি ওভার্টন বাদ পড়েছেন ইংল্যান্ডের ওডিআই দল থেকে।

ঘোষিত ইংল্যান্ড দল : হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), রেহান আহমেদ, জোফ্রা আর্চার, গাস অ্যাটকিনসন, টম ব্যান্টন, জ্যাকব বেথেল, জস বাটলার, জেমস কোলস, স্যাম কুরান, লিয়াম ডসন, বেন ডাকেট, উইল জ্যাকস, সাকিব মাহমুদ, আদিল রশিদ, জো রুট ও জোশ টাঙ্গ।

নাদালদের ক্লাবে তরুণ জোডার

লন্ডন, ৩ জুলাই : উইম্বলডনের সবুজ গালিচায় আরও এক স্প্যানিশ তরুণের উত্থান। প্রথমবার উইম্বলডনে নেমেই চমকে দিলেন ১৯ বছরের রাফায়েল জোডার। পাঁচ সেটের লড়াইয়ে স্পেনেরই পাবলো কারেনা বুস্টাকে পরাস্ত করেন তিনি। রাফায়েল নাদাল এবং কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার পর ওপেন যুগে স্পেনের তৃতীয় খেলোয়াড় হিসাবে উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে জায়গা করে নিলেন জোডার। স্বদেশি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে তরুণ জোডারকে। বুধবার আলো কমে যাওয়ায় ম্যাচ যখন স্থগিত ঘোষণা করা হয়, সেই সময় পিছিয়ে জোডার। বৃহস্পতিবার কোর্টে নেমে দারুণ মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি।

সেমিফাইনালে ড্রিম এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাবের ১৬ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ড্রিম এফসি। শুক্রবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে বিবাদী ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। গোল করে ম্যাচের সেরা আয়ুষ মণ্ডল। শনিবার প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ড্রিম এফসি ও রায় ফুটবল এফসি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট ফুটবল অ্যাকাডেমির মুখোমুখি হবে উজ্জ্বল সংঘ ফুটবল অ্যাকাডেমি।

ম্যাচের সেরা আয়ুষ মণ্ডল।

ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনেই ডার্বি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুলাই : শুক্রবার আসন্ন ডুরান্ড কাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করল আয়োজকরা। ২৫ জুলাই ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ডের উদ্বোধনী ম্যাচেই মুখোমুখি হচ্ছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও ইস্টবেঙ্গল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মহারণ শুরু বিকেল পাঁচটায়। গ্রুপ পর্বে সবুজ-মেরুনের বাকি দুই ম্যাচ ৪ ও ১০ অগাস্ট। ইস্টবেঙ্গল বাকি দুইটি ম্যাচ খেলবে ৩১ জুলাই ও ৭ অগাস্ট। এদিকে চলতি বছরের শুরুতেই আনোয়ার আলি ইস্যুতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের (ক্যাস) দ্বারস্থ হয়েছিল মোহনবাগান। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ১৮ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত শুনানির দিন ধার্য করেছে ক্যাস। ওইদিনই হয়তো আনোয়ারের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যাবে।

লিগেও নেই ডায়মন্ড! : আসন্ন কলকাতা ফুটবল লিগেও অনিশ্চিত ডায়মন্ড হারবার এফসি-র অংশগ্রহণ। জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হচ্ছে ঘরোয়া লিগ। ডায়মন্ডকে রেখেই গ্রুপ বিন্যাস করা হয়েছে। আইএফএ-র তরফে চিঠি পাঠিয়ে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছিল ক্লাবগুলিকে। তবে ডায়মন্ড হারবার ও শ্রীভূমি এফসি কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

জুটিতে দাপট সাই-দেবদত্তের

শ্রীলঙ্কা 'এ'-৩৬৬ ভারত 'এ'-২৪৭/১ (দ্বিতীয় দিনের শেষে)

গল, ৩ জুলাই : শ্রীলঙ্কা 'এ' দলের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্টে সুবিধাজনক জায়গায় ভারতীয় 'এ' দল। প্রতিপক্ষকে ৩৬৬ রানে গুটিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ভারতের স্কোর ২৪৭/১। বি সাই সুদর্শন ১০৪ রান করে খেলছেন। সঙ্গী দেবদত্ত পাডিক্কালের নামের পাশে অপরাজিত ৯৪। ওপেন করতে নেমে আমন মোখাড়ে (৩৮) ফেরার পর অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে সুদর্শন-দেবদত্ত ১৮১ রান যোগ করেন।

দ্বিতীয় দিনের শুরুটা অবশ্য একান্তভাবে ভারতের দুই বোলার পাঞ্জাবের পেসার গুরনুর ব্রার ও মধ্যপ্রদেশের অফস্পিনার সারাংশ জৈনের। ২৮৮/৫ স্কোর থেকে খেলতে নেমে শ্রীলঙ্কা 'এ' দল ৭৮ রানে বাকি ৫ উইকেট হারায়। এদিন আরও তিনটি উইকেট নেন ব্রার (৭৭/৪)। দিনের বাকি দুই শিকার সারাংশের (৯২/৪)। যশ ঠাকুর দুই উইকেট নেন। প্রতিপক্ষ দলের অধিনায়ক সাহান আরাচ্চিগে ১২৭ রান করেন।

---

১০ বছর পর ফিরেই চ্যাম্পিয়ন জিটিএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের সুপার সিক্সে চ্যাম্পিয়ন হল জিটিএসসি। শুক্রবার লিগের শেষ খেলায় তারা ১-১ গোলে ড্র করে তরুণ তীর্থের সঙ্গে। ৬ মিনিটে রজতের গোলে তরুণ তীর্থ এগিয়ে যায়। ৬৬ মিনিটে খোকন রায় সমতায় ফেরান জিটিএসসি-কে। ম্যাচের সেরা হয়ে জিটিএসসি-র নৈরেন্দ্র ছেত্রী পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি। ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ জানিয়েছেন, জিটিএসসি, তরুণ তীর্থ ও মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ১১ পয়েন্টে শেষ করেছে। তবে গোলপার্থক্যের ভিত্তিতে জিটিএসসি-কে চ্যাম্পিয়ন ও তরুণ তীর্থকে রানার্স ঘোষণা করা হয়েছে। মিলনপল্লি পেয়েছে ফেয়ার প্লে ট্রফি।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর জিটিএসসি-র সচিব তাপস মৈত্র বলেছেন, '১০ বছর পর ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল লিগে ফিরলাম আমরা। একটা বিতর্কিত ঘটনায় জড়িয়ে আদালতে মামলা চলায় এতদিন ফুটবল লিগে নামতে পারিনি আমরা। ফিরেই প্রথম ডিভিশনে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুপার ডিভিশনে ফিরলাম।' চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি নিয়ে জিটিএসসি-র ফুটবলার, কর্মকর্তা, সদস্যরা আতসবাজি ফাটাতে ফাটাতে, ব্যান্ড পার্টি বাজিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন থেকে ক্লাবে ফেরেন। সেই কথা তুলে ধরে তাপসের সংযোজন, 'আজ ক্লাবের সবাই খুব খুশি। ফুটবলার, আমাদের ফুটবল সচিব দেবাঞ্জন দাস ও শুভানুধ্যায়ীদের পরিশ্রম-প্রার্থনায় আজ আমরা চ্যাম্পিয়ন। খুব তাড়াতাড়ি সবাইকে নিয়ে বিজয়োৎসব করা হবে।'

প্রথম ডিভিশনের ট্রফি নিয়ে উচ্ছ্বসিত জিটিএসসি-র ফুটবলাররা।

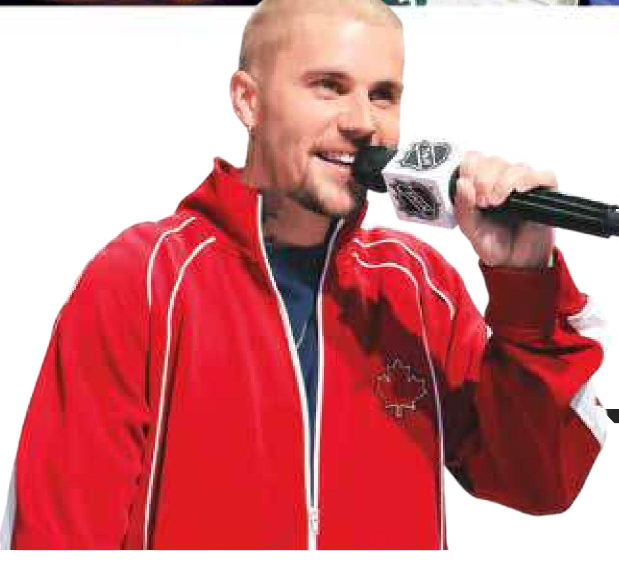

ফুটবল মঞ্চে গ্ল্যামারের ছটা
ফাইনালে চমক জাস্টিন বিবার

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ামি, ৩ জুলাই : ফিফা বিশ্বকাপ কি শুধুই নব্বই মিনিটের খেলা? একেবারেই নয়। ফুটবল এখন আক্ষরিক অর্থেই এক কার্নিভাল। সাধারণ আমেরিকানদের মধ্যে ফুটবল-জ্বর ততটা না থাকলেও, হলিউডের তারকামহলে উন্মাদনার কোনও খামতি নেই। গ্যালারিতে তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি টুর্নামেন্টের আকর্ষণকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিচ্ছে।

এই গ্ল্যামারের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে ১৯ জুলাই, নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামের ফাইনালে। ম্যাডোনা, শাকিরা এবং বিটিএস-এর পারফরমেন্স একপ্রকার চূড়ান্ত। কিন্তু আসল চমক হিসেবে ফিফা আনতে চাইছে পপ-আইকন জাস্টিন বিবারকে। কোচেলা ফেস্টিভাল মাতানোর পর বিবার যদি ফাইনালে আসেন, তবে তা টুর্নামেন্ট ঘিরে ওঠা যাবতীয় সমালোচনা ভুলিয়ে দিতে বাধ্য। তবে, এই তারকা সমাবেশের নেপথ্যে রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য। হাফ টাইমের এই অনুষ্ঠানের আয়ের প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার তুলে দেওয়া হবে 'গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ড'-এর হাতে, যা দিয়ে বিশ্বজুড়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের পড়াশোনা ও ফুটবল কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

মাঠের বাইরের এই জৌলুস গ্যালারিতেও সমানভাবে ঠিকরে পড়ছে। স্পেনের ৩-০ গোলের জয়কে রীতিমতো 'ডেট নাইট' হিসেবে উদযাপন করেছেন পেনেলোপ ক্রুজ ও জেভিয়ার বারদেম। চোখে রোদচশমা আর মাথায় বেসবল টুপি দিয়ে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করলেও, স্প্যানিশ গায়িকা রোসালিয়ার সঙ্গে তাঁদের উচ্ছ্বাস নজর এড়ায়নি ক্যামেরার। অন্যদিকে, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার ম্যাচে ডেভিড এবং ভিক্টোরিয়া বেকহ্যামের সঙ্গে ভিআইপি বক্সে আড্ডা দিতে দেখা গেছে হলিউড সুপারস্টার টম ক্রুজকে। বেভারলি হিলসের প্রতিবেশী বেকহ্যামদের সঙ্গে ক্রুজের পারিবারিক রসায়ন গ্যালারিতেও অটুট।

আমেরিকা বনাম তুরস্কের ম্যাচে হাজির ছিলেন ব্র্যাড পিট ও প্যারিস হিলটন। ফিফার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর সালমা হায়েক শুধু মেক্সিকোর উদ্বোধনেই নন, নিয়মিত গ্যালারিতে হাজির থাকছেন। দুই ছেলেকে নিয়ে নিজের দেশ কলম্বিয়ার পাশাপাশি আর্জেন্টিনার ম্যাচেও গলা ফাটাচ্ছেন শাকিরা।

মজার ব্যাপার হল, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ডালাসের স্টেডিয়ামেই এই তারকাদের সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। নিউ ইয়র্কের বদলে আধুনিক পরিকাঠামোয় ঘেরা এই দুই মাঠই যে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর পাশাপাশি সেলিব্রিটিদেরও প্রথম পছন্দ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না!

আলজিরিয়াকে উড়িয়ে সুইস মাস্টারক্লাস

সুইৎজারল্যান্ড-২ (এমবোলো, এনডোয়ে)
আলজিরিয়া-০

ভ্যাঙ্কুভার, ৩ জুলাই : কোনও বাড়তি উত্তেজনা বা নাটকীয়তা নয়, বরং নিখুঁত কৌশল আর প্ল্যানিংয়ের জোরে আলজিরিয়াকে অনায়াসে ২-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল সুইৎজারল্যান্ড। ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে টানা চতুর্থবারের মতো বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার এই কৃতিত্ব সুইসদের ফুটবলীয় শৃঙ্খলারই এক চমৎকার উদাহরণ। চলতি বিশ্বকাপে এই প্রথমবার টানা তিনটি ম্যাচ জয়ের স্বাদ পেল তারা।

মজার বিষয় হল, এদিন সুইৎজারল্যান্ডের ডাগআউটে ছিলেন কোচ মুরাত ইয়াকিন, আর প্রতিপক্ষ আলজিরিয়ার কোচ ছিলেন ভ্লাদিমির পেটকোভিচ-যিনি ২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত টানা সাত বছর সুইসদেরই দায়িত্বে ছিলেন। নিজের পুরোনো দলের নাড়িনক্ষত্র জানা পেটকোভিচ হয়তো সুইসদের আটকানোর ছক কষেছিলেন, কিন্তু ইয়াকিনের 'ট্যাকটিক্যাল মাস্টারক্লাস'-এর সামনে তা ধোপে টেকেনি। প্রতিপক্ষকে নিজেদের অর্ধে টেনে এনে আচমকা প্রতি আক্রমণে ওঠার যে ফাঁদ ইয়াকিন পেতেছিলেন, তাতেই পা দেয় আলজিরিয়া। ১০ মিনিটে প্রতি আক্রমণে বাঁদিক দিয়ে বল নিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েন ২০ বছরের তরুণ জোহান মানজাম্বি। তাঁর নিখুঁত পাস থেকে বল জালে জড়িয়ে সুইসদের এগিয়ে দেন ব্রিল এমবোলো।

প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ার পর আলজিরিয়ার কোচ হয়তো বিরতিতে দলকে নতুন কোনও মন্ত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু ৪৬ মিনিটে সেই আশায় জল ঢেলে দেন ড্যান এনডোয়ে। আলজিরিয়ার ডিফেন্ডার রাফিক বেলঘালির একটি ভুল ক্লিয়ারেন্স থেকে বক্সের কাছে বল পেয়ে গোলকিপার লুকা জিদানকে পরাস্ত করে ব্যবধান ২-০ করেন এই উইঙ্গার। এরপর অধিনায়ক গ্রানিথ জাকার নেতৃত্বে সুইসরা মাঝমাঠে পাঁচজনের একটি জমাট রক্ষণ তৈরি করে। বলের দখল ছেড়ে দিয়ে আলজিরিয়াকে আক্রমণের আমন্ত্রণ জানালেও, সুইসদের সেই জমাট দেওয়াল ভাঙার মতো কোনও সুযোগই তৈরি করতে পারেননি রিয়াদ মাহরেজরা।

> শুরুতে কিছুটা চাপে থাকলেও আমরা দারুণ একটা দলীয় গোল পেয়েছি। আলজিরিয়া শক্তিশালী দল, তবে ক্লিনশিট রেখে ম্যাচ জেতাটাই সবচেয়ে তৃপ্তির।
>
> -ব্রিল এমবোলো

ম্যাচসেরা এমবোলো স্বস্তির সুরে বলেছেন, 'শুরুতে কিছুটা চাপে থাকলেও আমরা দারুণ একটা দলীয় গোল পেয়েছি। আলজিরিয়া শক্তিশালী দল, তবে ক্লিনশিট রেখে ম্যাচ জেতাটাই সবচেয়ে তৃপ্তির।' অন্যদিকে, হারের পর আলজেরিয়ার তারকা উইঙ্গার মাহরেজ আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা করে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'নিজেদের ভুলেই আমরা গোল খেয়েছি। এই স্তরের ফুটবলে এমন ভুল ক্ষমার অযোগ্য। এটাই আলজিরিয়ার হয়ে আমার শেষ ম্যাচ।'

জয়ের এই অটুট আত্মবিশ্বাসকে সঙ্গী করে সুইৎজারল্যান্ড ৭ জুলাই ভ্যাঙ্কুভারেই শেষ ষোলোর মহারণে নামবে। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সেই লড়াইয়ে তাদের সামনে প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকবে কলম্বিয়া অথবা ঘানা।

সুইৎজারল্যান্ডকে ২-০ এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস ড্যান এনডোয়ের।

অ্যাজটেকার দুর্গে ইংরেজরা

উচ্চতা, আবেগ ও কর্মফল

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

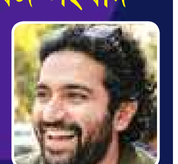

বাপ্পাদিত্য সাহা

মেক্সিকো সিটি, ৩ জুলাই : পাসেও দে লা রেফোর্মা সরণি দিয়ে হাঁটার সময় আকাশছোঁয়া বহুতলগুলির দিকে তাকালে নিজেকে বড্ড ক্ষুদ্র মনে হয়। মেক্সিকো সিটির এই কংক্রিটের অরণ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার মিটারের বেশি উচ্চতায় পাতলা বাতাসে এমনিতেই শ্বাস নিতে কিছুটা কষ্ট হয়। আর সেই পাতলা বাতাসের সঙ্গে যখন অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামের গগনভেদী গর্জন মেশে, তখন প্রতিপক্ষের জন্য তা এক ভয়ংকর অশনিসংকেত হয়ে দাঁড়ায়। হ্যারি কেনের জাদুতে ডিআর কঙ্গোকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় ওঠা ইংল্যান্ডের জন্য এই মেক্সিকো তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক যুদ্ধক্ষেত্র হতে চলেছে।

মেক্সিকোর কাছে শেষ ষোলোর এই গণ্ডিটা চিরকালই এক অলঙ্ঘনীয় হার্ডল। বারবার ঠিক এই জায়গাতেই তাদের বিশ্বকাপ স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়েছে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। নিজেদের ঘরের মাঠে, দুর্ভেদ্য অ্যাজটেকা দুর্গে সেই ইতিহাস বদলাতে মরিয়া তারা। এই স্টেডিয়ামের সবুজ গালিচায় মেক্সিকো প্রায় হারেই না। টমাস টুচেলের ইংল্যান্ড বিলক্ষণ জানে, এই উচ্চতায় তারা কতটা হাঁসফাঁস করবে। এখানকার বাতাসে বলের গতিপথও বদলে যায়, বল ভাসে একটু বেশি। তাই উচ্চতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার মরিয়া চেষ্টায় তারা শুক্রবারই চলে আসছে এই শহরে।

তবে ইংরেজদের ভয় শুধু উচ্চতা বা অ্যাজটেকা নিয়ে নয়, তাদের বড় ভয় মেক্সিকান সমর্থকদের লাগামছাড়া প্যাশন নিয়ে। গত সপ্তাহে ইকুয়েডর দলের হোটেলের বাইরে মেক্সিকান সমর্থকরা লাউডস্পিকার, হর্ন আর মোটর সাইকেলের শব্দে যে বিনিদ্র রাত উপহার দিয়েছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়েছে থ্রি লায়ন্স। তাই এবার ইংল্যান্ডের হোটেলের নাম সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে। ফুটবলারদের শান্তিতে ঘুমোনোর জন্য থাকছে হোয়াইট নয়েজ মেশিন আর ইয়ারপ্লাগ।

এই রাজপথ আর কংক্রিটের জঙ্গলে কান পাতলে এখনও ৪০ বছর আগের এক অদ্ভুত ইতিহাস শোনা যায়। ১৯৮৬ সালে এই অ্যাজটেকাতেই দিয়েগো মারাদোনার সেই বিখ্যাত 'হ্যান্ড অফ গড' আর শতাব্দীসেরা গোলের কাছে পরাস্ত হয়ে বিদায় নিয়েছিল ইংল্যান্ড। টুচেল মনে করছেন, প্রকৃতির এক অমোঘ নিয়ম বা কর্মফল এবার তাদের সহায় হবে। তাঁর বিশ্বাস, সেদিনের সেই বঞ্চনার জবাব এবার এই মাঠেই ফেরত পাবে ইংল্যান্ড।

ফুটবল এখানে পৃথিবীর সব পথকে এক করে দিয়েছে। মেক্সিকোর আবেগ বনাম ইংরেজদের নিখুঁত পরিকল্পনা আর কর্মফলের হিসাব মেলানোর এই লড়াইয়ে কে জিতবে, তা সময় বলবে।

অনুশীলনের ফাঁকে কোচিং স্টাফের সঙ্গে ইংল্যান্ডের ডেকলান রাইস।

প্রেডিকশন বক্স

কোয়ার্টার ফাইনাল

ফ্রান্স বনাম মরক্কো
(৯ জুলাই, বোস্টন)

স্পেন বনাম আমেরিকা
(১০ জুলাই, লস অ্যাঞ্জেলেস)

ব্রাজিল বনাম মেক্সিকো
(১১ জুলাই, মায়ামি)

আর্জেন্টিনা বনাম কলম্বিয়া
(১১ জুলাই, কানসাস সিটি)

সেমিফাইনাল

ফ্রান্স বনাম স্পেন
(১৪ জুলাই, ডালাস)

ব্রাজিল বনাম আর্জেন্টিনা
(১৫ জুলাই, আটলান্টা)

শেষ চারে কি ফ্রান্স-স্পেন, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা মহারণ?

বিশ্বকাপে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়

সান ফ্রান্সিসকো, ৩ জুলাই : প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের বল গড়ানো এখনও বাকি। নকআউটের এই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দাঁড়িয়ে শেষ আটের, এমনকি শেষ চারের ভবিষ্যদ্বাণী করাটা নিছকই বোকামি। সিলিকন ভ্যালিতে বসে সারাদিন ডেটা আর অ্যালগরিদম নিয়ে কাজ করলেও আজ ল্যাপটপটা একটু সরিয়ে রেখে ভাবছি, ফুটবলের উন্মাদনায় একটু দুঃসাহসী হতে দোষ কী! আজ তাই জ্যোতিষীর টুপি পরছি। ঝুঁকিটা প্রবল। এই আগাম হিসাব হয়তো মাঠের বাস্তবে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়তে পারে এবং কয়েকদিন পরে হয়তো পাঠকসমাজে রীতিমতো হাসির পাত্রে পরিণত হতে পারি। কিন্তু এই জল্পনা-কল্পনা আর অঙ্কের হিসাব মেলানোর মধ্যেই তো ফুটবলের আসল তৃপ্তি লুকিয়ে আছে।

রাউন্ড অফ ৩২-এর আগেও শেষ ষোলোর যে সম্ভাব্য সমীকরণ আমরা এঁকেছিলাম, তার প্রায় সবটাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে, শুধু একটা আচমকা ঝড়ে চুরমার হয়ে গিয়েছে জার্মানির স্বপ্ন। নিখুঁত পরিসংখ্যান আর মাঠের বাস্তবের যে বিস্তর ফারাক, তা জার্মানদের বিদায়ে আরও একবার প্রমাণিত। তবে ফুটবল তো থেমে থাকে না। তাই এবার একটু সাহসী হয়ে, প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের গণ্ডি পেরিয়ে দৃষ্টি আরও একটু দূরে প্রসারিত করা যাক।

বোস্টনের জিলেট স্টেডিয়ামে ফরাসি আভিজাত্যের মুখোমুখি হতে পারে মরক্কো। কিলিয়ান এমবাপের নেতৃত্বে ফ্রান্স দলটা এখন রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য। গতির সঙ্গে দক্ষতার মিশেলে প্রতিপক্ষকে দুমড়েমুচড়ে দেওয়াই তাদের স্বভাব। কিন্তু উলটোদিকে যদি মরক্কো থাকে, তবে পরিস্থিতি নিছকই কৌশলের ফ্রেমে বন্দি থাকবে না। মরক্কোর মারাকেশের অলিগলিতে ঘোরার সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে ফুটবলের যে অদম্য স্পিরিট আমি দেখেছি, ঠিক সেটাই এখন আফ্রিকান লায়ন্সদের খেলায় প্রতিফলিত হচ্ছে। নেদারল্যান্ডসকে ইতিমধ্যেই ছিটকে দিয়ে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে, হার-না-মানা মানসিকতা যে কোনও প্রতিপক্ষের দম্ভ মাটিতে নামিয়ে আনতে পারে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের সোফি স্টেডিয়ামে স্পেনের স্পর্ধার সামনে হয়তো দেওয়াল তুলবে আয়োজক আমেরিকা। ইউরোপ সেরাদের বিরুদ্ধে আমেরিকার বড় অস্ত্র হতে চলেছে ঘরের মাঠের প্রবল দর্শক-সমর্থন আর আপসহীন শারীরিক ফুটবল।

মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে আছড়ে পড়তে পারে এক নিখাদ মহাদেশীয় আবেগ। সেখানে ব্রাজিলের সাম্বা ছন্দের মুখোমুখি হতে পারে মেক্সিকো। আমি নিজে হলুদ জার্সির একনিষ্ঠ ভক্ত হলেও মানতে দ্বিধা নেই যে, ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের গতির বিরুদ্ধে মেক্সিকানদের জমাট রক্ষণ আর পালটা আক্রমণের এই চরম দ্বন্দ্ব গ্যালারিতে আগুন ধরাতে বাধ্য।

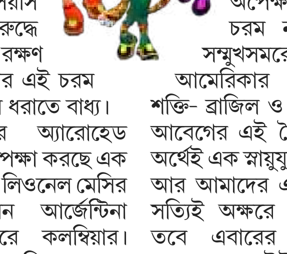

কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে হয়তো অপেক্ষা করছে এক ধ্রুপদী লাতিন মহারণ। লিওনেল মেসির নেতৃত্বে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হতে পারে কলম্বিয়ার। মেসির তীক্ষ্ণ ফুটবল-মস্তিষ্ক, দলের নিখুঁত কৌশল আর শেষবারের মতো বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষার সামনে কলম্বিয়ার আক্রমণাত্মক ছক এক চূড়ান্ত নাটকীয়তার জন্ম দিতে পারে। শেষ চারের টিকিট নিশ্চিত করতে মাঠের প্রতিটি ঘাসে মিশে থাকবে খেলোয়াড়দের ঘাম আর জল।

শেষ আটের এই সমীকরণগুলি যদি সত্যিই বাস্তবায়িত হয় তবে শেষ চারের যে লাইনআপ তৈরি হবে, তা দেখে মনে হতে পারে ফুটবলের এই চিত্রনাট্য বোধহয় শুধু হলিউডেই লেখা সম্ভব! আমার মন বলছে, ১৪ জুলাই ডালাসের মাঠে প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে দুই ইউরোপীয় শক্তি- ফ্রান্স ও স্পেন। কিলিয়ান এমবাপে-ওসমানে ডেম্বেলেদের গতির সঙ্গে লামিনে ইয়ামাল-পেড্রির সৃষ্টিশীলতার সেই লড়াই হতে পারে ইউরোপীয় ফুটবলের চূড়ান্ত বিজ্ঞাপন।

অন্যদিকে, ১৫ জুলাই আটলান্টায় হয়তো অপেক্ষা করছে আরও এক চরম নাটকীয়তা। সেখানে সম্মুখসমরে নামতে পারে লাতিন আমেরিকার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি- ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। চিরন্তন আবেগের এই দ্বৈরথ যেন আক্ষরিক অর্থেই এক স্নায়ুযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি। আর আমাদের এই জ্যোতিষচর্চা যদি সত্যিই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়, তবে এবারের ফাইনালে আমরা দেখতে পাব ইউরোপ বনাম লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের সেই চিরাচরিত চূড়ান্ত লড়াই।

বিশ্বকাপ আনকাট

বিজ্ঞানের চোখে রোনাল্ডোর জল ফেলা

বিশ্বকাপের ম্যাচে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে প্রায়ই দেখা যায় বোতল থেকে জল বা এনার্জি ড্রিংক মুখে নিয়ে গিলছেন না, বরং কিছুক্ষণ রেখে ফেলে দিচ্ছেন। ভক্তদের মনে প্রশ্ন জাগলেও, এর পেছনে রয়েছে খাঁটি বিজ্ঞান! একে বলা হয় 'কার্বোহাইড্রেট কার্ব রিন্সিং'। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কার্বোহাইড্রেট যুক্ত পানীয় মুখে নিয়ে কুলকুচি করলে মুখের রিসেপ্টরগুলি সরাসরি মস্তিষ্কে বার্তা পাঠায় যে শরীরে এনার্জি আসছে। এতে ক্লান্তি কমে এবং দম বাড়ে। তাছাড়া, হাই ইনটেনসিটি খেলার মাঝে বেশি জল খেলে পেট ভারী লাগতে পারে, তাই শুধু মুখ ফ্রেশ রাখতেই এই বৈজ্ঞানিক কৌশল ব্যবহার করেন সিআরসেভেন!

ক্রেন এনে ফ্যান উদ্ধার

খেলা দেখার উন্মাদনায় ১৩ ফুটের উঁচু পাঁচিল টপকে ফ্যান পার্কে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন এক মেক্সিকান তরুণী। কিন্তু মাঝপথে গিয়েই বুঝলেন, না পারা যাচ্ছে ওপরে উঠতে, না নীচে নামতে! অগত্যা মন্টেরির সেই ফ্যান পার্কের গেটে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করতে ডাকতে হল দমকল ও ক্রেন! শেষমেশ ক্রেনে করে তাঁকে নীচে নামানো হয়। ততক্ষণে অবশ্য সূর্য ডুবে গিয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর মেক্সিকোর ২-০ গোলের জয় উদযাপন করতে অবশ্য কোনও বাধা ছিল না তাঁর। তবে হাউসফুল ফ্যান পার্কে পাঁচিল টপকে 'ফ্রি'-তে খেলা দেখার এই চোটপাট এখন নেটপাড়ায় দারুণ ভাইরাল!

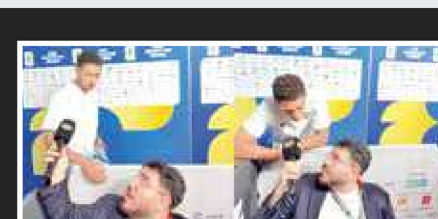

মন জয় করলেন জুডে

ডিআর কঙ্গোকে হারিয়ে ইংল্যান্ড নকআউটে পৌঁছানোর পর মিক্সড জোনে যখন সবাই উৎসবে মত্ত, তখন এক অন্য ছবির সাক্ষী থাকলেন সাংবাদিকরা। হুইলচেয়ারে বসা এক ভেনেজুয়েলান সাংবাদিক দূর থেকে জুডে বেলিংহামকে ডাকতেই, এই ইংলিশ তারকা সমস্ত ক্যামেরা উপেক্ষা করে তাঁর দিকে এগিয়ে যান। সম্প্রতি ভেনেজুয়েলায় ঘটে যাওয়া বিধ্বংসী ভূমিকম্পের শিকার সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, 'ভেনেজুয়েলার সবাইকে আমার অনেক অনেক ভালোবাসা ও শক্তি পাঠাচ্ছি।' মাঠে তো বটেই, মাঠের বাইরেও ২৩ বছরের এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা বুঝিয়ে দিলেন কেন তিনি ফুটবল বিশ্বের অন্যতম প্রিয় মুখ।

মেক্সিকোর হোটেল-যুদ্ধ

মেক্সিকো সিটিতে পা রাখার আগেই ইংল্যান্ড দলকে প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়ে রাখলেন মেক্সিকোর ফ্যানরা! এর আগে ইকুয়েডর ম্যাচের আগের রাতেও তাঁরা ইকুয়েডরের হোটেলের সামনে বাজি ফাটিয়ে, ড্রাম বাজিয়ে ফুটবলারদের ঘুম নষ্ট করে দিয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে ইকুয়েডর ২-০ গোলে হেরে যায়। এবার টমাস টুচেলের ইংল্যান্ড দলকেও একই ট্রিটমেন্ট দেওয়ার প্ল্যান কষেছেন তাঁরা। ব্রিটিশ মিডিয়ার খবর, ইংল্যান্ড তাদের হোটেলের নাম গোপন রাখতে চাইলেও মেক্সিকান সাংবাদিকরা নাকি তা ফ্যানদের কাছে ফাঁস করে দেবেন! তবে ইংলিশ প্লেয়াররা তৈরি-ব্যাগেই নাকি রয়েছে ইয়ার-প্লাগ, আই-মাস্ক আর হোয়াইট নয়েজ মেশিন!

বিদায় নাগেলসম্যান

প্যারাগুয়ের কাছে টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের ধাক্কায় শেষমেশ পদত্যাগই করলেন জার্মানির কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান! ফ্রাঙ্কফুর্টে ডিএফবি সদর দপ্তরে দীর্ঘ তিন ঘণ্টার এক গোপন বৈঠকের পর ৩৮ বছর বয়সি এই কোচ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। যদিও বরখাস্ত না হওয়ায় ৫ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন তিনি। আর তাঁর জায়গায় জার্মানির নতুন বস হিসেবে হট ফেভারিট জুরগেন ক্লপ! লিভারপুলের প্রাক্তন এই ম্যানেজার ইতিমধ্যেই নাকি গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছেন। জার্মান ফুটবলের এই মহাবিপর্যয়ের পর ক্লপ-ম্যাজিকে নতুন শুরুর অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব।

মাঠে আবার সিআরসেভেন ভক্ত

ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের ৮০ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো যখন মাঠ থেকে উঠে ডাগআউটে বসলেন, তখনই ঘটল এক নাটকীয় ঘটনা! পর্তুগালের পুরো কিট এবং পেছনে 'সিআর৭' লেখা জার্সি পরা এক খুদে ভক্ত সিকিউরিটি বলয় ভেঙে সোজা ডাগআউটের দিকে দৌড় লাগাল প্রিয় আইডলকে ছোঁয়ার জন্য! তবে রোনাল্ডোর কাছে পৌঁছানোর কয়েক মিটার আগেই তৎপর নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ধরে ফেলেন। ৪১ বছরের রোনাল্ডোর এটাই সম্ভবত শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, আর সেই আবেগ থেকেই এই খুদে ভক্তের এমন পাগলামি। নিরাপত্তারক্ষীরা অবশ্য তাকে কোনও রকম মারধর না করেই মাঠের বাইরে নিয়ে যান।

রিফিউজি থেকে রাজপ্রাসাদ

মায়ামিও বিষণ্ণ লুকার বিদায়ে

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ামি, ৩ জুলাই : মায়ামি থেকে টরন্টোর দূরত্ব বিস্তর। কিন্তু ভালোবাসার উত্তাপ হাজার মাইলের সেই ব্যবধান নিমেষেই মুছে দিতে পারে। মায়ামির ফোর্ট লডারডেল সৈকতের ধারের এক ছোট্ট ক্যাফেতে বসে খেলা দেখার সময় সুদূর কলম্বিয়া থেকে আসা কারিনার চোখের জল যেন সেই কথাই বলছিল। কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার ম্যাচের টানে মায়ামিতে এখন ভিনদেশিদের ভিড়। কিন্তু সৈকতের ক্যাফেগুলির টেলিভিশন স্ক্রিনে সবার চোখ তখন আটকে ছিল পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া ম্যাচে। ক্রোটদের গোলের পর লাতিন সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস বুঝিয়ে দিচ্ছিল, লিয়োনেল মেসির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে তারা কতটা অপছন্দ করে।

কিন্তু ম্যাচের গতিপ্রকৃতি বদলাতেই সেই উল্লাস পরিণত হয় তীব্র ক্ষোভে। পর্তুগালের পেনাল্টি লাভ এবং ক্রোয়েশিয়ার অন্তত তিনটি গোল বাতিলের সিদ্ধান্ত কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না দর্শকরা। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভারতীয় সমর্থক তো হতাশায় বলেই ফেললেন, 'পর্তুগালকে তো আজ বারোজনে খেলতে হল!'

রেফারির শেষ বাঁশির পর যখন ক্রোয়েশিয়ার অন্তিম গোলটিও বাতিল হল, টিভির পর্দায় ভেসে উঠল এক খর্বকায় মানুষের মুখ। তাঁর ম্লান হাসিতে লুকিয়ে ছিল একরাশ না-বলা কষ্ট। মুহূর্তে কোলাহল থেমে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ক্যাফে।

INLAND TRADER

লুকা মডরিচ- যাঁর জীবনটাই এক উপেক্ষিত নায়কের আখ্যান। তাঁকে পর্দায় দেখে মনে পড়ে যাচ্ছিল ২০১৮ সালের মস্কোর সেই জুলাইয়ের কথা। ফাইনালের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলন শেষে পথ হারিয়ে ভুল করে খেলোয়াড়দের যাতায়াতের রাস্তায় চলে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম, পৃথিবীর সব ভার যেন নিজের কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। সেদিনই কেন

বিশ্বকাপ হাতে পাওয়ার আশা শেষ। ভেঙে পড়েছেন চল্লিশোর্ধ ক্রোয়েশিয়ার মিডফিল্ড মায়েস্ত্রো লুকা মডরিচ। মায়ামিতে।

যেন মনে হয়েছিল, সোনালি ট্রফিটা তাঁর আর ছোঁয়া হবে না। পরদিন বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল লুকাদের চোখের জল।

তাঁর জীবনের শুরুটাই তো ছাইচাপা। ১৯৯১ সালে বলকান যুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনে চোখের সামনে নিজের ঠাকুরদাকে বোমার আঘাতে পুড়ে মরতে দেখেছিলেন ছোট্ট লুকা। এরপর জন্মভিটে ছেড়ে দীর্ঘ সাত বছর কাটাতে হয়েছে এক রিফিউজি শিবিরে। যুদ্ধের সাইরেন আর বোমার শব্দের মাঝেই তাঁর ফুটবলকে আঁকড়ে ধরে বাঁচার শুরু। শুরুর পথটা মোটেই ফুল বিছানো ছিল না। ছেলেবেলার ক্লাব হাজদুক স্প্লিট তাঁকে বাতিল করে দেয়। এরপর এনকে জাডারের অ্যাকাডেমি হয়ে ডায়নামো জাগ্রেবের নজরে আসা। সেখান থেকে স্পেনের রাজপ্রাসাদ রিয়াল মাদ্রিদের মধ্যমণি হয়ে ওঠা- সবটাই এক অদম্য জেদের ফসল।

অসংখ্য ম্যাচ জিতিয়েও তিনি চিরকাল চাপা পড়ে থেকেছেন সতীর্থ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কিংবা বিপক্ষের লিওনেল মেসির গ্ল্যামারের আড়ালে। ফিফা যখন মেসি-রোনাল্ডোকে ধরে রাখতে মরিয়া, তখন ফুটবল বিশ্ব থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিচ্ছেন বলকান যুদ্ধের এই অকুতোভয় যোদ্ধা। ট্রফি হয়তো তাঁর হাতে উঠল না, কিন্তু বিদায়বেলায় হাজার হাজার মাইল দূরের মায়ামিতে এক অচেনা তরুণীর চোখের জলই হয়তো এই উপেক্ষিত নায়কের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

ক্রোয়েশিয়ার গোল বাতিলে বিতর্ক

টরন্টো, ৩ জুলাই : রাউন্ড অফ ৩২-এর রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে পর্তুগালের কাছে হার। বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ক্রোয়েশিয়া। হারের পর ক্রোয়েশিয়ার কোচ ডালিচের নিশানায় 'নিম্নমানের' রেফারিং। বিশ্বকাপে ভিএআরের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অসন্তোষও। তালিকায় নতুন সংযোজন, পর্তুগাল ম্যাচে শেষ মুহূর্তে ক্রোয়েশিয়ার বাতিল হওয়া গোল। রেফারির যে সিদ্ধান্তকে ঘিরে বিতর্ক চরমে পৌঁছেছে। ইভান পেরিসিচের ক্রস পর্তুগালের ডিফেন্ডার রেনাতো ভেইগার মাথা ছুঁয়ে মারিও পাসালিচের কাছে পৌঁছায়। পাসালিচের পাস থেকে বল জালে জড়াল জসকো ভার্দিওল।

তবে প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ওই গোল বাতিল করে দেন রেফারি। কারণ বিশ্বকাপের ম্যাচ বল ট্রিওন্ডা-তে লাগানো চিপ থেকে পাওয়া ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ভেইগার মাথা ছুঁয়ে পাসালিচের কাছে পৌঁছানোর আগে বল ইগর মাতানোভিচের চুল স্পর্শ করেছিল। যেহেতু মাতানোভিচ বল স্পর্শ করার সময় অফসাইডে ছিলেন পাসালিচ, তাই গোল বাতিল করা হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিশ্লেষণেও বলা হয়েছে, 'পেরিসিচের ক্রস পাসালিচের কাছে পৌঁছানোর আগে মাতানোভিচ বল স্পর্শ করেছিলেন। তা এতই সূক্ষ্ম ছিল যে খালি চোখে বোঝা যায়নি। ওই সময় পাসালিচ অফসাইডে ছিলেন।'

বিশ্বকাপের নকআউটে প্রথমবার গোল করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

রেফারির এই সিদ্ধান্তে মাঠেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন ক্রোয়েশিয়ার ফুটবলাররা। রেফারিকে ঘিরে প্রতিবাদও জানান তারা। ম্যাচ শেষে ক্ষোভ ঝড়ে পড়ল কোচ জলাটকো দালিচের গলায়ও। সরাসরি ওই গোল বাতিলের কথা উল্লেখ না করলেও ক্রোট কোচ বলেন, 'রেফারিংয়ের মান খুবই খারাপ। আমাদের আরও বেশি ফ্রি কিক পাওয়া উচিত ছিল। যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারত।' তবে পরাজয় মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। আরও যোগ করে ডালিচ বলেছেন, 'অজুহাত দিতে চাই না। আমরা নিজেরাই জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেছি।' উলটোদিকে পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্টিনেজও জানিয়েছেন, কিছুটা হলেও 'ভাগ্যের জোরে' জিতেছে তাঁর দল। রেফারির সিদ্ধান্তের সঙ্গে অবশ্য একমত তিনি। মার্টিনেজের স্পষ্ট জবাব, 'রেফারির সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই। প্রযুক্তির মাধ্যমে নিখুঁতভাবে দেখা গিয়েছে ওটা অফসাইড ছিল। আমাদের পক্ষে দেওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্তও যথাযথ।'

> রেফারির সিদ্ধান্তে কোনও ভুল নেই। প্রযুক্তির মাধ্যমে নিখুঁতভাবে দেখা গিয়েছে ওটা অফসাইড ছিল। আমাদের পক্ষে দেওয়া পেনাল্টির সিদ্ধান্তও যথাযথ।
>
> -রবার্তো মার্টিনেজ

রেফারির সমালোচনায় সরব ডালিচ

সোনার বুটের জমজমাট দৌড়

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ামি, ৩ জুলাই : গ্রুপ পর্বের মন্থর গতি পেরিয়ে বিশ্বকাপ নকআউটের ঘোড়দৌড়ে প্রবেশ করতেই, ফুটবলের হাওয়া ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। আর এই উত্তেজনার কেন্দ্রে রয়েছে গোল্ডেন বুট জয়ের লড়াই। কিলিয়ান এমবাপে, হ্যারি কেন, আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড বা ভিনিসিয়াস জুনিয়ার এই দৌড়ে থাকবেন, তা টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে, অবসরের দ্বারপ্রান্তে থাকা লিওনেল মেসিও যে এই লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান দাবিদার হয়ে উঠবেন, তা হয়তো কট্টর মেসিভক্তরাও স্বপ্নে ভাবেননি!

এই মুহূর্তে ৬ গোল নিয়ে লড়াইয়ের শীর্ষস্থানে রয়েছেন মেসি এবং এমবাপে। ঘাড়ের কাছেই ৫ গোল নিয়ে শ্বাস ফেলছেন কেন এবং হাল্যান্ড। আর ৪ গোল নিয়ে এই দৌড়ে আছেন ওসমানে ডেম্বেলে ও ভিনিসিয়াস।

ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে পিছিয়ে থাকা অবস্থা থেকে জোড়া গোল করে ইংল্যান্ডকে জেতানো কেন এখন ব্রিটিশদের চোখের মণি। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ঘরোয়া লিগে ৩৬ গোল সহ মোট ৬১ গোল এবং জাতীয় দলের হয়ে করা গোল মিলিয়ে এই মরশুমে তাঁর মোট গোলসংখ্যা ৭২। এই অবিশ্বাস্য রেকর্ডের সুবাদে তিনি ২০১১-'১২ মরশুমে করা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ৬৯ গোলের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। এই শতাব্দীর এক মরশুমে গোলের পরিসংখ্যানে কেনের সামনে এখন শুধু মেসি (২০১১-'১২ মরশুমে ৬৯ ম্যাচে ৮২ গোল)।

অন্যদিকে, বিশ্বকাপ এলেই এমবাপে যেন অন্য গ্রহে চলে যান। বিশ্বকাপে তাঁর ১৮ ম্যাচে ১৮ গোলের পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দেয়, এই মঞ্চের সঙ্গে তাঁর প্রেম কতটা গভীর। মেসির ১৯ গোলের রেকর্ড যে কোনও মুহূর্তেই ভেঙে ফেলার অপেক্ষায় তিনি। এদিকে ভিনিসিয়াসের পায়ের জাদুতে ভর করে বহুদিন পর ব্রাজিলকে ফের কাপজয়ের যোগ্য দাবিদার মনে হচ্ছে।

জাঁ ফঁতে, গার্ড মুলার বা রোনাল্ডো নাজারিওদের মতো কিংবদন্তিদের গড়া এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোলের রেকর্ডের তালিকায় একমাত্র এমবাপেই (২০২২ বিশ্বকাপে ৮ গোল) জায়গা করে নিয়েছেন। এবার তিনি নিজের সেই রেকর্ড ভাঙতে পারেন কি না, নাকি মেসি শেষবেলায় আরও একটা জাদুকরি কীর্তি গড়েন, অথবা কেন বা ভিনিসিয়াস বাজিমাত করেন- তা দেখতেই এখন অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছে গোটা ফুটবল বিশ্ব।

« ৬ গোল করে কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে সোনার বুটের টক্করে লিওনেল মেসি।

অবসর মাহরেজের

সুইৎজারল্যান্ডের কাছে হে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে আলজিরিয়া। তারপরেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত আলজিরিয়ান তারকা রিয়াদ মাহরেজের। ৩৫ বছরের এই অ্যাটাকার দেশের হয়ে ১১৯ ম্যাচে ৪০ গোল করেছেন। চলতি বিশ্বকাপে তাঁর নামের পাশে রয়েছে ২টি গোল ও ২টি অ্যাসিস্ট। ২০১৯ সালে আলজিরিয়াকে আফ্রিকা সেরার করার অন্যতম কারিগর ছিলেন মাহরেজ। বিদায়ি বার্তায় তিনি বলেছেন, 'আলজিরিয়ার হয়ে খেলাটা আমার কাছে গর্বের বিষয়। এবার সময় এসেছে পরবর্তী প্রজন্মকে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার।'

হিউস্টনে নতুন স্বপ্ন কানাডার

এবারের বিশ্বকাপে ৩টি করে গোল করা কানাডার জোনাথন ডেভিডের (বাঁয়ে) সঙ্গে আজ সম্মুখ সমরে নামছেন মরক্কোর ইসমায়েল সাইবারি।

বিশ্বকাপে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল

কানাডা বনাম মরোক্কো
৪ জুলাই, রাত ১০.৩০ মিনিট

প্যারাগুয়ে বনাম ফ্রান্স
৫ জুলাই, রাত ২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : ইউনাইটেড৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও জি৫ অ্যাপ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সন্দীপন রায়

টরন্টো, ৩ জুলাই : লেক ওন্টারিওর তীরের এই শান্ত শহরে এখন এক অদ্ভুত উৎসবের আমেজ। আগামীকাল ৪ জুলাই, সীমান্তের ওপারে যখন আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন চলবে, তখন কানাডার প্রতিটি প্রান্তর মেতে উঠবে এক অন্য উন্মাদনায়। নিজেদের ফুটবল ইতিহাসে প্রথমবার বিশ্বকাপের নকআউটে ওঠার যে স্বপ্নীল অধ্যায় আলফনসো ডেভিসরা শুরু করেছেন, তার পরবর্তী পরীক্ষা টেক্সাসের হিউস্টনে। কিন্তু এই অনাবিল আনন্দের মাঝেও দেশের ফুটবলপ্রেমীদের মনে একটা চাপা আক্ষেপ কাজ করছে। সূচির অদ্ভুত মারপ্যাঁচে নিজেদের দেশের মাটি, বিশেষ করে ভ্যাঙ্কুভারের চেনা গ্যালারির গর্জন ছেড়ে কানাডাকে এখন পাড়ি দিতে হয়েছে প্রতিকূল এনআরজি স্টেডিয়ামে।

প্রতিপক্ষ হিসেবে সামনে শক্তিশালী মরক্কো, যারা গত বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল খেলে গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল। তাদের জমাট রক্ষণ আর বিদ্যুৎগতির প্রতি-আক্রমণ সামলানো কোচ জেসি মার্শের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। আচরাফ হাকিমি, ইসমায়েল সাইবারিদের আটকাতে রক্ষণে নিশ্ছিদ্র দেওয়াল তুলতে হবে। মাঝমাঠে চোট পাওয়া ইসমায়েল কোনের শূন্যতা পূরণে এখন দলের সবচেয়ে বড় ভরসা স্টিফেন ইউস্তাকিও। আর গোল তুলে নেওয়ার মূল দায়িত্ব সেই জোনাথন ডেভিড ও সাইলে লারিন।

হিউস্টনের প্রবল গরম আর আর্দ্রতার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা কানাডার জন্য বড় পরীক্ষা। ঘাম ঝরানো অনুশীলনের ফাঁকে ফুটবলাররা বারবার জল পান করে নিজেদের সতেজ রাখার চেষ্টা করছেন। মার্শ খুব ভালো করেই জানেন, নকআউটের মঞ্চে সামান্যতম ভুলও ক্ষমাহীন। ঘরের মাঠের পরিচিত গণ্ডি পেরিয়ে এক অচেনা রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কানাডা। তবে ফুটবল মানচিত্রে নিজেদের অস্তিত্ব আরও উজ্জ্বল করার এই লড়াইয়ে, গোটা দেশের অটুট সমর্থনই এখন ডেভিসদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা।

শেষ ষোলোয় ফরাসিদের চিন্তা প্রবল তাপপ্রবাহ

প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে প্যারাগুয়ে ম্যাচের প্রস্তুতিতে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে, ওসমানে ডেম্বেলে ও জুলেস কুন্দে।

ফিলাডেলফিয়া, ৩ জুলাই : টানা চার ম্যাচে জয়। বিশ্বকাপে তেল খাওয়া মেশিনের মতো ছুটছে ফ্রান্স।

প্রতি ম্যাচেই প্রতিপক্ষকে কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছেন কিলিয়ান এমবাপেরা। ফুটবলমহলে এখন একটাই প্রশ্ন, এই ফ্রান্সকে রুখবে কে? এখন থেকেই অনেকে আরও একবার এমবাপের হাতেই বিশ্বকাপ দেখতে শুরু করেছেন।

প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে ফরাসিদের প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে। যারা আগের ম্যাচেই জার্মানিকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়েছে। ফলে এবার লড়াইটা খুব সহজ নয়। এই ম্যাচের আগে দুই শিবিরে দুঃশ্চিন্তার কারণ আমেরিকার প্রবল গরম। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এটাই হয়তো প্রতিযোগিতার সবচেয়ে উষ্ণতম ম্যাচ হতে পারে। তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছাতে পারে। ফলে দুই দলের কাছে প্রবল গরমের মধ্যে খেলাটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্যারাগুয়ে ম্যাচের আগে অবশ্য খোশমেজাজে ফরাসিরা। সুইডেনের বিরুদ্ধে শততম ম্যাচের মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন এমবাপে। একইসঙ্গে দিদিয়ের দেশঁ অর্জন করেছিলেন কোচ হিসেবে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ জেতার রেকর্ড। দুজনকেই স্মারক হিসেবে একটি বিশেষ জার্সি দেওয়া হয়েছে। তবে ব্যক্তিগত অর্জনকে ভুলে দুজনের পাখির চোখ প্যারাগুয়ে ম্যাচ। যাদের জমাটি রক্ষণের সামনে খেই হারিয়ে ফেলেছিল জার্মানরা। এই রক্ষণ ভাঙতে নিখুঁত রণকৌশল দরকার। তবে এমবাপে-ওসমানে ডেম্বেলে-মাইকেল ওলিসে ত্রিভূজ ছন্দে থাকলে বিশ্বের যে কোনও দলই ফরাসিদের কাছে মাথানত করতে বাধ্য হবে। বিশেষ করে এমবাপে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটছেন। তাঁকে বিশ্বকাপে থামানোর মতো রণকৌশল কোনও কোচই এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি।

এদিকে জার্মান বধের পর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে প্যারাগুয়ের। এখন তাদেরকে আর আন্ডারডগ ভাবতে রাজি নন অনেক ফুটবলপ্রেমীই। কোচ গুস্তাভো আলফারো ইতিমধ্যে লড়াইয়ের হুংকার দিয়ে রেখেছেন। তবে মহাযুদ্ধের আগে প্যারাগুয়ের চিন্তা ডিফেন্ডার ওমর আলদেরেতের চোট। আপাতত এক রোমাঞ্চকর ফুটবল ম্যাচ দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies
SHOWER OF SAVINGS
1ST JULY - 5TH JULY
spencers
My spencers Rewards
SHOP MORE. SAVE MORE.
MEMBERS PAY LESS. EVERYTIME.
PAY WITH amazon pay AND GET 5% INSTANT DISCOUNT*
MEMBER PRICE ₹14/kg NON-MEMBER PRICE ₹15/kg MARKET PRICE ₹19/kg
আলু
MEMBER PRICE ₹32/kg NON-MEMBER PRICE ₹35/kg MARKET PRICE ₹40/kg
পেঁয়াজ
MEMBER PRICE ₹259/kg NON-MEMBER PRICE ₹289/kg MARKET PRICE ₹260/kg
প্রিমিয়াম চিকেন হোল স্কিনলেস
MEMBER PRICE ₹20 OFF PER PC NON-MEMBER PRICE ₹10 OFF PER PC MRP ₹295/310 PER PC
আমুল সল্টেড বাটার 500gm
MEMBER PRICE ₹51 OFF NON-MEMBER PRICE ₹45 OFF MRP ₹150
কিসান ফ্রেশ টমেটো কেচাপ পাউচ 1.1kg
MEMBER PRICE 20% OFF NON-MEMBER PRICE 10% OFF MRP ₹250 ONWARDS
টাটা টি গোল্ড / প্রিমিয়াম 500gm
MEMBER PRICE 50% OFF NON-MEMBER PRICE 45% OFF MRP ₹60 ONWARDS
বিস্কুট ও রাস্ক-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE 50% OFF NON-MEMBER PRICE 40% OFF MRP ₹120 ONWARDS
ফ্রোজেন স্ন্যাকস-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE 25% OFF NON-MEMBER PRICE 15% OFF MRP ₹105 ONWARDS
কোয়ালিটি ওয়ালস আইসক্রিম-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE 55% OFF NON-MEMBER PRICE 50% OFF MRP ₹225 ONWARDS
ডিওডোরেন্ট-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE 55% OFF NON-MEMBER PRICE 50% OFF MRP ₹815 ONWARDS
শ্যাম্পুর রেঞ্জ
MEMBER PRICE 55% OFF NON-MEMBER PRICE 50% OFF MRP ₹280 ONWARDS
ত্বক পরিচর্যার প্রোডাক্ট-এর রেঞ্জ
My spencers Rewards
SHOP MORE. SAVE MORE.
₹500/YEAR GOLD
UPTO 6% CASHBACK (₹600 Monthly Saving)
EXCLUSIVE PRICES
₹750/YEAR PLATINUM
UPTO 6% CASHBACK (₹600 Monthly Saving)
25 FREE JIFFY DELIVERY
EXCLUSIVE PRICES
₹1000/YEAR DIAMOND
UPTO 6% CASHBACK (₹600 Monthly Saving)
1% EXTRA BENEFIT ON DRINKS
50 FREE JIFFY DELIVERY
EXCLUSIVE PRICES
MEMBER PRICE ₹25 OFF NON-MEMBER PRICE ₹20 OFF MRP ₹240 ONWARDS
হোম ক্লিনিং আইটেম-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE UPTO ₹250 OFF NON-MEMBER PRICE UPTO ₹240 OFF MRP ₹765 ONWARDS
লিকুইড ডিটারজেন্ট-এর রেঞ্জ 1L
My spencers Rewards MEMBER PRICE ₹399 NON-MEMBER PRICE ₹419 MRP ₹618/670
জিবা / ইন্ডিয়া গেট রোজানা বাসমতি চাল 5kg
MEMBER PRICE BUY 2 pcs & ABOVE 33% OFF ON MRP NON-MEMBER PRICE BUY 2 PCS & ABOVE 25% OFF ON MRP
টাটা সম্পান ডাল-এর রেঞ্জ
MEMBER PRICE ₹169 NON-MEMBER PRICE ₹175 MRP ₹350
হনুমন্তা ফর্টিফায়েড চাক্কি ফ্রেশ আটা 5KG
MEMBER PRICE ₹169 NON-MEMBER PRICE ₹171 MRP ₹210
ডক্টরস চয়েস সরিষার তেল-এর পাউচ 1L
MEMBER PRICE ₹230 NON-MEMBER PRICE ₹235 MRP ₹349
অর্গানিক তত্ত্বা সরিষার তেল 1L
MEMBER PRICE COMBO ₹888 NON-MEMBER PRICE COMBO ₹899
ডাবল টিক আমন্ড + কাজু কম্বো (500gm প্রতি প্যাক)
MEMBER PRICE ₹499 NON-MEMBER PRICE ₹999 MRP ₹3199
মোনার্কা ডাবল দোহার
MEMBER PRICE ₹699 NON-MEMBER PRICE ₹769 MRP ₹800
ফিলিপস ড্রাই আয়রন
MEMBER PRICE ₹1199 NON-MEMBER PRICE ₹1249 MRP ₹2099
গালা কুইক স্পিন মপ
MEMBER PRICE ₹2499 NON-MEMBER PRICE ₹3499 MRP ₹17100
অলিম্পাস হার্ড ট্রলি 360° 2-টির সেট
*T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions.
CIN. U51229WB2000PLC154278
Customer Care No. 1800 103 0134 | Follow Us on
JOIN SPENCERS REWARDS TODAY
IN-STORE
CALL TO ORDER 1800 123 6868
JIFFY APP
SCAN
5% INSTANT DISCOUNT* SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Discount: ₹250 per card; Validity: 01 Jul - 05 Jul 2026. T&C Apply.